# গ্লোবাল ডায়ালগ

৭.২

১৭ টি ভাষায় বছরে চারটি সংখ্যা

## দুতার্তের একনায়কত্ব
ওয়াল্ডেন বেলো

## পাকিস্তানে সমাজবিজ্ঞান
আয়াজ কোরেশী,
নিদা কিরমানি,
কাভেরি কোরেশী,
তানিয়া সাঈদ,
আমেন জাফের

## জিগমুন্ট বাউমানের প্রতি শ্রদ্ধা
পিটার ম্যাকমাইলর,
মার্সিয়ে গডুলা,
পিটার বেলহার্জ

## কানাডীয় সমাজবিজ্ঞান
হাওয়ার্ড রামোস,
রিমা উল্কস,
নিল ম্যাকলাফলিন,
ড্যানিয়েল বেলান্ড,
প্যাট্রিসিয়া ল্যান্ডওল্ট,
সেরিল তিলাক্সিং,
ক্যারেন ফস্টার,
ফুইয়াকি কুরাসাওয়া

**বিশেষ কলাম**

> যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিবাসীদের আত্মপরিচয়ের সংকট

> আর্জেন্টিনার সম্পাদনা পরিষদের পরিচিতি

ম্যাগাজিন

ভলিউম ৭ / সংখ্যা ২ / জুন ২০১৭
www.isa-sociology.org/global-dialogue/

GD

International Sociological Association

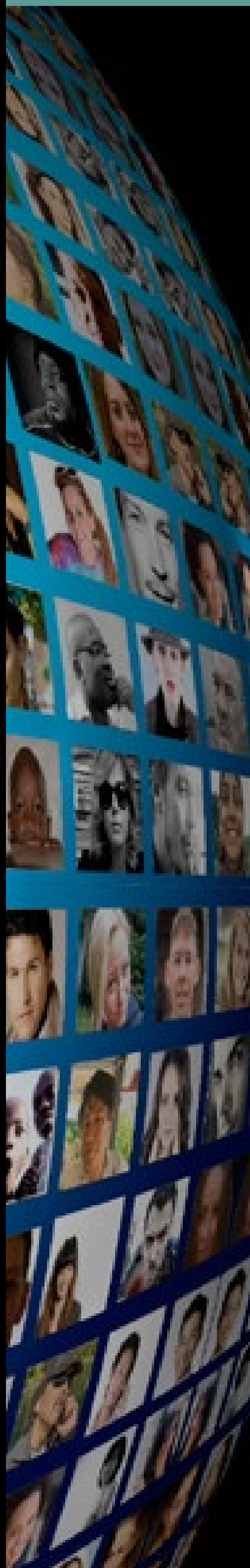

# > সম্পাদকীয়

## প্রতিক্রিয়াশীল যুগে সমাজবিজ্ঞান

দুতার্তে, এরদোগান, অরবান, পুতিন, লি পেন, মোদি, জুমা এবং ট্রাম্প-এদের সবাই জাতীয়তাবাদ, পরধর্মভীতি ও কর্তৃত্বপরায়ণতা ক্ষেত্রে একই স্বভাববিশিষ্ট। ট্রাম্পের বিজয় কট্টরপন্থি আন্দোলন এবং ডানপন্থি একনায়কদের পালে নতুন শক্তি জুগিয়েছে। নিঃসন্দেহে, কয়েক দশকে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। যেহেতু উদার গণতন্ত্র অনিশ্চয়তা, বর্জন ও বৈষম্যের সাথে সাথে তৃতীয় পর্যায়ের বাজারজাতকরণকে সম্মুখে এগিয়ে দিয়েছে। বর্তমানের অগ্রদূত হিসেবে ১৯২০ ও ১৯৩০ সালের ফ্যাসিবাদী আন্দোলন মোড় নিয়েছে যা দ্বিতীয় পর্যায়ের বাজারজাতকরণকে অনুসরণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে সাথে এটির পতন হয়েছিল। কিন্তু আমরা কি এতটা নিশ্চিত হতে পারি যে এই প্রতিক্রিয়া চক্র পরাজিত হবে? গণতন্ত্রের উদার প্রতিষ্ঠানসমূহ কতটা শক্তিশালী? ট্রাম্প প্রশাসনের শুরুর দিনগুলো প্রমাণ করে যে নির্বাহী আদেশের প্রতিবন্ধকতার মুখে তারা অনমনীয় নয়। পোর্তোকারিরো ও লারা গার্সিয়া কর্তৃক রচিত নিবন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়কে এমনই একটি প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্র হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে।

অন্যান্য দেশের অবস্থা কেমন? চলতি সংখ্যায় ওয়ালডেন বেলো ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট দুতার্তের নৃশংসতার বর্ণনা করছেন। মারকেস শাসনের ক্ষমতাচ্যুতের পর- যার ক্ষমতায় আরোহন উদার গনতন্ত্রের পতন হিসেবে দেখা হয়। ব্যর্থতা প্রকাশ পেয়েছে নির্লজ্জ রাজনৈতিক দুর্নীতিতে, ক্রমবর্ধমান বৈষম্যে। যা যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রনের সাথে জড়িত। উদার গণতন্ত্রের দূর্বলতার প্রতি এই রাজনৈতিক ইঙ্গিত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে লোকরঞ্জনবাদী-এর মত। এমন কি এটি জনসংখ্যার অস্পৃশ্য অংশকে ভৌতিক করে সমাজের উঁচু শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে। যেমন মাদক বিক্রেতা ও মাদকসেবক, ঠিক যেভাবে এরদোগান কুর্দিদের নিপীড়ন করে, ট্রাম্প অভিবাসীদের নিপীড়ন করে এবং জার্মান ফ্যাসিবাদ অনার্যদেরকে নিপীড়ন করে। প্রকৃতপক্ষে জার্মান ফ্যাসিবাদের সাথে ওয়ালডেন বেলো-এর একই বর্ণনা খুবই বিশ্বাসযোগ্য।

পাকিস্তান হলো আরেকটি রাষ্ট্র যেখানে সামরিক শাসন নতুন কিছু নয়। যেখানে লোকরঞ্জনবাদীদের আকর্ষণ অর্থনৈতিক শক্তির সঙ্গে একীভূত হয়। পাকিস্তানের সমাজবিজ্ঞান একটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র কিন্তু উদ্ভাবনী ও সমালোচনামূলক। তথাপি আমরা চলতি সংখ্যার প্রবন্ধগুলোতে দেখতে পাই বহুজাতিক কোম্পনিগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে লাভবান হবার পথ। কিভাবে উপসাগরীয় দেশগুলো পাকিস্থানের অধিক উৎপাদনশীল অভিবাসীদের বাছাই করতে নজরদারি করে। এবং কিভাবে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ নারীর প্রতি সহিংসতা সামান্যই রোধ করতে। এখানে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত পাকিস্তানিদের নিয়ে দুটি গবেষণা রয়েছে- যা পাকিস্থানি অভিবাসীদের বৈবাহিক সম্পর্কের পরিবর্তন ও কিভাবে মুসলমান শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তা শিকার হয়ে মোকাবেলা করে এ সংক্রান্ত। একই সাথে পাঁচটি কেস স্টাডিস জাতীয় সীমা ছাড়িয়ে উত্তর-ঔপেনিবেশিক আধিপত্য কায়েমের প্রকৃত সমাজবিজ্ঞানের জন্ম দেয়।

কানাডার অধিক আস্থাশীল সমাজবিজ্ঞান খুবই ভিন্ন ধরণের। যা অভিবাসন ও পরিবেশগত ন্যায্যতা বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত। কানাডার সমাজবিজ্ঞান অনেক বেশি নীতি ক্ষেত্রের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। সাবেক প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপারের নিন্দানীয় অতিরঞ্জন সত্ত্বেও, কানাডার সমাজবিজ্ঞানীরা বৃহতর সমাজ থেকে তুলনামুলকভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ অভিবাদন পেয়ে থাকে। তাদের হতাশার ব্যঞ্জনা এখনও সামাজিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে শুধু তাদের অতি উচ্চ প্রত্যাশাকে প্রতিফলিত করে।

আমাদের যুগের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছেন এমন একজন সমাজবিজ্ঞানী হলেন জিগমুন্ট বাউমান। দুঃখের বিষয় হল তিনি ৯১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। আমাদের তিনজন স্মৃতিচারক তার অসাধারন জীবন কর্ম তুলে ধরেছেন। তার শক্তিশালী নৈতিক দৃষ্টি উল্লেখ করে, সংশয়ী কল্পবাদকে জড়িয়ে দিয়েছেন। তার অনুপ্রেরণীয় সমাজবিজ্ঞান পরবর্তী দশকগুলোতেও বেঁচে থাকবে।

> ISA-এর ওয়েবসাইটে **১৭টি ভাষায় অনূদিত *গ্লোবাল ডায়ালগ* ম্যাগাজিনটি পাওয়া যাবে।**
> **লেখা পাঠাতে পারেন এই ইমেইলেঃ** burawoy@berkeley.edu

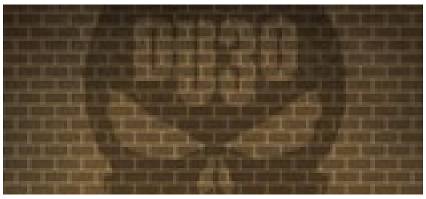

*প্রতিশ্রুতিশীল জ্ঞানতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক কর্মী ও বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানী **ওয়াল্ডেন বেলো** ফিলিপাইনের রাষ্ট্রপতি রোদ্রিগো দুতার্তের নতুন শাসন বর্ণনা করেন।*

***পাকিস্তান:** লাহোর ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানেজমেন্ট-এর পক্ষ থেকে জাতীয় সীমানা ছাড়ানো ব্যাপৃত সমাজবিজ্ঞান।*

***জিগমুন্ট বাউমান:** বর্তমান সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানীর প্রতি শ্রদ্ধা।*

***কানাডা:** দেশের গন্ডি পেরিয়ে অনুতাপহীন ও প্রভাবশালী সমাজবিজ্ঞান।*

GD

*SAGE* **প্রকাশনীর** উদার অনুদানে ***গ্লোবাল ডায়ালগ*** প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

# > Editorial Board


Editor: Michael Burawoy.

Associate Editor: Gay Seidman.

Managing Editors: Lola Busuttil, August Bagà.

Consulting Editors:
Margaret Abraham, Markus Schulz, Sari Hanafi, Vineeta Sinha, Benjamín Tejerina, Rosemary Barbaret, Izabela Barlinska, Dilek Cindoğlu, Filomin Gutierrez, John Holmwood, Guillermina Jasso, Kalpana Kannabiran, Marina Kurkchiyan, Simon Mapadimeng, Abdul-mumin Sa'ad, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Sawako Shirahase, Grazyna Skapska, Evangelia Tastsoglou, Chin-Chun Yi, Elena Zdravomyslova.

Regional Editors

Arab World:
Sari Hanafi, Mounir Saidani.

Argentina:
Juan Ignacio Piovani, Pilar Pi Puig, Martín Urtasun.

Bangladesh:
Habibul Haque Khondker, Hasan Mahmud, Juwel Rana, US Rokeya Akhter, Toufica Sultana, Asif Bin Ali, Khairun Nahar, Kazi Fadia Esha, Helal Uddin, Muhaimin Chowdhury.

Brazil:
Gustavo Taniguti, Andreza Galli, Ângelo Martins Júnior, Lucas Amaral, Benno Alves, Julio Davies.

India:
Rashmi Jain, Jyoti Sidana, Pragya Sharma, Nidhi Bansal, Pankaj Bhatnagar.

Indonesia:
Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana.

Iran:
Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Mina Azizi, Mitra Daneshvar, Vahid Lenjanzade.

Japan:
Satomi Yamamoto, Miki Aoki, Masataka Eguchi, Mami Endo, Akane Higuchi, Yuka Hirano, Hikaru Honda, Yumi Ikeda, Izumi Ishida, Aina Kubota, Yuna Nagaye.

Kazakhstan:
Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Gani Madi, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel.

Poland:
Jakub Barszczewski, Katarzyna Dębska, Paulina Domagalska, Adrianna Drozdrowska, Łukasz Dulniak, Jan Frydrych, Krzysztof Gubański, Kinga Jakieła, Justyna Kościńska, Kamil Lipiński, Mikołaj Mierzejewski, Karolina Mikołajewska-Zając, Adam Müller, Zofia Penza, Teresa Teleżyńska, Anna Wandzel, Jacek Zych, Łukasz Żołądek.

Romania:
Cosima Rughiniș, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Costinel Anuța, Maria-Loredana Arsene, Tatiana Cojocari, Andrei Dobre, Diana Alexandra Dumitrescu, Iulian Gabor, Rodica Liseanu, Mădălina Manea, Mihai-Bogdan Marian, Andreea Elena Moldoveanu, Rareș-Mihai Mușat, Oana-Elena Negrea, Mioara Paraschiv, Ion Daniel Popa, Diana Pruteanu Szasz, Eliza Soare, Adriana Sohodoleanu.

Russia:
Elena Zdravomyslova, Anna Kadnikova, Asja Voronkova.

Taiwan:
Jing-Mao Ho.

Turkey:
Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

Media Consultant: Gustavo Taniguti.


# > এ সংখ্যায় থাকছে


সম্পাদকীয়: প্রতিক্রিয়াশীল যুগে সমাজবিজ্ঞান ২

উদার গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দুতার্তের বিদ্রোহ
**ওয়াল্ডেন বেলো, ফিলিপাইন** ৪

## > পাকিস্তানে সমাজবিজ্ঞান

উপসাগরীয় অভিবাসনে চিকিৎসা সংক্রান্ত নজরদারি
**আয়াজ কোরেশী, পাকিস্তান** ৭

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও নারীর প্রতি সহিংসতা
**নিদা কিরমানি, পাকিস্তান** ৯

প্রবাসীদের বিবাহ বিচ্ছেদ
**কাভেরি কোরেশী, পাকিস্তান** ১১

ইসলাম বিদ্বেষ ও ব্রিটিশ নিরাপত্তা এজেন্ডা
**তানিয়া সাঈদ, পাকিস্তান** ১৩

অবকাঠামোর রাজনীতি
**আমেন জাফের, পাকিস্তান** ১৫

## > স্মরণে

জিগমুন্ট বাউমানের নৈতিক দর্শন
**পিটার ম্যাকমাইলর, ইউকে** ১৭

জিগমুন্ট বাউমান, একজন সংশয়ী ইউটোপিয়ান
**মার্সিয়ে গডুলা, পোল্যান্ড** ১৯

জিগমুন্ট বাউমান স্মরণে
**পিটার বেলহার্জ, অস্ট্রেলিয়া** ২১

## > কানাডীয় সমাজবিজ্ঞান

অসমাজবৈজ্ঞানিক সময়ে সমাজবিজ্ঞান
**হাওয়ার্ড রামোস, রিমা উল্কস, ও নিল ম্যাকলাফলিন, কানাডা** ২৩

জননীতিতে সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োগ
**ড্যানিয়েল বেলান্ড, কানাডা** ২৫

কানাডায় অনিশ্চিত অনাগরিকত্ব
**প্যাট্রিসিয়া ল্যান্ডওল্ট, কানাডা** ২৭

পরিবেশগত ন্যায্যতায় সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োগ
**সেরিল তিলাক্সিং, কানাডা** ২৯

সময়টা এখন সমাজবিজ্ঞানের (যা আগে কখনো আসেনি)
**ক্যারেন ফস্টার, কানাডা** ৩১

দুঃসময়ে গণমাধ্যমের সম্পৃক্ততা
**ফুইয়াকি কুরাসাওয়া, কানাডা** ৩৩

## > বিশেষ কলাম

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ: অভিবাসীদের লড়াইয়ের নতুন চিত্র?
**স্যান্ডা পোর্তোকারিরো ও ফ্রান্সিসকো লারা গার্সিয়া, ইউএসএ** ৩৫

আর্জেন্টিনার সম্পাদনা পরিষদের পরিচিতি
**হুয়ান ইগনাসিও পিওভানি, পিলার পাই পুইগ ও মার্টিন উরতাসান, আর্জেন্টিনা** ৩৭

# > উদার গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দুতার্তের বিদ্রোহ

**ওয়াল্ডেন বেলো**, নিউ ইয়র্কের স্টেট ইউনিভার্সিটি, বিংহামটন এবং ফিলিপাইনের হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস-এর সাবেক সংসদ সদস্য

*পুরোনো প্রতিশোধপরায়ণ রোদ্রিগো, আকা দুতার্ত "ডিইউ৩০" (উচ্চারণ: দু-তার্ত) বা "শান্তিদাতা"। চিত্রাংকনে আরবু।*

নাৎসি প্রতিবিপ্লবের বিজয়ের পর জোসেফ গোয়েবলস বিখ্যাত একটা উক্তি করেছিলেন যে, "ইতিহাস থেকে ১৭৮৯ সাল এখন মুছে ফেলা হল"। একইভাবে, এই মন্তব্যও কি করা যায় যে, আমেরিকা, ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশে উদীয়মান ফ্যাসিবাদও ইতিহাস থেকে ১৯৮৯ সালকে মুছে দিতে চাইছে?

১৭৮৯ সাল ফরাসি বিপ্লবের বছর। আর একইভাবে, ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামা এবং অন্যান্যদের মতে, ১৯৮৯ সাল ছিল লিবারেল গণতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের বছর, যাকে ফুকুইয়ামা "ইতিহাসের সমাপ্তি" বলে অভিহিত করেছেন। এই বছর ইউরোপে সমাজতন্ত্র এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহে ডানপন্থী কর্তৃত্ববাদী সরকারসমূহের পতন বিশ্বের বুকে উদার অর্থনীতি এবং রাজনীতির বিজয় এবং পশ্চিমা উদার গণতন্ত্রকে মানবজাতির জন্য সার্বজনীন এবং চূড়ান্ত শাসনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠার বছর।

ফুকুয়ামার সদ্যজাত ইউটোপিয়া দ্রুতই উদারতাবাদী শক্তির বিরোধীদের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে- মধ্যপ্রাচ্যে পলিটিক্যাল ইসলাম আর পূর্ব ইউরোপে এথনিক চরমপন্থীদের মাধ্যমে। কিন্তু এইসব কোন আন্দোলন বা ব্যক্তিই ২০১৬ সালের মে মাসে নির্বাচিত ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট রোদ্রিগো দুতার্তের মতো উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি নির্লজ্জ বিদ্বেষ পোষণ করেনি।

## > নির্মূলবাদ

দুতার্তের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হল মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যা মাত্র নয় মাসের মধ্যের ৮০০০ এর অধিক প্রাণহানি ঘটিয়েছে। এটি কোন স্বাভাবিক আইনি প্রক্রিয়া নয়। নাৎসি অপবিজ্ঞানের বর্ণতত্ত্বের অনুরূপ একটা উন্মত্ত বিভাজিত আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত এই অভিযান সমাজের একটা সম্পূর্ণ অংশকে বেঁচে থাকার অধিকার, আইনী প্রক্রিয়ার অধিকার এবং সামাজিক অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত

>>

করেছে। দুতার্তের ফিলিপাইনের ১০৩ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে তিন মিলিয়ন মাদক ব্যবসায়ী এবং মাদকসেবীদেরকে মানব সমাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলেছে। তার স্বভাবসুলভ বাগাড়ম্বরেরও সাথে তিনি আইনপ্রয়োগকারী বাহিনীর উদ্দেশ্যে বলেছেন: "মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ? তার আগে আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই: তারা কি মানুষ? আপনাদের কাছে মানুষের সংজ্ঞা কি?"

পুলিশের মাধ্যমে এইসব হত্যাকান্ডের "সাফাই গাইতে" গিয়ে দুতার্তের *"শাবু"* প্রত্যয়টিতে জোড় দিয়েছেন। এটি হল মেথ বা মেথামফেটামাইন হাইড্রোকোলোরাইড নামের মাদকের স্থানীয় নাম, "যা গ্রহণ করলে মানুষের মস্তিস্কে ক্ষয়সাধন হয়" এবং ফলশ্রুতিতে সে সহনশোধনের অযোগ্য হয়ে পড়ে। মাদকসেবীদেরকে "জীবন্তভাবে হেঁটে চলা মৃত মানুষ" যারা "সমাজের জন্য অপ্রয়োজনীয়" হিসেবে উল্লেখ করে তিনি মাদকসেবীদেরকে মানসিকভাবে অসুস্থ এবং বিপদজনক মনে করেন। তিনি পুলিশের হাতে মাদকসেবীদেরকে হত্যার জন্য ব্ল্যাঙ্কচেক দিয়ে রেখেছেন, তারা পুলিশের গ্রেফতারে বাধা দিক বা না-দিক। প্রকৃতপক্ষে, পুলিশকে বিনা বিচারে মাদকসেবীদের হত্যার অনুমতি দিয়ে তিনি পুলিশকে লাইসেন্স দিয়েছেন "যে কারও বিরুদ্ধে লাগতে যারা পুলিশকে বিচারের মুখোমুখি করতে পারে।"

এতকিছুর পরেও দুতার্তে- যিনি নির্বাচনী প্রচারাভিযানের সময় ওয়াদা করেছিলেন যে, তিনি অপরাধীদের মৃতদেহ খাইয়ে ম্যানিলা উপসাগরের "মাছ মোটাতাজা" করবেন- ব্যাপক জনসমর্থন ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছেন। তার প্রতি সমর্থন শতকরা ৮৩ এর আশেপাশে এবং জনগণের মধ্যে তার একটা উম্মত্ত সমর্থকগোষ্ঠী আছে যারা তাঁর বিচারবর্হির্ভূত এইসব হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা করলে তাদের বিরুদ্ধে সাইবার-এটাক পরিচালনা করে।

## > দুতার্ত প্রীতির শিকড়

দুরার্তের এই ব্যাপক জনসমর্থনের ভিত্তি কি? এইটা সত্যি যে, মাদকসেবীদেরকে সমাজের ক্ষত হিসেবে বিবেচনা করার ধারণাটা সমাজে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। সমাজে দুতার্তের এই গ্রহণযোগ্যতা মূলত: উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থার নির্দেশক, যা-এসেছিল ১৯৮৬ সালে ফার্ডিনান্ড মার্কোসের পতনের পর ইডিএসএ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। ইডিএসএ হল ম্যানিলা হাইওয়ের অপরনাম, যেখানে স্বৈরশাসক মার্কোসকে পতনের জন্য গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল। এই "ইডিএসএ প্রজাতন্ত্র"-এর পতন দুতার্তের সাফল্যের মূল শর্ত।

দুতার্তের উত্থানের পথ প্রশস্ত করেছে সম্মিলিতভাবে ফিলিপাইনের নির্বাচনী ব্যবস্থায় এলিটদের নিয়ন্ত্রণ, সম্পদের ক্রমবর্ধামান পুঞ্জীভবন, উদারনৈতিক অর্থনৈতিক পলিসি এবং বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য ওয়াশিংটনের ক্রমাগত চাপও প্রয়োগ। ২০১৬ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে " ইডিএসএ প্রজাতন্ত্র" প্রতিশ্রুত জনতার ক্ষমতায়ন এবং সম্পদের পুণর্বন্টনের সাথে বাস্তবতার ফারাক প্রকট আকার ধারণ করে: ব্যাপক দারিদ্র্য, কলঙ্কজনক অসাম্য এবং সর্বাত্মক দুর্নীতি। এরসাথে যুক্ত হয় জনতার মাঝে বিরাজমান প্রেসিডেন্ট বেনিগ্নো একুইনোর সরকারের অপারগতার ধারণা। কাজেই, এইটা অবাক করার মতো কোন ব্যাপার নয় যে প্রায় ১৬ মিলিয়ন ভোটার (মোট ভোটারের প্রায় ৪০ শতাংশ) ত্রিশ বছর ধরে দাভাও শহরকে একক কর্তৃত্বে শাসন করে আসা দুতার্তের মধ্যে দেখেছিল দেশের মুক্তিদাতার প্রতিচ্ছবি। ঔপন্যাসিক এন্থোনি ডয়ার যুদ্ধ-পূর্ব জার্মানদের সম্পর্কে যেমনটি বলেছিলেন, ফিলিপিনোরা "মরিয়া হয়ে একজনকে খুঁজছিল যে সবকিছু ঠিক করে দিতে সক্ষম।"

উপরন্তু " ইডিএসএ প্রজাতন্ত্র"-এর বয়ান, যথা গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং আইনের শাসন জনতার ক্ষমতায়নের অভাবে অধিকাংশ ফিলিপিনোর কাছে চেপে বসা জগদ্দল পাথরে পরিণত হয়েছিল। দুতের্তের বয়ান- সরাসরি মৃত্যুর হুমকি, গালিমুখের অমার্জিত ভাষা, উম্মত্ত প্রচারের সাথে এলিটদের প্রতি দুতার্তের অপমানজনক ও কৌতুককর বক্তব্য যেখানে এলিটদেরকে "coños" বলে অভিহিত করত। এসবই দুতার্তের সমর্থকদের কাছে উদ্যমতা আর স্বাধীনতার অনুভূতি নিয়ে আসে, যারা পূর্বের শাসকদের মুনাফেকিতে নিষ্পেষিত হয়েছিল।

## > একটি ফ্যাসিবাদী বয়ান

দুতার্তের নির্মূল অভিযান, নানান শ্রেনির মধ্যে জনসমর্থন আদায় এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ফিলিপাইনে বিদ্যমান আমেরিকান স্টাইলের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো তাকে একজন ব্যতিক্রমী ফ্যাসিস্টে পরিণত করে। একজন ফ্যাসিস্টের উত্থান শুরু হয় নাগরিক অধিকার বিনষ্ট করার মধ্য দিয়ে। ক্ষমতা কুক্ষিগত করা আর ব্যাপকমাত্রায় নির্যাতন-নিস্পেষণের মাধ্যমে দুতার্তের এই ধারাকে উল্টে দিয়েছেন। তিনি শুরু করেছেন পাইকারি হত্যা, তারপর নাগরিক অধিকার খর্ব করা এবং সর্বশেষে রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মাধ্যমে তার ফ্যাসিস্ট শাসন পাকাপোক্ত করেছেন। এটা সেনা-অভিযানের মাধ্যমে দ্রুত সময়ে প্রতিষ্ঠিত ফ্যাসিবাদের নমুনা।

দুতার্তের শাসনের আরেকটা বিশেষ দিক হল বামপন্থীদেরকে শাসনকার্যে অংশগ্রহণের আহবান, যা ধ্রুপদী ফ্যাসিবাদে অকল্পনীয় ছিল। বামপন্থীদেরকে চরম শত্রুজ্ঞান করার বদলে দুতার্তের তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার আত্মবিশ্বাস প্রদর্শন করেছেন। অন্যদিকে, বামপন্থীরা এবং জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট অনেকদিন ক্ষমতার অংশ হতে পেরে খুশি হয়েছিল এই আশায় যে, এর মাধ্যমে তারা রাজনীতিতে নিজেদের ক্ষয়িষ্ণু প্রভাব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে।

বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে একজন নবাগত হওয়া সত্ত্বেও দুতার্তের ফিলিপাইনের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উপর যথেষ্ট দখল প্রদর্শন করেছেন। তার কিছু পদক্ষেপ যেমন আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ওবামা তার বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা করলে তাকে "কুত্তার বাচ্চা" বলে গালি দেওয়া এবং চীনের প্রতি হাতও বাড়িয়ে দেওয়া ফিলিপাইনের মতো আমেরিকার-কব্জায় থাকা রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। অবাক করা ব্যাপার হল দুতার্তের এই সব উস্কানিমূলক পদক্ষেপ খুব কম প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল, বরং ইন্টারনেটে তার জন্য আরও বেশি সমর্থন আদায় করেছিল। অনেকেই হয়তো দেখে থাকবে যে, ফিলিপাইনের সাধারণ জনতার মধ্যে আমেরিকা ও আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের প্রতি এক ধরণের অনুরাগ। কিন্তু এদের মধ্যে আমেরিকার প্রতি আরেক ধরণের অনুচ্চারিত ক্ষোভও রয়েছে ফিলিপাইনে আমেরিকান ঔপনিবেশিক উপস্থিতির যা অনুভূত হয় ওয়াশিংটন কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া অসম চুক্তিসমূহ এবং স্থানীয় সংস্কৃতির উপর আমেরিকান জীবনধারার চেপে বসার মাধ্যমে। এটি বোঝার জন্য কাউকে হেগেলের জটিল "প্রভূ-ভৃত্য" প্রত্যয়ের দরকার হয় না। দুতার্তের ফিলিপিনোদের এই আবেগের জায়গায় নাড়া দিতে পেরেছেন, যা বামপন্থীরা পারে নি। অন্যান্য দেশের স্বৈরশাসকদের মত দুতার্তের সাফল্যের সাথে জাতীয়তাবাদকে স্বৈরতন্ত্রের সাথে যুক্ত করেছেন।

## > বক্তব্যে গণমুখী, কর্মে ফ্যাসিবাদী

কথাবার্তায় গণমুখী হলেও কোন রকমের ভণিতা ছাড়াই বলেন যে, তিনি জনগণকে পুনর্বন্টনীয় পুনর্গঠনের জন্য ব্যবহার করবেন। বরং তিনি ধ্রুপদী ফ্যাসিস্ট নেতাদের মতো নানান শ্রেনির মধ্যে সমটা রক্ষার মধ্য দিয়ে নিজেকে শ্রেনি বিভাজনের উর্ধ্বে হিসেবে তুলে ধরেন। নির্বাচনী প্রচারাভিযানে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি চুক্তিভিত্তিক শ্রমের অবসান ঘটাবেন, খনিশিল্প কাটছাঁট করবেন, মার্কোসের আমলে অন্যায়ভাবে সংগ্রহ করা খাজনা কৃষকদের মাঝে পুর্নবন্টন করবেন। কিন্তু তার সেই সব প্রতিশ্রুতির বেশিরভা-

>>

গই অপূর্ণ থেকে গেছে, উপরন্তু এলিটদের অনেকেই এখন তার রাজনৈতিক সহযোগীতে পরিণত হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠণপ্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন দীর্ঘমেয়াদে তার স্বৈরশাসনে জনসমর্থন টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এযাবৎ পর্যন্ত কোনরূপ অগ্রগতির দেখা না পাওয়া স্বত্ত্বেও তা দুতার্তের জনপ্রিয়তায় ছেদ ঘটায় নি।

এই পর্যায়ে, এলিট এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে দুতার্তের প্রতিরোধে দুর্বল। একইভাবে, ক্যাথলিক চার্চও- যা পূর্বে মানবাধিকার বিষয়ে সোচ্চার ছিল- একজন জনপ্রিয় নেতার বিরুদ্ধে যেতে দ্বিধান্বিত। এর কারণ চার্চের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে চার্চের অদূরদর্শী অবস্থান। প্রতিরোধ যা আছে তা- আসছে বিচ্ছিন উৎস থেকে। যেমন সিনেটর লীলা ডি লিমা, যিনি মাদক ব্যবসায়িদের সাথে কথিত আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে কারারুদ্ধ, গণসংবাদ মাধ্যমের একাংশ, এবং কতিপয় মানবাধিকার সংস্থাসমূহ, যেমন আই-ডিফেন্ড।

## > দুতার্ত, ফিলিপইনো সমাজ এবং সমাজবিজ্ঞান

দুতার্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবলভাবে সমালোচিত হলেও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও এর অসঙ্গতিসমূহ সামাজিক বিজ্ঞানীদেরকে আগ্রহী করে তুলেছে। কেউ কেউ সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াসমূহ এবং ব্যক্তিত্বের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। সম্প্রতি *নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর* একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে দুতার্ত হাইস্কুলে পড়ার সময় এক জেসুইট পাদ্রির হাতে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন যেকথা তিনি নিজেই ২০১৬ সালের নির্বাচন প্রচারাভিযানে প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীতে সেই পাদ্রিকে লস এঞ্জেলসে বদলি করার পরেও সে একইভাবে শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন চালিয়ে যায় যা তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এড়িয়ে গেছে (যদিও শেষ পর্যন্ত জেসুইটরা ক্ষতিগ্রস্থদের ১৬ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিয়ে মিটমাট করেছে)। সেই ঘটনা দুতার্তে মধ্যে যে ব্যাপক মানসিক ক্ষত সৃষ্টি করেছিল, ফিলিপাইন কি সেই শিশুলোভীর পাপের প্রায়শ্চিত্য করছে?

দার্শনিক জন গ্রে-এর ভাষায়, সমাজবিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নও উত্থাপন করতে পারে যে, "কিভাবে সভ্য সমাজের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্যগুলো চোখের নিমেষে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে?" বিশেষ করে ১৯৮৬ সালের ইডিএসএ অভ্যুত্থানের পর ফিলিপাইনকে বলা হত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের উপমা। অনেকেই বলে থাকে যে, মার্কোসকে উৎখাতের মধ্য দিয়ে ফিলিপিনোরা আমেরিকার শাসনাধীনে থেকে আত্মস্থ করা ব্যক্তি স্বাধীনতা, আইনের অধিকার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পুনপ্রতিষ্ঠা করেছে। "ইডিএসএ প্রজাতন্ত্র"-এর উদার গণতান্ত্রিক সংবিধান এই সব মূল্যবোধকে ধারণ করেছে। কিন্তু হঠাৎ করেই, মাত্র এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে, ফিলিপিনোরা এমন একজন মানুষকে ব্যাপকহারে সমর্থন দিল যার মূল এজেন্ডাই হল এক শ্রেনির মানুষকে বিনা বিচারে হত্যা করা। অনেকেই যোগ দিল দুতার্তের "স্বেচ্ছা হত্যাকারীর দলে", ঠিক ড্যানিয়েল গোল্ডহাগেন বর্ণিত নাৎসি যুগের জার্মানদের মত। অথবা, কমপক্ষে তার স্বেচ্ছা সহযোগীতার দলে। অনেকের কাছে চেনা পরিচিতদের মধ্যে দুতার্তের এই রক্তাক্ত অভিযানে উচ্ছ্বসিত হওয়াটা দুর্বোধ্য এবং বিষাদময়। অন্যদের কাছে, যারা ব্যবহারিক বিদ্যায় নিয়োজিত, এটি আমরা সভ্য জীব এবং অন্যদের প্রতি সহমর্মিতা এই অনুমান পরিত্যাগ করার উপযুক্ত সময়। বরং, আমাদেরকে সম্ভবত ফিলিপিনো সমাজকে জার্মান সমাজকে পাঠের জন্য গোল্ডহাগেনের প্রস্তাবিত পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে, যেখানে তিনি বলেছেন:

*[এ]ই সময়কে একজন নৃতাত্ত্বিকের দৃষ্টি দিয়ে দেখা যেতে পারে যিনি এক অজানা [...] ভূমিতে পদার্পন করেন, যিনি একটা সম্পূর্ণ আলাদা সংস্কৃতিকে জানতে আগ্রহী, এবং যিনি এই সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন যে, তাকে হয়ত নিজের লালিত সাধারণজ্ঞানের বিরুদ্ধে যায় এমন অনুমানও নির্মান করতে হতে পারে। এর মাধ্যমে তিনি উক্ত সংস্কৃতির গঠন, স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যাবমন্ডিত কর্মকাণ্ড এবং এর সম্মিলিত প্রকল্প এবং ফলাফল বিশ্লেষণ করবেন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যাবে কিভাবে অধিকাংশ মানুষ [...] সজ্ঞানে অন্যদেরকে সম্ভবত হত্যা করেছে [...] বা করতে ইচ্ছুক ছিল।*

## > তুলনামূলক গণহত্যা

লাশের স্তূপ বেড়ে চলেছে। দুতার্তের মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান ইতোমধ্যেই সাম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পরিচালিত অন্য সব গণহত্যার থেকেও বেশি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। এটি শুধু কম্বোডিয়ায় ১৯৭০-এ পলপটের গণহত্যায় তিন মিলিয়ন মৃত্যু আর ১৯৬৫-এ সুকর্ণোর বিরুদ্ধে পরিচালিত ব্যর্থ ক্যুর সময়কার প্রায় এক মিলিয়ন হত্যাকাণ্ডের পেছনে রয়েছে। সম্প্রতি দুরার্ত তার স্বভাবসুলভ ভীতিকর কৌতুকের ঢংয়ে উল্লেখ করেছেন যে, আরও ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ প্রাণহানি ঘটতে পারে দেশকে মাদকমুক্ত করতে। দুতার্তের কৌতুকময় বক্তব্যকেও গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার শিক্ষা এই ধারণা দেয় যে, দুতার্তের উল্লিখিত এই সংখ্যা বাস্তবে আরও অনেক বেশি হতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
ওয়াল্ডেন বেলো
<waldenbello@yahoo.com>

# > উপসাগরীয় অভিবাসনে চিকিৎসা সংক্রান্ত নজরদারি

**আয়াজ কোরেশী**, লাহোর ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেস, পাকিস্তান

*পেশোয়ারে একটি মেডিকেল সেন্টারের বাইরে আকাঙ্খী অভিবাসীদের লাইনরত অবস্থা। চিত্র গ্রহণে আয়াজ কোরেশী।*

গত তিন দশক ধরে উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের নাগরিকদের কাজের সুবাদে দেশের বাইরে পাঠাচ্ছে। এদের মধ্যে পাকিস্তানি নাগরিকদেরও গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল (জিসিসি)-এর বিভিন্ন দেশগুলো বাহরাইন, কুয়েত, কাতার, ওমান, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে পাঠানো হয়েছে। এক্ষেত্রে জিসিসির উদ্দেশ্যে ভিসা প্রণয়নের জন্য শ্রম অভিবাসীদের পাকিস্তান ত্যাগ করার সময় একটি স্বাস্থ্য সনদ নেওয়ার প্রয়োজন হয়। এই সনদ জিসিসি অনুমোদিত মেডিকেল স্ক্রিনিং সেন্টার কর্তৃক দেয়া হয়ে থাকে। ফলে কাঙ্ক্ষিত অভিবাসী জনতা এই অনুমোদিত মেডিকেল সেন্টারগুলিতে ভিড় করে থাকে। এর শাখাগুলো বড় শহরে অবস্থিত, যেখানে তাদের স্ক্রিনিং করা হয় এবং কোন অসুখ বা রোগ আছে কিনা পরীক্ষা করা হয়। কেবল সেই সকল লোকদের বাছাই করা হয়, যাদের পূর্বে বা বর্তমানে কোন রোগ বা সংক্রমণের লক্ষণ পাওয়া যায় না বা এরকম সংক্রমণের কোন চিহ্ন নেই।

জিসিসির অসংখ্য কাঙ্ক্ষিত অভিবাসীর মধ্য থেকে শারীরিকভাবে সর্বোৎকৃষ্টদের ছেঁকে প্রেরণ করতে কোন সংশয় নেই। পাকিস্তানের মত দেশগুলো উপসাগরীয় আর্থিক লেনদেনের জন্য ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকা এবং মালয়েশিয়ার মত আঞ্চলিকভাবে শক্তিশালী দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার দুঃসাহস দেখাতে ভয় করে না। পাকিস্তান সরকার শ্রমঅভিবাসীদেরকে তাদের নিজ দেশে অর্থ প্রেরণের কারণে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সম্পদ হিসেবে গণ্য করে পুরস্কৃত করে। তাদের সকলকে অনানুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রদূতের স্বীকৃতি দিয়ে বর্ণনা করে-যারা তাদের মুসলমান ও পাকিস্তানি আত্মপরিচয় সমুন্নত রাখাকে নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করে। জিসিসিতে পাকিস্তানি নাগরিকরা তাদের দেশীয় কুটনৈতিক মিশনের তেমন কোন সমর্থন লাভ করে না। যা সর্বদা পাকিস্তানের ভিসা কোটা বাড়ানোর দিকে অধিক মনোযোগ দিয়ে থাকে।

এই কেন্দ্রগুলোরও স্ক্রিনিং প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট পরিমাণে অনিয়ম ও অপকর্মের গল্প রয়েছে। এর অধিকাংশই কাঙ্ক্ষিত অভিবাসীদের স্ক্রিনিংয়ের ফলাফলকে কেন্দ্র করে শোষণ সংক্রান্ত। স্ক্রিনিংয়ের

>>

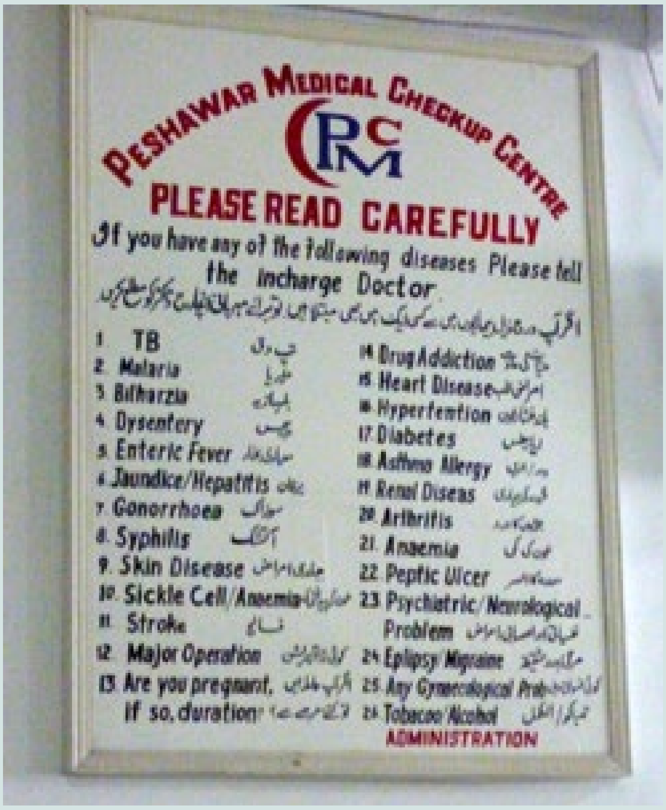


*পেশোয়ারের একটি মেডিকেল স্ক্রিনিং সেন্টারে আকাঙ্খী অভিবাসীদের তালিকা। চিত্র গ্রহণে আয়াজ কোরেশী।*

ফলাফল নিয়ে হতাশার বিষয় হল এগুলোর অনেকগুলো অন্যান্য বেসরকারি বা সরকারি পরীক্ষাগারে মিথ্যা হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। রাষ্ট্র ব্যবসায়ীদের হাতে অভিবাসনের ক্ষেত্রে "যোগ্য" বা "অযোগ্য" নির্দেশ দানের ক্ষমতা সমর্পণ করেছে।

এই কেন্দ্রগুলো আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় উপসাগরীয় মেডিকেল কেন্দ্রগুলোর সমন্বিত প্রয়াসে একটি সংঘ গঠন করে। এ সংঘটি স্ক্রিনিং প্রক্রিয়ায় একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রাখতে তাদের প্রত্যেক সদস্যদের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করে থাকে, সদস্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতা পরিহার করে সমানভাবে তাদের নম্বর দিয়ে থাকে এবং তাদের অভিবাসনের জন্য কাউকে মেডিকেলে "অযোগ্য" প্রমাণ করলে, পাকিস্তান সরকারের যে বিভাগগুলো এগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, তাদের দৃষ্টি থেকে কেন্দ্রের কর্মচারীদের বাঁচিয়ে রাখে। স্ক্রিনিংয়ের মানদণ্ড সৌদি আরবে জিসিসি সেক্রেটারিয়েট কর্তৃক তৈরিকৃত। আর স্ক্রিনিং কেন্দ্রের শর্তাবলী-পরীক্ষাগারের সরঞ্জাম, জায়গা ও কর্তৃপক্ষ জিসিসি সেক্রেটারিয়েটের বার্ষিক পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে তত্ত্বাবধান করা হয়ে থাকে।

মেডিকেল স্ক্রিনিং-এর ধ্রুপদী দৃষ্টান্ত হল, যুক্তরাষ্ট্রের ইল্লিস ও অ্যাঞ্জেল দ্বীপে অভিবাসনের সময়ে অভিবাসীদের স্ক্রিনিং করা হয় ক্ষেত্রে প্রবেশের সময়, জিসিসির পাকিস্তানের শ্রম অভিবাসীদের স্ক্রিনিং পাকিস্তানেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ইল্লিস দ্বীপে অনুষ্ঠিত কঠোর পরীক্ষণ প্রক্রিয়ার চেয়ে এই ধরনের মেডিকেল স্ক্রিনিং খুব কমই দৃশ্যমান। তার এই মেডিকেল স্ক্রিনিংও সমানভাবে আক্রমণকর।

এধরনের স্ক্রিনিং প্রক্রিয়ায় পাশ না করার আশংকা থেকে কিছু কাঙ্ক্ষিত অভিবাসী শোষণন্মুখ দালালের খপ্পরে পতিত হয়, যাদের স্ক্রিনিং কেন্দ্রের অভ্যন্তরে কর্মরতদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে (দাবি করা হয়)। অন্যান্য যারা এই অনানুষ্ঠানিক উপায়ে স্বাস্থ্য সনদ নিতে ব্যর্থ হয় তারা ভিন্ন পথে অভিবাসনের জন্য চেষ্টা করে। প্রায়ই অবৈধ ভূমিপথ, আকাশপথ ও সমুদ্রপথে অভিবাসনের ফাঁদের কবলে পড়ে।

এমনকি পরিষ্কারভাবে স্বাস্থ্যের একটা সনদ পাওয়ার পর-কখনো কখনো পরীক্ষার অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করার পরও, উপসাগরীয় অঞ্চলে পৌছার পর অনেক আর্থিক মূল্যে মেডিকেল স্ক্রিনিংয়ের আরও কিছু ধাপ সম্পন্ন করতে হয়। যেসকল শ্রমিকরা সর্বশেষ এই পরীক্ষায় পাশ করতে পারে না, তাদের পুনরায় দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাদের জিসিসিতে প্রবেশের অনুমোদন দেয়া হলে তাদের বার্ষিক কম্প্রিহেন্সিভ মেডিকেল স্ক্রিনিং করতে হয় কেবল থাকার অনুমতি পাওয়ার জন্য।

দুর্ভাগ্যবশত, রোগ বিস্তার সংক্রান্ত প্রামাণিক তথ্যসমূহে দেখা যায়, অভিবাসীরা *সেদেশগুলোতে* থাকাকালীন সময় টিবি ও এইচআইভির মত প্রদাহে আক্রান্ত হয়। বিশেষ করে জিসিসিতে কাজের অনুমতি পুনঃনবায়ন করার শর্তে বাধ্যতামূলক যখন বার্ষিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়। কেননা আরেক দেশে পার হতে তাদের কষ্টসাধ্য বাস্তবতা ও শ্রমের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, এইচআইভি সংক্রমণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছলতা বা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের চর্চা না করার অধিকার না থাকা, তাদের জবুথবু হয়ে শ্রমিক ক্যাম্পে থাকতে বাধ্য করে। সেখানে তাদের আনন্দের গুটিকয়েক ব্যবস্থা থাকে যার কারণে অনেকে শ্রমিকদের সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়।

যেকোন ধাপে যেকোন ভাবে এইচআইভি-তে আক্রান্ত যে কাউকে আটক রাখা বা নির্বাসন দেওয়া হয়। প্রায়ই তাদের দেশীয় কূটনৈতিক মিশনে আসল কারণ না জানিয়ে নির্বাসনে পাঠানো হয়। কিছু শ্রমিককে "হঠাৎ ছুটি" দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের আর কখনো ডাকা হয় না। এদের কেউ কেউ আর মালপত্র সংগ্রহ করতে পারে না। সেগুলো সেই দেশে বসবাসকারী অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে মীমাংসা করে নেয়। এমনকি কেবল পাসপোর্ট ও চাকরিদাতাদের কাছ থেকে সামান্য মজুরি সংগ্রহের পর জনবহুল বন্দীদের থাকার স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পাকিস্তানে অনেকেই জরুরি ভিত্তির এক পৃষ্ঠার পাসপোর্ট নিয়ে পৌঁছে। কাউকে কাউকে পাকিস্তানে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ আটকে রাখেন। এই প্রক্রিয়া সপ্তাহখানেক চলে। পরিবারের কোন সদস্য বা স্থানীয় পৃষ্ঠপোষক তাদের পুত্রের জামানতের জন্যে এলেই কেবল এ বেহাল দশা থেকে পুনরুদ্ধার ঘটে।

পৃথিবীতে বহু "স্বাস্থ্য নাগরিকত্ব" অধিকার নিয়ে বিক্ষোভ সংগঠিত হচ্ছে। মানুষ চায়, সরকার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীলতার এ অধিকার সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিক এবং মেডিকেল চর্চা ও রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যা একজন ব্যক্তির অধিকার খর্ব করে, এরকম কপট পথগুলোর বিরুদ্ধে রুখে মোকাবেলা করুক। যাই হোক, পাকিস্তানে শ্রম অভিবাসীদের এরকম সামষ্টিক কর্মকাণ্ডে কাজে লাগানো বা সুযোগ দেওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায়নি, বরং জিসিসিকে সহায়তা করে তাদের সম্ভাব্য অভিবাসীদের গবাদিপশুর মত, স্বাস্থ্যের ভিত্তিতে বাছাই করে প্রতিনিধিদের কাছে পাঠানোর লাইন চলমান রেখেছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
আয়াজ কোরেশী <ayaz.qureshi@lums.edu.pk>

# > অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও নারীর প্রতি সহিংসতা

**নিদা কিরমানি**, লাহোর ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেস, পাকিস্তান

*করাচি নারীদের বানিজ্যিক তৎপরতা। চিত্র গ্রহণে নিদা কিরমানি।*

উন্নয়ন সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো মনে করে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের মাধ্যমে একইসাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এবং নারীর ক্ষমতায়নে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে। তাদের মতে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদের জেন্ডার সহিংসতার শিকার হওয়ার হুমকি কমে যায়।

পাকিস্তানের লিয়ারি- যেটি করাচির সবচেয়ে পুরাতন মধ্যবিত্ত শ্রেনির বসতিগুলোর একটি ছিল সেখানে অনুষ্ঠিত মাঠ কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে আমার গবেষণা ধারণাগুলো আরও জটিল পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করা সম্ভবপর হয়। সারা পৃথিবীর মধ্যে পাকিস্তানে বেতনভুক্ত কর্মসংস্থানে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণের হার সর্বনিম্ন, শতকরা মাত্র ২২ ভাগ। মাঠ পর্যায়ের বিবেচনায় লিয়রিকে জাতীয় পরিসংখ্যানের প্রতিচ্ছবি ধরা হলেও, সেখানকার অধিকাংশ নারী যারা কর্মে নিযুক্ত তারা নিম্ন বেতনে ধনী এলাকার বাসা বাড়িতে গৃহ কর্মী হিসেবে কাজ করেন, অথবা সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। যেখানে পাকিস্তানের অধিকাংশ নারী কর্মী কৃষিকাজে নিযুক্ত আছেন। যদিও নারীদের ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে কাজের ব্যবস্থা খুব বেশী নয়। নাটকীয়ভাবে এক যুগ পূর্বের চেয়ে এর হার বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকালের নব্য উদারনীতি অর্থনীতিতে নারীর জন্য সহজে যেসব চাকুরিগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর বেতন কম, চাকুরীর নিরাপত্তা নেই এবং অনিয়মতান্ত্রিক।

কিন্তু শুধু "অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়তা" যে অবশ্যম্ভাবীভাবে নারীর জন্য ক্ষমতায়ন বয়ে আনে তা নয়। যেমন নায়লা কবীর মনে করেন, বাজার অর্থনীতির চাপে অনেক ক্ষেত্রে মজুরি বৈষম্য এবং অসম নিয়োগ প্রক্রিয়া জেন্ডার বৈষম্যকে অব্যাহত রাখে। একইভাবে, নীতিনির্ধারকগণ ধারণা করেন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত থাকলেই নারীরা নিজস্ব আয়ের অর্থ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সামাজিক এবং আইনি সহযোগিতার সুযোগ পায়। তারা আরও মনে করেন যে নারী যত বেশি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে তত বেশী পারিবারিক সহিংসতা থেকে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা প্রকৃতপক্ষে অনেক বেশী জটিল। মূলত নারীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নির্ভর করে তার কর্মপরিবেশের উপর। যেমন পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীর ভূমিকায় এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

>>

আয় উপার্জনকারী নারী কি জেন্ডার সহিংসতা থেকে নিজেকে সুরক্ষা করতে পারে? অবশ্য পাকিস্তানের সকল বিবাহিত নারীর মধ্যে আনুমানিক শতকরা ৩৯%-৯০% নারীর (যে বিপুল সংখ্যক ঘটনা নথিবধ্য হয় না তা ছাড়াই) উপর-এর প্রভাব পড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সচারাচর নারীদের বিরুদ্ধে যে ধরণের আর্থিক বা বস্তুগত শোষণ সংগঠিত হয়, যেমন নারীর প্রতি মজুরি বৈষম্য বা পাওনা মজুরি একবারে না দেয়া, সেসব শোষণ যেন একেবারে মালিক এবং কর্মকর্তাদের অঘোষিত নিয়মে পরিণত হয়েছে। কর্মজীবি নারী কি তার বিশেষ দক্ষতার মাধ্যমে নিজেকে এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে পারে? কর্মজীবি নারীরা কি পারিবারিক সম্পদের উপর এবং নিজের উপার্জনের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রন রাখতে পারে?

লিয়ারিতে নারীদের সাথে আমার আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি জটিল সম্পর্ক বেরিয়ে আসে, সেটি হল কর্মজীবি নারী ও তার পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হওয়ার মাঝে সম্পর্ক। নিজস্ব আয় উপার্জনের ফলে নারী যখন নিজের প্রয়োজনীয় খরচ বহন করতে পারে, তখন তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। তাই নির্যাতনের শিকার নারী যখন উপার্জন করে তখন সে নির্যাতনকে মোকাবেলা করতে বিশেষ সক্ষমতা অর্জন করে। কর্মজীবি নারী তার নির্যাতিত বিবাহিত জীবনের অবসান করতে না পারলেও অন্তত সেই সহিংস বৈবাহিক সম্পর্ক ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবতে সহায়তা করে। কিন্তু শ্রম মজুরের ক্ষেত্রেও সামাজিক চাপ থাকে। বিশেষত যদি শিশুরা যুক্ত থাকে- খুব শক্তিশালী একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকে যেন সহিংস বৈবাহিক সম্পর্ক ছেড়ে চলে যাওয়া না যায়।

বেতনভুক্ত কাজ এবং পারিবারিক দায়িত্ব পালন করা হল বহু নারীর মতে দ্বিগুণ বোঝা। পারিবারিক দায়িত্বকে তারা নিজ ধারার নির্যাতন বলে ব্যাখ্যা করেছেন: আয়মূলক কাজ অনেক সময় পারিবারিক অস্থিরতা বৃদ্ধি করে, যেমন বেকার স্বামীও চায় যে স্ত্রী ঘরের সমস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। অন্যথায় সেটি ঝগড়ার দিকে বাড়তে থাকে এবং এমনকি এক পর্যায়ে সহিংসতায় রুপ নেয়। নিম্ন আয়ের চাকুরীরত বেশীর ভাগ নারী হয়ত বাড়িতেই থাকতেন যদি সংসারের ব্যয় এছাড়াই চালাতে পারতেন। তাই আর্থিক সহায়তা দিতে ব্যর্থ হলে কোন কোন নারী তাদের স্বামীর উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। যখন কোন কোন নারী স্বীকার করেন যে আয়ের সাথে যুক্ত থাকলে আংশিকভাবে স্বাধীনতা ভোগ করা যায় এবং যখন অল্প সংখ্যক নারী বলেছেন যে বাড়ি থেকে দূরে থাকাটা তারা উপভোগ করেন। অধিকাংশ নারীই দ্বিগুণ বোঝার (উপার্জন এবং পারিবারিক সেবা যত্ন) ভার নিতে চাইবেন না।

খুবই অল্পসংখ্যক নারী আছেন যারা বেতন ভাল পাচ্ছেন, তুলনামূলক নিরাপদে চাকুরী করেন, তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো প্রয়োজনের ভিত্তিতে নয় বরং পছন্দের ভিত্তিতে সাজানো হয়েছে, এবং ব্যক্তিগত চাহিদা পুরনের উদ্দ্যেশেই করা হয়েছে। যাইহোক, এটা সামাজিক এবং মানসিক ব্যয় ছাড়া আসে না। বিয়ের আগেই যেসব নারীরা যারা বাড়ির বাইরে কাজ করেছেন- বিশেষত তারা যদি প্রতিবেশী এলাকা ছেড়ে অন্যত্র ভ্রমণ করেন এবং তুলনামূলক ভাল আয় করেন তাহলে সেই কাজ করা নিয়ে পরচর্চা, বিদ্রুপ, অসমর্থন, এবং অবজ্ঞা ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হয়। এই পরিস্থিতি নিসন্দেহে তাদেরকে মর্মাহত করে। এটি অবিবাহিত নারীদের খ্যাতির প্রতি হুমকি স্বরূপ এবং এরকম পরিস্থিতি বিয়ের বর খুঁজে পেতে খুব কঠিন হয়ে পরে।

ইতিবাচক দৃষ্টিতে, গবেষণাটিতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত একটি প্রজন্মের পরিবর্তন প্রকাশ করে। বেশ অনেকজন বয়োজ্যেষ্ঠ নারী তাদের বিবাহিত জীবনে নির্যাতন স্বত্বেও সারাজীবন সেখানে কাটিয়ে দেয়ার অভিজ্ঞতার কথা বলেন। নির্যাতন সহ্য করে বিবাহিত সম্পর্ক রক্ষা করাকে ধৈর্য ধারণ ও মূল্যবোধের মাপকাঠিতে চিহ্নিত করা হয়। কম বয়সী নারীরা অনেকেই বলেন যে সহিংসতাকে মেনে নেয়া যাবে না। তারা সুপারিশ করেছেন যে নারীরা যেন নির্যাতন করা হলে সেই বিয়ে পরিত্যাগ করেন। তাদের জন্য পরামর্শ দেন যে, হয় তারা পিতামাতার বাড়িতে ফিরে যাবেন অথবা নিজের পৃথক গৃহ স্থাপন করবেন। যেটি সচারাচর হয় না। যখন নারীর জন্য তালাক একটি হুমকি এবং অনেক নারী এখনও সহিংস বৈবাহিক সম্পর্ক মেনে নিতে চাপের মুখে পড়ে- তখন বিপুল সংখ্যক নারীদের দেখা যায় নানা প্রতিকূলতা ও জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য কৌশল অবলম্বন করছেন। প্রকৃতপক্ষে, নারীদের নির্যাতন করা হয় এমন বিয়ে ছেড়ে যাওয়া অনেক সহজ হয় যদি তার স্বাধীনভাবে আয়ের সুযোগ থাকে। যদিও এর কোন নিশ্চয়তা দিতে পারে না।

সার্বিকভাবে, আমার গবেষণাটি এই সুপারিশ করে যে নারীদের অর্থনৈতিক কাজে যুক্ত হলেই ক্ষমতায়ন হয় না। যখন এটা নারীর অবস্থান শক্তিশালী করার সক্ষমতা বৃদ্ধি করে, ব্যয়সহ বাইরের কাজ-কর্ম চলে আসে। পাকিস্তানের নারীরা অনেক বেশী সংখ্যায় শ্রম বাজারে প্রবেশ করছেন। তবে যখন কোন ভাল বেতনের, নিরাপদ কাজের সুযোগ থাকে তখন তারা একসাথে শ্রম বাজারে প্রবেশ করেন। নারীদের সত্যি সত্যি ক্ষমতায়ন হওয়ার জন্য কর্ম সংস্থানের সাথে সাথে বৃহৎ কাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন; নারীর জন্য চাকুরী হতে হবে ভাল বেতনের এবং নিরাপদ। গৃহে এবং সমাজে জেন্ডার ক্ষমতা সম্পর্ক যেন অবশ্যই পরিবর্তন হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাহলে পারিবারিক দায়িত্বগুলোতে পুরুষেরা সহায়তা করবে। নারীদের চলাফেরা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের স্বাধীন ভাবে চলাচল সবাই সমর্থন করে নিবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
নিদা কিরমানি
<nida.kirmani@lums.edu.pk>

# > প্রবাসীদের বিবাহ বিচ্ছেদ

**কাভেরি কোরেশী**, লাহোর ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেস, পাকিস্তান

*যুক্তরাজ্যে পাকিস্তানি একটি বিয়ে, বরের জন্য অপেক্ষমাণ কনে।*
*চিত্র গ্রহণে কাভেরী কোরেশী।*



আটত্রিশ বছর বয়স্কা সুকাইনা একজন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত লন্ডনের নাগরিক। আঠার বছর বয়সে ল্যাংকাশায়ারে চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। বিশ বছরের মাঝামাঝি বয়সে তার তিনটি সন্তান ছিল। এমনকি তার তৃতীয় সন্তানটি জন্ম নেওয়ার পূর্বে তার বিয়েটি ভেঙ্গে যায়। তার স্বামী ট্যাক্সি চালক হিসেবে কাজ করতে শুরু করেছিল। অস্থির কর্মব্যস্ত সময় ও অবাধ বিচরণের স্বাধীনতার দরুণ সে একজন সাদা ব্রিটিশ মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক জড়িয়ে পড়েছিল। তারা অ্যালকোহল পান করত এবং সুকাইনার মতে তারা হার্ড ড্রাগও সেবন করত। ছয় মাস ধরে সুকাইনা তার পিতা-মাতাকে বৈবাহিক সম্পর্কের সমস্যার কথা বলা থেকে বিরত ছিল। কেননা "আমার পরিবারের জন্য বিয়েটা ছিল স্বপ্ন সত্যি হবার মত একটি ব্যাপার। তারা খুশি ছিল এই ভেবে যে, অবশেষে তাদের মেয়ে পরিবারের কারও সাথেই সম্পর্কে জড়াচ্ছে, আমাদের তিনটি ফুটফুটে সন্তানও ছিল। এটা নিঃসন্দেহে নিখুঁত একটা সম্পর্ক ছিল। তাই আমি তাদের হৃদয় ভাঙ্গতে চাই নি।" অবশেষে সে যখন তার পরিবারের কাছে সাহায্য চাইল ততদিনে সে ল্যাংকাশায়ারে তার শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে প্রায় দু'বছর এবং লন্ডনে আসার আরও দু'বছর পর সে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করে।

দক্ষিণ এশিয় বংশগুলোর মত ব্রিটিশ পাকিস্তানীদের পরিবারগুলো গতানুগতিক পরিবার ব্যবস্থার "দুর্গ" হিসেবে ধরা হয়; যেখানে বিয়ে বিষয়টিকে সার্বজনিন ধরা হয় এবং বিচ্ছেদ প্রায় হয় না বললেই চলে। সুকাইনার মত গল্পগুলো প্রথাগত স্বাভাবিকতার

>>

দরুণ "পরিবারের শক্ত মূল্যবোধ" এর মত প্রথাগত সেকেলে ধারণা থাকার কারণে আড়ালেই রয়ে যায়। বাইরের সকলেই ব্রিটিশ পাকিস্তানি সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করে। ২০০৭ সালে একটি পাকিস্তানি পরিবারের সঙ্গে বার্মিংহামে থাকার পর, তখন-কার কনজারভেটিভ দলের নেতা ডেভিড ক্যামেরুন ব্রিটিশ এশিয় পরিবার সম্পর্কে "অবিশ্বাস্যরূপে শক্তিশালী ও লাগোয়া" বলে প্রশংসা করেন এবং আরও বলেন, "আমি মনে করি যে, মূলধারার ব্রিটেনেরও ব্রিটিশ এশিয় জীবনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিৎ, অন্য কোন ভাবে নয়।"

সংখ্যালঘু নৃতাত্ত্বিকদের চতুর্থ জাতীয় জরিপের ওপর ভিত্তি করে, ১৯৯০ সালে বস্তুগত সমাজতাত্ত্বিক রিচার্জ বার্থোড দেখান, ব্রিটিশ দক্ষিণ এশিয়দের একবার বিয়ে হয়েছে এমন বিচ্ছিন্ন থাকা ও বিবাহ বিচ্ছেদের হার শতকরা ৪ ভাগ। এটা সাদা ব্রিটিশ প্রাপ্ত বয়স্কদের চেয়ে শতকরা ৯ ভাগ কম এবং এক চতুর্থাংশ কালো ক্যারিবিয়ান প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে শতকরা ১৮ ভাগ কম। বার্থোডের দৃষ্টিতে ব্রিটিশ দক্ষিণ এশিয়রা "সেকেলে", "তাদের সম্প্রদায়, ইতিহাস ও ঐতিহ্য' প্রতি আনুগত্যশীল," যা তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ চর্চাকে বাধাগ্রস্থ করে। যাই হোক, ২০১০-২০১৩ সালের যুক্তরাষ্ট্রের কোয়ার্টারলি লেবার ফোর্স সার্ভেতে দেখা যায় যে, আজকের পৃথিবীর শতকরা ১০ ভাগ পাকিস্তানি মুসলমান ও ভারতীয় শিখ বিচ্ছিন্ন থাকে ও বিবাহবিচ্ছেদকৃত। একইভাবে শতকরা ৮ ভাগ বাংলাদেশি মুসলমান, শতকরা ৭ ভাগ ভারতীয় মুসলমান এবং ব্রিটেনের শতকরা ৬ ভাগ হিন্দু- শতকরা ২০ ভাগ সাদা ব্রিটিশদের তুলনায়, শতকরা ২৭ ভাগ কালো ক্যারিবিয়ানদের চেয়ে এবং শতকরা ২৩ ভাগ ভিন্ন ভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে আজীবন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। সোশ্যাল সার্ভেতে দেখা যায়, ব্রিটেনে বসবাসকারী অন্যান্যদের চেয়ে দক্ষিণ এশিয়দের কমই বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা প্রকাশিত হয়। বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনার ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিশ বছর আগের সাদা ব্রিটিশ জনসাধারণের চেয়ে পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি মুসলমান ও ভারতীয় শিখদের ক্ষেত্রে বেড়েছে। ১৯৯০ শতকের মাঝামাঝি সময় এন্থনি গিডেন্স "পৃথক থাকা ও বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাওয়া সমাজ" নিয়ে বড় পরিসরে একটি বিষয়ের বিস্তার ঘটান।

২০০৫-২০০৭ ও ২০১২-২০১৪ সালে লন্ডনে ইংরেজ পিটার-বরোউ নামে একটি প্রাদেশিক শহরে সংঘটিত একটি নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ভিত্তিতে, আমি বলি বৈবাহিক সম্পর্কের ভাঙন বেড়ে যাওয়ার কারণ হল, প্রবাসজীবনে পাকিস্তানি পারিবারিক জীবনের পরিবর্তন এবং এটা যে সকল নারী বা পুরুষেরা দ্বিতীয় বিয়ে করাকে নিরুৎসাহিত করে, তাদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া থেকে শুরু হয়। আমি ৫২ জন তালাকপ্রাপ্তের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। এদের মধ্যে ত্রিশ জন আমার মাঠ পর্যায়ের গবেষণা শেষে আবার বিয়ে করেছে। কিন্তু ২২ জন এরকম কিছু করেনি এবং ২২ জনের মধ্যে ৬ জন একা থেকেছে এবং তাদের ছয় জনই পুরুষ। উদাহরণস্বরূপ, সুকাইনা তার বিবাহবিচ্ছেদের পর অনেকগুলো বছর একা অতিবাহিত করেছে। এবং একাই পুরো জীবন পার করতে চেয়েছে। সুকাইনা তার বিয়ে সমাপ্তির পর প্রায় অনেক সময় মানসিকভাবে হতাশ ছিল। কিন্তু তার ভাই বোনদের সহায়-তায় সে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্ত করেছে। একজন শিক্ষা সহযোগী হিসেবে কাজ করে এবং সামাজিক নিরাপত্তা লাভ করতে যেগুলোর ওপর তাকে নির্ভর করতে হয়, সেগুলোতে নতুন মাত্রা যোগ করে এমনকি প্রতিস্থাপন করে। তার পিতামাতা তাকে ভাল পুত্রবধূ হওয়ার ক্ষেত্রে সেভাবে "গড়ে" তুলতে পারে নি। সুকাইনা বহু বছর তার দ্বিতীয় বিয়ে করতে পিতামাতার উপদেশ মেনে নেয় নি। "প্রথমে আমি পুরুষদের ঘৃণা করতাম, সত্যিই তাদের ঘৃণা করতাম, আমি তাদের দিকে তাকাতাম না বা তাদের গন্ধও সহ্য হত না আমার," সে জানায়। কিছু বিবাহবিচ্ছেদকারী আমাকে জানায় যে, তারা তাদের সন্তানদের দুই পিতা ও মাতার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। কিন্তু সুকাইনা বা এরকম অন্য ক্ষেত্রগুলোতে, একজন সৎ বাবার থেকে যত্নাদি পাওয়ার সম্ভাবনা দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে একটি শক্ত বাধা।

যদি কিছু নারী ও পুরুষ বিবাহবিচ্ছেদের পর বিয়ের বাইরে থাকতে চায়, মনে করা হয় যারা পুনরায় বিয়ে করে তারা তাদের প্রকৃত সঙ্গীকে পছন্দ করতে পারে। আমার সংবাদদাতারা ৬৭ টি প্রাথমিক বিয়ের খবর আমাকে জানিয়েছে, এদের মধ্যে ৫৮টি ছিল পারিবারিকভাবে বিয়ে এবং ৯ টি ভালবাসাজনিত বিয়ে। অন্যদি-কে, ৪৯টি দ্বিতীয় বিয়ের মধ্যে ২০টি বিয়ে পারিবারিকভাবে সংঘটিত হয়েছে বলে আমি জানতে পারি, ৯টি প্রেমঘটিত বিয়ে ছিল। যেগুলোর দুজন দুজনকে পছন্দের বিষয়টি প্রেমঘটিত হলেও দুনিয়ার দৃষ্টিতে পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়েছে বলে জানান হয়, এবং বাকি ২০টি একেবারেই প্রেমঘটিত বিয়ে। তারপরও দ্বিতীয় বার বিয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিয়ের আগে পাণি প্রার্থনা ও অন্তর-ঙ্গতা থেকেই বিয়ে পর্যন্ত এগোয়। পছন্দের ভিত্তিতে দ্বিতীয়বার বিয়ে উদার পরিবারগুলো বিবাহবিচ্ছেদের পর মেনে নিয়েছিল।

সুকাইনার অভিজ্ঞতা আরেক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। দ্বিতীয় বিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্য জাত, নৃগোষ্ঠী, বর্ণ ও ধর্মের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘ এক দশক সঙ্গীবিহীন থাকার পর সুকাইনা সুকিন্দর নামে ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিক তালাকপ্রাপ্তকে ভালবেসে ফেলে। সুকিন্দর ইসলাম গ্রহণে সম্মত হয়। আর তারা একত্রে সুকাইনার সকল বোন ও তিনজন পুরুষ সাক্ষীর উপস্থিতি-তে এই বিয়ে সম্পন্ন করে। পারস্পরিক ভালবাসার দিকে এই পরি-বর্তন উদারতাবাদী রাজনীতিতে জনপ্রিয়। কিন্তু সুকাইনা এক্ষেত্রে তীব্রভাবে আত্মবিষাদে ভোগে। সুকিন্দরের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র লেশের কোন চিহ্ন মাত্র নেই। সে এখনও পাগড়ি যা তাকে শিখ হিসেবে চিহ্নিত করে, সেটা পরা ছাড়েনি। ফলশ্রুতি-তে, সুকাইনা তার পিতামাতাকে তার দ্বিতীয় বিয়ের খবরটি জানাতে পারছে না। অপেক্ষায় আছে, "সেই দিনটির জন্য।"

আমি দ্বিতীয় বিয়েকে বারবার অস্থিতিশীল হিসেবেই মনে করি। ৩০টি দ্বিতীয় বিয়ের সাক্ষাৎকারদাতার মধ্যে ৯জনের বিয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের বিয়ে ভেঙে গেছে কিংবা তৃতীয় বিয়ের দিকে এগিয়ে গেছে এবং আমার গবেষণাতে এরকম আরও কয়েকটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিয়ে সংঘর্ষের সঙ্গে খারাপ ফল বয়ে নিয়ে এসেছে। এটা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বিবাহবিচ্ছে-দের সমাজতত্ত্ব দ্বিতীয় বার সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ফল বয়ে নিয়ে আসে না। আমাদের কেবল বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রেই নয়, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এবং সফল দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে, অভিবাসনের ফলে কীভাবে বিয়ের আদলে বদলে যাচ্ছে, গবেষণা করা প্রয়োজন। ট্রান্সন্যাশনালিজম ও প্রবাস জীবন ছাপিয়ে যেখানে সংস্কৃতি একেবারে স্থির "রয়ে গেছে।" আমার এই গবেষণা নির্দেশ করে যে, এটা অতীতেও ঘটেনি বা বর্তমানেও এর কোন নজির নেই। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
কাভেরি কোরেশী <kaveri.qureshi@lums.edu.pk>

# > ইসলাম বিদ্বেষ ও ব্রিটিশ নিরাপত্তা এজেন্ডা

**তানিয়া সাঈদ**, লাহোর ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেস, পাকিস্তান

চিত্রাংকনে আরবু।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এজেন্ডার মধ্যে ব্রিটেনের শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাক্ট (সিটিএসএ) ২০১৫-এর অধীনে শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীদের চরমপন্থীতে পরিণত হওয়ার "ঝুঁকির" ক্ষেত্রে "বিধিবদ্ধ দায়িত্ব" রয়েছে। "চরমপন্থীতে" পরিণতকরণের এসকল চিহ্ন বা লক্ষণ দেখে একে সংজ্ঞায়িত করা দুরুহ ব্যাপার। সব থেকে পরিষ্কার যে বিষয়টি হল, "অরক্ষিত" শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই মুসলিম। এর থেকে সমস্যামূলক ব্যাপার হল অহিংস চরমপন্থীদের ভাবনা কাউকে সন্দেহের মধ্যে ফেলতে পারে। বিশেষ করে যদি এটা "ব্রিটিশ মূল্যবোধ"-এর সঙ্গে বিরোধপূর্ণ বলে বিশ্বাস করা হয়। এর পরিণতি হল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই ধারণাকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন বা বিতর্কিত না করে এগুলোকে আড়াল করে রাখা।

লন্ডনে ৭ জুলাই, ২০০৫-এ বোমা বিস্ফোরণের পর কাউন্টার টেরোরিজম অ্যাক্ট ২০১৫ প্রবর্তিত হয়। যদিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে অন্যান্য সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার নীতিগুলোর ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। মুসলমান শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই "সন্দেহ"-এর মধ্যে ছিল। ব্রিটিশ সরকারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, *"প্রতিরোধ কৌশল"* (২০১১) সিকিউরিটির কর্মকর্তাবৃন্দ শিক্ষার্থীদের "ঝুঁকি" তত্ত্বাবধানের জন্য কাজ করছিল। হাতেগোনা কিছু ক্ষেত্রে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অ্যালামনাই উমর ফারুক আবদুলমুতালাব যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি উড়োজাহাজ নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেন। আরেকজন সাবেক শিক্ষার্থী রওশন আরা চৌধুরী ইরাকের যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রতিশোধ স্বরূপ একজন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদকে ছুরিকাঘাত করেন। তরুণ শিক্ষার্থীরা আইএসআইএস-এ যোগদান করেছে, এর ফলে শিক্ষিত মুসলমানদের আত্মপরিচয়ের আশংকা বেড়েছে। কিন্তু নতুন আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরদারির ওপর বাধ্যতামূলক করে তোলে। এ নীতি মুসলমান শিক্ষার্থীদের একাত্মতা না বাড়িয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতি বাড়িয়ে তোলে। এক্ষেত্রে মুসলমান পুরুষেরা তাৎক্ষণিক হুমকির সম্মুখীন হয়। পর্দার আড়ালের নারী সম্পর্কিত সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হল, মুসলমান নারীরা হয় শিকার বা নয় চরমপন্থী হিসেবে দেখার দোদুল্যমান পরিস্থিতি তৈরি করে।

২০১০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে একটি গবেষণা করা হয়েছে। এতে ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ৪০জন মুসলমান নারী শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইদের জীবনবৃত্তান্তের সুসংবদ্ধ বর্ণনা সংগৃহীত হয়েছে। এতে আরও তাদের ইসলাম বিদ্বেষের বর্ণনা এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এজেন্ডা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এটা সে সময় সংঘটিত হয়েছিল, ঠিক যখন পাকিস্তানি মুসলমানদের আত্মপরিচয় নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল। এই গবেষণাটিতে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক ও ব্রিটিশ নয়, ইংল্যান্ডে বসবাসরত এমন নাগরিকদের নেওয়া হয়েছে। আর এর মধ্যে রয়েছে মুখের পর্দা *(নিকাব)*, লম্বা ঢিলা পোশাকসহ *(জিলবাব)* মাথায় ওড়না *(হিজাব)*, পাজামাসহ *(সালোয়ার)* ঐতিহ্যবাহী পাকিস্তানি জামা *(কামিজ)*, যে কোন ধরনের মুসলমানিত্বের চিহ্ন ছাড়া ইসলাম পালনকারী মুসলিম। এই গবেষণাতে ইসলামিক স্টুডেন্ট সোসাইটিজের (আইসকস) অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। এতে ক্যাম্পাস প্রাঙ্গনে চরমপন্থীতে পরিণতকরণের অভিমুখিতার সমালোচনা করা হয়েছে। সকল কল্যাণ কর্মচারী, শিক্ষার্থী ইউনিয়নের প্রতিনিধি এবং ইসলামিক স্টুডেন্ট সোসাইটির থেকে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

নারীদের অভিজ্ঞতাগুলো দেখার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছে। বিস্ময়ের কিছু নয় যে, নিকাব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তরুণ নারীদের চিৎকার করে চরমপন্থী বা "ওসামা বিন লাদেনের স্ত্রী" হিসেবে ডাকার বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে পর্দা একটা বিচ্ছিন্ন ধর্মের আত্মপরিচয়ের চিহ্ন হয়ে ওঠে। আত্মরক্ষাকারীদের জাতিত্বের দোহাই দিয়ে বর্ণনা করা হয়। এটা যিনি বলে থাকেন তার চেয়ে, যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়ে থাকে, তার সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বহন করে। বিশেষ করে যখন "লেসবিয়ান"

>>

পরিভাষাটি নিকাবের প্রতি কিংবা হিজাব পরিধানকারী মুসলমান-দের প্রতি করা হয়েছে। এই পরিভাষাটি ইসলামবিদ্বেষীদের কঠোর পক্ষপাতিত্ব তুলে ধরে। যেহেতু মুসলমান নারী ভিন্ন ধারায় ধর্মপা-লন করে, এর ফলে সে পরবর্তীতে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। অন্য-দিকে, যে সকল মুসলমান নারীরা স্পষ্ট কোন চিহ্ন ব্যবহার করে না, এসম্পর্কে অমুসলমানদের দৃষ্টি হল, তারা "মুসলমান হয়ে ওঠেনি" এবং তারা মনে করেছেন, তাদের অবশ্যই নিজস্ব বিশ্বা-সের সত্যতা প্রমাণ করা আবশ্যক। যাইহোক, পাকিস্তানি নারী, একটি আদিম সংস্কৃতির শিকার যা পলে পলে তাদের সম্মান হনন করে এবং তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করে।

শিক্ষার্থীদের মাঝে মাঝেই এই অভিজ্ঞতাগুলোর সম্মুখীন হতে হত। কিন্তু আইসক-এর সদস্যরা নিজেদের মত কাউকে না কাউকে খুঁজে নিত। আইসক সদস্যদের পুরুষ বা নারীদের প্রায়ই তাদের নিজেদের যুক্তি সহকারে প্রমাণ করতে হত। অবশ্য এটা বিশ্ববি-দ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেবল তাদের কার্যক্রম ও বক্তাদের নিয়েই সন্দিহান ছিল না, বরং নিজেদের যারা "মাঝামাঝি গোছের মুসলমান" হিসেবে দাবি করত, তারা তাদেরও বিরুদ্ধে ছিল। আত্মরক্ষাকারীরা বর্ণনা করেছিলেন যে, কীভাবে "মাঝামাঝি পর্যায়ের মুসলমানরা" আইস-কের বিভিন্ন কার্যক্রমকে এড়িয়ে যেতেন। যাতে তাদের সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হওয়ার সুবাদে কেউ চরমপন্থী বলতে না পারে। আই-সকের সদস্যদের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় যে, যখন তাদের সন্দেহ থেকে সন্ত্রাসী বলা হত, তখন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির গো-য়েন্দারা তাদের নজরদারির মধ্যে রাখত। অনেক উত্তরদাতা চরম-পন্থী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার বীভৎসতা সম্পর্কে নিজেকে তিরস্কা-রের কথা বলেন। কিছু শিক্ষার্থী মৌলবাদী পরিণত হওয়ার ভয়ে রাজনৈতিক প্রচারকার্য এড়িয়ে চলতেন।

পাকিস্তানি মুসলমান হিসেবে আত্মপরিচয় আরেক ধরনের "অর-ক্ষিত অবস্থার" স্বরূপ উন্মোচন করে। পাকিস্তানি আত্মপরিচয়কে যখন পাকিস্তানের মাটিতে "ওয়ার অ্যান্ড টেরর"-এর জন্য সন্দে-হের দৃষ্টিতে দেখা হত, সেসময় পাকিস্তানি মুসলমানরা "কঠোর নিরাপত্তার" মধ্যে ছিল। কিছু শিক্ষার্থী পাকিস্তানের যে কোন রাজ-নৈতিক বিষয় থেকে দূরে থাকত। তবে তারা আরব বসন্ত বা ফিলি-স্তিনের সঙ্গে যুক্ত; অন্যরা তাদের সম্পর্কে বলে থাকে, তারা তাদের জাতীয়তা নিয়ে মিথ্যা বলে, বিশেষ করে ২০১৫ সালের ৭ জুলাইয়ের পর।

এই অনুসন্ধানগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমান সম্প্র-দায়গুলো বিভিন্নভাবে নিরাপত্তার বিষয়গুলোর সম্মুখীন হয়ে থাকে। এটা কেবল ধর্মের ওপরই নির্ভরশীল নয়, বরং নৃতাত্ত্বিক ও জাতীয় আত্মপরিচয়ের দিক থেকেও ঘটে থাকে। ২০১৭ সালে যু-ক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মুসলমান দেশগুলোর ওপর এ নিষেধাজ্ঞা, বিশেষ করে সিরিয়া ও এ সংলগ্ন এলাকাগুলোতে বৈশ্বিক সন্ত্রাসবি-রোধী এজেন্ডা বিষয়ক তৎপরতা বিভিন্ন মুসলমান আত্মপরিচয়ের মানুষকে সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার সম্মুখীন করে।

ধার্মিকতার মাত্রা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ ও বিচ্ছিন্নতা তৈরি করলে, শিক্ষার্থীরা কীভাবে প্রথাগত বাস্তবতা মোকাবেলা করে সচেতনতার প্রয়াস জাগিয়ে তোলে, এ গবেষণা-টিতে তা দেখানো হয়েছে। "ইসলাম সম্পর্কে সচেতনতা বিষয়ক সপ্তাহ" বা ইসলাম সম্পর্কিত পূর্বধারণাসমূহের মোকাবেলা করার মাধ্যমে মুসলমান শিক্ষার্থীরা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে কিছু শিক্ষার্থী "স্বাভাবিকতা" বা নিরীহভাবাপন্নতার আবেশ পরিহার করে থাকে। কেউ মুসলমান ও অমুসলমান শিক্ষার্থী হিসেবে জেঁকে বসানো নিরাপত্তা তৎপরতার বিরুদ্ধাচারণ করে সকল প্রয়াসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে পারে না।

অনেক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের প্রতি "সতর্কতা পালন করার কর্তব্য" নিয়ে তৎপর ছিল। বিশেষ করে তাদের "বাকস্বাধীনতা" এবং "কর্তব্যজনিত দায়বদ্ধতা" থেকে যে কোন শিক্ষার্থীকে মৌলবাদী হয়ে ওঠার "ঝুঁকি" থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। যাইহোক, সময়ের সাথে "সতর্কতা পালন করার কর্তব্য" শিথিল হয়েছে। স্টাফোর্ডশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী মোহা-ম্মদ উমর ফারুকের ক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য করা যায়। তার বিরুদ্ধে বি-শ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা কর্তৃপক্ষ বরাবর সন্ত্রাস পাঠ সংক্রান্ত একটি বই পড়া নিয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেছিল। রিজওয়ান সাবির নামের একজনের আল কায়দা ম্যানুয়েল (একটি ডকুমেন্ট, যা বই সংরক্ষণাগারে গবেষণার জন্য রক্ষিত) ডাউনলোড করা সং-ক্রান্ত একটি অভিযোগ পাওয়া যায় এবং ভুলভাবে স্কুলের শিশুদের কর্মকাণ্ড নিয়ে কর্তৃপক্ষ বরাবর অভিযোগ উত্থাপনেরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এজেন্ডার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি গুরুত্ব বাড়বে। হায়ার এডুকেশন ফান্ডিং কাউন্সিল ইংল্যান্ডের বিশ্ববি-দ্যালয়গুলোতে কৌশল বাস্তবায়নের জন্য সিটিএসএ ২০১৫ এর অধীনে "বিধিবদ্ধ দায়িত্ব" গ্রহণ করে। মুসলমান শিক্ষার্থীরা এই গবেষণার জন্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে থাকে। এতে তারা নিরাপ-ত্তা বাহিনীর সঙ্গে একটি স্বেচ্ছা আলাপচারিতার অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। যাতে দেখা যায়, তারা কোন সন্দেহের মধ্যে নেই। তরুণ ব্রিটিশ মুসলমান আইএসআইএসের মত দলকে প্রত্যাখান করা সত্ত্বেও তাদের তারা এভাবে চিনে থাকে। এরপরও এই সমস্যাটি মোকাবেলা করা জরুরি হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ আত্মর-ক্ষাকারীরাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এই চ্যালেঞ্জ নিতে আগ্রহী ছিল। যাই হোক, সকল মুসলমান শিক্ষার্থীদের সন্দেহের মধ্যে রেখে এমন একটি অনিরাপত্তাজনিত সংস্কৃতিকে বহাল রাখা, যেখানে বিতর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে চ্যালেঞ্জ না করে এড়িয়ে চলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে রাখা হয়, যাতে তারা ইসলাম বিদ্বেষ ও বৈষ-ম্যের শিকার হয়, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মুসলমান শিক্ষার্থীদের প্রতি "সতর্কতাজনিত কর্তব্য" পালন করার ব্যর্থতার দায় নিতে ঝুঁকিগ্রস্থ হয়। এর মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি ফাঁদ হয়ে বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
তানিয়া সাঈদ <tania.saeed@lums.edu.pk>

# > অবকাঠামোর রাজনীতি

**আমেন জাফের,** লাহোর ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেস, পাকিস্তান

*ওজপাকের আবর্জনার ট্রাক এই জায়গাগুলো থেকে আবর্জনার সংগ্রহের পূর্বে পুনর্ব্যবহার করা যায় এমন জিনিসগুলো জড়ো করছে টোকাইরা। চিত্র গ্রহণে খুররাম সিদ্দিকী।*



বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হতে বেসরকারিকরণ এবং অপ্রবিধানের মাধ্যমে পাকিস্থানের অর্থনীতির রূপান্তর ঘটছে। এটি একটি নব্য উদার অর্থনৈতিক বিন্যাস যা বিভিন্ন সরকারি রাজনৈতিক দল ও সামরিক শাসনের মধ্যে দিয়ে টিকে ছিল। তথাপি, বাছাইকৃত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একজোটে ঐক্যমত সত্ত্বেও, অবকাঠামোর উপর প্রধান দৃষ্টি দিলে দেখা যায় বর্তমান পাকিস্থান মুসলিম লীগ নওয়াজ সরকার ( পিএমএল-এন) অন্যান্য প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র। ১৯৯০ সাল থেকে পিএমএলএন সরকার উন্নয়নশীল অবকাঠামোর ক্ষেত্রে তাদের অর্থনৈতিক কর্মপন্থা এবং রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করেছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে চীন-পাকিস্থান অর্থনৈতিক করিডোরকে। সরকার এটিকে "গেইম চেইঞ্জার" হিসেবে উল্লেখ করেছেন যা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ভাগ্যর উন্নয়ন সাধন করবে।

পাকিস্তান সরকার অঙ্গীকার করেছে যে, নতুন রাস্তা, রেইল এবং এনার্জি প্রকল্প চীন সরকার থেকে পাওয়া ঋণ সহায়তার মাধ্যমে অর্থায়ন করা হবে এবং চীনা কোম্পানিগুলো বিদেশি এবং স্থানীয় বেসরকারি বিনিয়োগ নিয়ে আসবে যা পাকিস্থানে নতুন চাকরি এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার পথ উন্মুক্ত করবে।

কিন্তু এই অর্থনৈতিক কৌশল অনুমাননির্ভর। যা শুধু অবকাঠামোর ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ খরচ করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করছে। পূর্ববর্তী কিছু উদাহরণের সত্ত্বেও ১৯৯০ সালের পূর্বে পিএমএল-এন সরকারের অধীনে লাহোর ইসলামাবাদ মোটর ওয়ের সীমিত ব্যবহার হয়েছে।

পুরো পৃথিবী থেকে অসংখ্য উদাহরণ প্রমাণ করে যে, বৃহৎ অবকাঠামো ভিত্তিক প্রকল্পগুলো বিদেশি বিনিয়োগকারী এবং বড় কর্পোরেশন গুলোর জন্য লাভ বয়ে আনে। একটি দেশ যেখানে সর্বসাধারণের জন্য নিম্নমানের সেবা রয়েছে, যেখানে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের মান পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে নিম্ন এ ধরনের দেশে জনগণের প্রকৃত চাহিদাকে উপেক্ষা করা হয়। এমনকি অবকাঠামোর ক্ষেত্রে তথাকথিত ইনফরমাল সেক্টরকে উপেক্ষা করে প্রকল্প যেমন- চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর ব্যাপকভাবে বড় কর্পোরেশনগুলোর অবকাঠামোগত চাহিদার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে, যেখানে অধিকাংশ গরিব পাকিস্তানিরা চাকুরি করে। এভাবে, অবহেলিত পাকিস্তানিরা অর্থনৈতিক অসমতার মধ্যে দিনাতিপাত করছে।

উদাহরণস্বরূপ লাহোরের আবর্জনা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কথা বলা যায়। ২০১০ সালে পাঞ্জাবের সরকার লাহোরের আবর্জনা বেসরকারি উদ্যোগে সংগ্রহ, পরিবহণ এবং স্থানান্তরের জন্য সর্বসাধারণের কোম্পানি হিসেবে লাহোর ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীকালে এই কোম্পানি দুটি টার্কিশ মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির ওজপাক এবং আল্বায়রাকের সাথে চুক্তি করে। এবং এল ডাব্লিউ এম সির আবর্জনার স্থানে আবর্জনা ফেলার জন্য প্রতি টন আবর্জনার জন্য প্রায় ২০ ইউএসডি প্রদান করে। নতুন রাস্তার চলমান কার্যক্রম এবং পুরাতন রাস্তার বিস্তৃতি এবং পুনঃনকশা ওজপাক এবং আল্বায়রাক কে লাভবান করে। কারণ, পুনরায় সংস্কার করা রাস্তার সংযোগ আবর্জনা বহনকারী ট্রাক এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতিকে ফলপ্রসূভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা প্রদান করে।

ওজপাকদের একটি অপারেশনাল সেন্টার লাহোর রিং রোডের নিকটে অবস্থিত যা নব্য নির্মাণকৃত ছয় লেনের মহাসড়ক। কিছু সংখ্যক এলাকা থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করা হয় এবং তা ওজপাক সেন্টারে আবর্জনা বহনকারী ট্রাকের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বড় আকারের আবর্জনা তোলা এবং এক জায়গায় জমা করার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। একবার যখন

>>

*টোকাইদের ময়লার ভাগার, যেখানে তারা সারা শহর থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে বাছাই করে। চিত্র গ্রহণে খুররাম সিদ্দিকী।*

আবর্জনাগুলো ওজপাকের নাগালের মধ্যে আনা হয়, যান্ত্রিক তুলনি এগুলোকে বড় আবর্জনাবাহী ট্রাকে স্থানান্তর করে। যা পরবর্তীতে লাখদরে এলডাব্লিওএমসির নিজস্ব আবর্জনা স্থানে পরিবহন করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এটি রিং রোডে অবস্থিত। অতঃপর, এই কার্যক্রমের কেন্দ্রে থাকে এলআরআর যা ওজপাকে জ্বালানি, সময় এবং জনশক্তি রক্ষায় ভূমিকা পালন করে।

ওজপাক প্রযুক্তিগতভাবে সমন্বিত ধারায় অনানুষ্ঠানিকভাবে আবর্জনা সংগ্রহকারী এবং টোকাইদের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এরা পুরো শহর থেকে আবর্জনা একত্রিত করে এগুলো পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে। যা পায়ের পাতা, ঠ্যালা গাড়ি, বাই সাইকেল এবং মোটর গাড়ি দ্বারা পরিবাহিত হয়। কেউ কেউ মাসিক কিছু মূল্যের বিনিময়ে দরজা থেকে দরজায় গিয়ে ময়লা সংগ্রহ করে। আবার কেউ ময়লার ঝুড়িতে করে আবর্জনা রাস্তার ধারে এবং আবর্জনা ক্ষেত্রে নিয়ে যায় এবং পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী জিনিসপত্র খুঁজতে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ হল, যখন ওজপাক টোকাইদের তাদের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অনুমতি না দেয়। অধিকাংশ সরকার পরিচালিত আবর্জনা কেন্দ্র এবং ময়লা ক্ষেত্র টোকাইদের জন্য উন্মুক্ত হয়। যারা পুনরায় ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্র যেমন- বোতল, পত্রিকা, কার্ড বোর্ড, প্লাস্টিক, ধাতু আবর্জনা থেকে বাছাই এবং পৃথকীকরণের কাজ করে থাকে। এই বাছাইকৃত জিনিসগুলো ক্ষুদ্র নবায়নকারী ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে। যা পুনরায় বাছাই করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক ইউনিটের কাছে হস্তান্তর করা হয। যারা জিনিসগুলোকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলে।

যাই হোক, যদিও তারা পুনর্ব্যবহারযোগ্য শিল্পের মূল চালিকা শক্তি এবং অসহনীয় এবং বিপদজনক অবস্থায় অধীনেও তাদের কাজ সব থেকে চাহিদামূলক। এই অর্থনীতির কেন্দ্রে রয়েছে এই টোকাইরা। তারাই সব থেকে কম উপার্জন করছে এবং পেশাগত দিক থেকে সামাজিক মর্যাদা এবং বৈষম্যের ক্ষেত্রে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। দুঃখজনকভাবে এরাই লাহোরে সামাজিক গঠনতন্ত্রের দিক থেকে নিম্ন শ্রেনিতে অবস্থান করে।

লাহোর রোডের অবকাঠামোভিত্তিক রূপান্তর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে টোকাইদের আয়ের ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জে স্বরূপ। যা তাদের অনিশ্চিত জীবনের সাথে আরও ভোগান্তি বাড়ায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, লাহোর রিং রোড বিভিন্নভাবে টোকাইদের জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। প্রথমত, পরিবহনের ক্ষেত্রে তাদের স্বৈরাচারী নীতি- ঠ্যালা গাড়ি এবং বাই সাইকেল এলআরআর-এ অনুমতি প্রাপ্ত নয় যা টোকাইদের খুব সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে চলাচলে বাধ্য করে। দ্বিতীয়ত, ময়লাতুলনিদের কার্যক্রমের মধ্যে তাদেরকে এলআরআর তাড়াতাড়ি অতিক্রম করতে বাধ্য করে এবং অনেক লম্বা দূরুত্ব ঘুরে আসতে বাধ্য করে যেখানে অনেক মাইল পর পর ক্রসিং থাকে। অথবা, পায়ে হেঁটে অতিক্রম করার ঝুঁকি নেয় যেই স্থান গুলোতে তাদের নিযুক্ত করা হয়নি। ময়লা সংগ্রহকারীদের কাজ সহজ করার পরিবর্তে নতুন সড়ক তাদের জন্য একটি বড় বাধা এবং বোঝা হিসেবে কাজ করে। অপ্রত্যক্ষভাবে, এল আর আর আবর্জনা কোম্পানিগুলোকে সুবিধা দেয় যাদের চাহিদা অনেক সময় ময়লা সংগ্রহকারীদের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। কিছু কিছু প্রতিবেশি বাড়িতে ময়লা সংগ্রহকারীদের আবর্জনা সংগ্রহের জন্য অর্থ প্রদান করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যেহেতু ময়লা সংগ্রহকারী কোম্পানিগুলো রাস্তা থেকে ময়লা সংগ্রহ করছে। ময়লা সংগ্রহ কোম্পানিগুলোর ময়লা সংগ্রহের পদ্ধতি ময়লা সংগ্রহকারীদের সময়কে আরও সংক্ষেপ করেছে আবর্জনার ক্ষেত্রে তাদের কম প্রবেশাধিকারের সুযোগের কারণে। কোম্পানি ময়লা সংগ্রহকারীদের পুনর্ব্যবহার কাজকে বাধা মনে করে যা তাদের কাজের গতিকে আরও ধীর করে তোলে।

লাহোরের রাস্তাগুলোর অবকাঠামোগত উন্নতি ময়লা সংগ্রহ কোম্পানিগুলোকে নিশ্চিতভাবে আরও বেশি করে মুনাফা অর্জনে সাহায্য করেছে। যেখানে ময়লা সংগ্রহকারীরা নতুন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। যেখানে লাহোরের মত বড় এবং বিস্তৃত শহরে দক্ষ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা-এর উপাদান হচ্ছে আবর্জনাবাহী ট্রাক এবং তার সাথে সংযুক্ত প্রযুক্তি। এই বিভাগের বেসরকারিকরণ গরিব এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকায় সমৃদ্ধির পরিবর্তে দুর্দশাই বৃদ্ধি করেছে।

অনেকগুলো শিল্পকারখানার মধ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি যেখানে নতুন সরকারি অবকাঠামো পাকিস্থানের অসমতাকে আরও নিম্নতর করেছে। পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নে অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তীয় গোষ্ঠীর বলার সুযোগ থাকছে না। তা সত্ত্বেও, আশাবাদী হওয়ার কারণ আছে। কিছু নিম্ন আয়ের সম্প্রদায় অবকাঠামোকে নাগরিকত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে। আমাদের গবেষণা বলে, কিছু সংখ্যক সংগঠন নিম্ন আয়ের এলাকাগুলোতে অবকাঠামোর উন্নয়ন চেয়ে প্রতিবাদ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করেছে। পাকিস্তানে দীর্ঘমেয়াদী ঐতিহ্য হিসেবে, অবকাঠামো প্রকল্পগুলির মাধ্যমে জনগণের উন্নয়নের প্রচার চালালেও তা আসলে বৃহৎ কর্পোরেশনের মুনাফা লাভে সাহায্য করছে যা ভবিষ্যতে নাগরিকদের জন্য নতুন রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
আমেন জাফের <amen.jaffer@lums.edu.pk>

# > জিগমুন্ট বাউমানের নৈতিক দর্শন

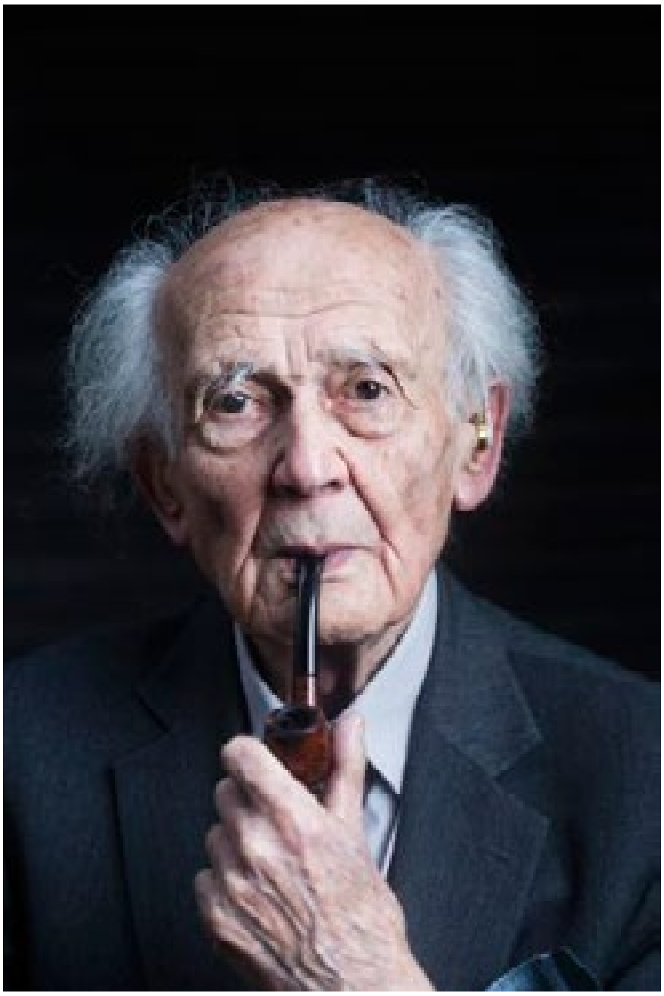

জিগমুন্ট বাউমান

পোলিশ সমাজবিজ্ঞানী জিগমুন্ট বাউমান তাঁর ৯১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। এই প্রয়াণ বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে তার অসাধারণ কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। এরকম একজন অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্মের সারসংক্ষেপ করাটা খুবই কঠিন একটি কাজ। তারপরও এটা একেবারেই সত্য যে, যেমনটি কিথ টেস্টার বলেছেন যে, "জ্ঞান জগতে জিগমুন্ট বাউমানের মত মানুষদের আর কখনই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের সেই বুদ্ধিজীবী প্রজন্মের একজন, যিনি আক্ষরিক অর্থেই বিংশ শতাব্দীর সংকটপূর্ণ সময়ে বেঁচে ছিলেন। অন্যরা যেসব বিষয় নিয়ে লেখালেখি করে থাকেন, তিনি নিজে সেসব বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন।"

বাউমান ১৯২৫ সালে পোল্যান্ডের পোজনানে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালে নাৎসি বাহিনীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে তিনি ও তার পরিবারসহ সোভিয়েত ইউনিয়নে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। চার বছর পর, পূর্বাভিমুখ রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে পোলিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধে আহত হবার পরেও, তিনি ১৯৪৫ সালে বার্লিন যুদ্ধে অংশ নিতে ফিরে এসেছিলেন।



যুদ্ধ পরবর্তী পোল্যান্ডে বাউমান খুব দ্রুত পদোন্নতি লাভ করলেন। উন্নীত হলেন একজন আর্মি ক্যাপটেনে ও রাজনৈতিক কর্মকর্তায়। এই পর্যায়ে তাকে কিছুটা আদর্শবাদী সমাজতন্ত্রী হিসেবে মনে হতে থাকে। কিন্তু ১৯৫০-এর দশকে দলের প্রতি তার আস্থায় কিছুটা চীর ধরে। যখন ইহুদী নিধন অভিযানের সময়ে তাকে সেনাবাহিনী থেকে চাকরিচ্যুত করা হয়। তিনি দ্রুতই কর্মস্থল পরিবর্তন করে একাডেমিক জীবনে প্রবেশ করলেন এবং ১৯৫৪ সালে তিনি ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেন। সমাজবিজ্ঞানে তিনি একটি সফল কর্মজীবন তৈরি করেছেন। তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বই প্রকাশ করেছেন; ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে তিনি ওয়ারশ' বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের পদ অলঙ্কৃত করেন।

যাহোক, ক্ষমতাসীনদের দৃষ্টিতে তাকে সংশোধনপন্থী মার্ক্সবাদী হিসেবে দেখা হয়। বিশেষ করে যখন তিনি কিছু কাজ করলেন, যেগুলোকে সমাজতান্তিক সমাজগুলোর প্রতি সংশয় প্রকাশকারী হিসেবে মনে হল। পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা নিয়ে একটি প্রবন্ধ এসব কাজের অন্যতম। তার অবস্থান তখন নড়বড়ে হয়ে গেল, এবং ১৯৬৮ সালে একাডেমিক জগতে আরেকটি ইহুদি বিনাশ অভিযানে তিনি সহ আরও পাঁচজন ওয়ারশ' বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে চাকরিচ্যুত করা হল। তারপর সেই বছরই বাউমান এবং তার পরিবার পোল্যান্ড ত্যাগ করলেন। ইসরায়েল, অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডায় সাময়িক একাডেমিক পদ লাভের পর অবশেষে তিনি ব্রিটেনে বসতি গড়লেন। ১৯৭১ সাল থেকে তাঁর অবসরের আগ পর্যন্ত তিনি লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

>>

লিডসে নিরাপদে স্থায়ী হওয়ার পরপরই ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানের এক পরিচিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে বাউমান নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কয়েকটি ইউরোপিয় ভাষা জানা থাকার পাশাপাশি দার্শনিক ও সমাজবৈজ্ঞানিক তত্ত্বে তাঁর দখল থাকার কারণে মহাদেশীয় তত্ত্বের প্রতি আগ্রহের স্ফুরণ ঘটানোর ক্ষেত্রে তিনি খুব ভালোভাবে প্রস্তুত ছিলেন। ১৯৮০ এর দশকে "উত্তরাধুনিকতা" গবেষণার ক্ষেত্রে একজন প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁকে বিবেচনা করা হয়। তারপরও, বাউমান সেই সময়ে প্রতিষ্ঠা পাওয়া একটি অরাজনৈতিক ও এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামোতে আবদ্ধ হওয়ার ঝুঁকি দ্রুতই উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন।

এমন এক অন্তর্বতীকালীন মুহূর্তে উদীয়মান সমাজ ব্যবস্থার প্রতি একটি সংশয়ী মনোভাব বজায় রাখার জন্য তিনি বরং "অনির্ধারিত আধুনিক"-এর অনুসন্ধানমূলক চিত্রের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। ২০০০ সালে *লিকুইড মডার্নিটি* দিয়ে আরম্ভ করার মাধ্যমে বাউমান বাণিজ্যিকীকরণ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীকরণের প্রভাবসমূহ অনুসন্ধান করেছেন, যার ফলে অধিকতর প্রশস্ত নব্য-উদারনৈতিক প্রকল্পটি চিহ্নিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়াগুলো বহু মানুষকে যে কষ্ট দিয়েছে ও ক্ষতি করেছে তার প্রতি এটি সবসময় সংবেদনশীলতা কাজ করেছে।

খোদ আধুনিকতার চিহ্নই বাউমানের পরবর্তী সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে থেকেছে। যে প্রধান বইটিতে এই বিশ্লেষণকে গোচরে আনা হয়েছে সেটি হল তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত কাজ *মডার্নিটি অ্যান্ড দ্য হলোকাস্ট* (১৯৮৯)। সমাজবিজ্ঞানে এই অগ্রগণ্য কাজের জন্য তাঁকে আমালফি পুরষ্কার প্রদান করা হয়। বইটিতে আলোকপাত করা হয়েছে যে, অশুভ শক্তির ব্যাপক সক্ষমতা আছে এবং এটা আধুনিক সমাজে "যুক্তিসম্পন্ন" সাংগঠনিক সক্ষমতার মধ্য দিয়ে আধুনিকতাবাদী প্রকল্পের মধ্যে নিহিত থাকে। তখন থেকে পরবর্তী সময়ে তাঁর সব কাজ একটি প্রকাশ্য নৈতিক দায়িত্ব বহন করেছে।

১৯৯৩ সালে *পোস্টমডার্ন এথিক্স* প্রকাশ করার পর বাউমান নৈতিকতার সমাজতত্ত্বের তাৎপর্য উন্নীত করার ক্ষেত্রে প্রভাব রেখেছেন। বিংশ শতকের গভীর আতঙ্ক দ্বারা তিনি প্ররোচিত হয়েছিলেন, যার কিছুটা তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এর ফলে নৈতিকতার প্রথাগত সমাজতাত্ত্বিক বিবরণের প্রতি তাঁর অগাধ সংশয় জন্মে, যা তাঁকে দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ইমানুয়েল লেভিনাসের কাজের সাথে একটি টেকসই বুদ্ধিবৃত্তিক যোগসূত্রের দিকে ধাবিত করে। এই প্রকল্প বাউমানকে একটি নৈতিক প্রতভাস বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে অনুপ্রাণিত করেছে, যেখানে নৈতিক কাজের উৎসগুলোকে মৌলিক হিসেবে উপলব্ধি করা হয়, যেটা মানবিকতার স্বরূপের অঙ্গীভূত এবং সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াগুলোর আগে ঘটে।

নৈতিকতা নিয়ে বাউমানের কাজ গভীরভাবে বিতর্কিত হয়েছে এবং প্রায়ই সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হিসেবে দেখা হয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষতিকর ক্ষমতা এবং মানব প্রতিনিধিদের নৈতিক সক্ষমতাকে সীমিত ও অবনত করার ব্যাপারে এগুলোর প্রবণতা একই সাথে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি। সকল সমাজবিজ্ঞানী তাঁর কাজ অধ্যয়ন করবেন, যারা এই ক্ষেত্রটিকে নিছক প্রশাসনিক বিজ্ঞানের বেশি কিছু হিসেবে প্রত্যাশা করেন। ■

**পিটার ম্যাকমাইলর**, ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

# > জিগমুন্ট বাউমান,
## একজন সংশয়ী ইউটোপিয়ান

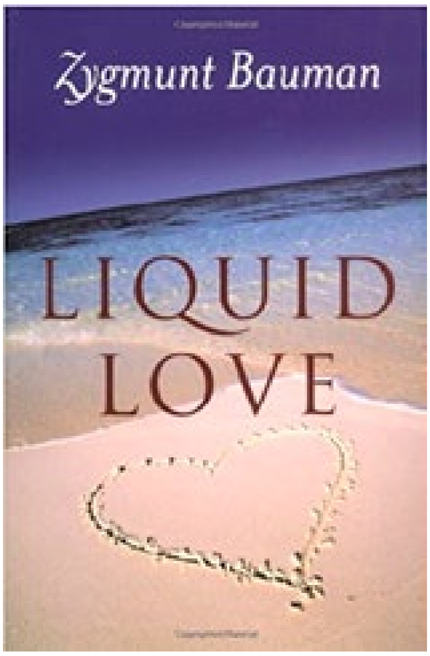


জিগমুন্ট বাউমানের জীবনীকে সহজেই বিংশ শতাব্দীর পোলিশ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী বয়ানের ছাঁচে ফেলা যায়। যুদ্ধের বিদ্ধস্ত অভিজ্ঞতার পর, কমিউনিষ্ট প্রকল্প দ্বারা মুগ্ধ হয়ে, এই প্রজন্মটি স্বল্পপরিসরে এর অপরিবর্তনীয়, সমগ্রতাবাদী চরিত্র আবিস্কারের পূর্ব পর্যন্ত বাস্তবে বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের সংস্কারে জড়িত ছিল। পরবর্তীকালে একই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ১৯৮৯ সালে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা উৎখাতে জড়িয়ে পড়েছিল। শেষমেশ এরা মানুষকে কিভাবে বেয়াড়া স্বাধীনতার উপহারকে ব্যবহার করতে হয় সেটা শেখানোর দায়িত্ব গ্রহণ করে, এদের সাফল্যকে উপভোগ করে।

সৌভাগ্যক্রমে, জিগমুন্ট বাউমানকে ঠিক এই গল্পে বা গল্পের পেছনের পথের সাথে মিলিয়ে ফেলা যাবে না। যদিও তিনি ইতিহাসে ডুবে ছিলেন, তিনি কখনও মূল স্রোতধারায় ভেসে যান নি। ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনের বিষয়ে সংবেদনশীল হবার সাথে সাথে তিনি নিজের ধারাও ঠিক রেখেছিলেন।

তার দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা সংশয়ী ইউটোপিয়বাদ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি: সমাজের বিন্যাসকে বিশ্লেষণ করে বাউমান সবসময় ইউটোপিয়ার সেই সব উপাদানকে উদঘাটিত করেছেন, যেগুলো কর্তৃত্বের কাঠামোকে বলবৎ রাখতে ভূমিকা রাখে, কিন্তু একই সাথে তিনি ইউটোপিয়াকে ব্যবহার করেছেন তার সমালোচনাকে জোরালো করার জন্য ও সামাজিক পরিবর্তনে সমর্থন দেওয়ার জন্য। এই পরিপ্রেক্ষিতের ভিত্তিমূলগুলো বাউমানের যুদ্ধপরবর্তী পোলান্ডে থাকার অভিজ্ঞতার গভীরে প্রোথিত এবং তার পরবর্তী কাজগুলোতে এগুলো বিকিরিত হয়েছে।

### > স্ট্যালিনবাদ, একটি বহুধর্মী অভিজ্ঞতা

অন্তত পোলান্ডে, যুদ্ধ পরবর্তী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের স্ট্যালিনবাদের প্রতি অঙ্গীকারকে চেসোওয়াফ মিওশ-এর *ক্যাপ্টিভ মাইন্ডে* সন্দেহাতীতভাবে পাওয়া যায়, যিনি পরবর্তীকালে সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন। বইটি পোলিশ সমাজের ধর্ম পালন থেকে বঞ্চিত এবং চূড়ান্ত নাস্তিবাদে দ্বারা বিপর্যস্ত শিক্ষিত স্তরকে উপস্থাপিত করেছে। সমাজতন্ত্র বিশ্বের একটি সর্বাঙ্গীন ব্যাখ্যা দিয়ে এবং বুদ্ধিজীবীদের এর পুনর্গঠনের আশা জাগিয়ে এই অভাব পূরণ করল। মার্ক্সবাদ পরিশীলিত মানুষদেরকে প্রলুব্ধ করতে যথেষ্ট রকমের কুটিল ছিল। যা তাদেরকে মানুষের ও রাজনৈতিক ক্ষমতার সান্নিধ্যের অনুভূতির যোগান দিয়েছে। মিওশ সমাজতন্ত্র ও স্ট্যালিনীয় রেওয়াজগুলোর প্রতি অঙ্গীকারকে আধা-ধর্মীয়ভাবে বর্ণনা করেছেন, তরুণ বুদ্ধিজীবীদের গভীর ভাবাবেগকে এবং তাদের নতুন সমাজব্যবস্থার প্রতিশ্রুতিতে বিনিয়োগকে ব্যাখ্যা করেছেন।

এই গল্পটি হয়ত নব্য সাংস্কৃতিক এলিটদের অভিজ্ঞতার সাথে মিলে যায়, যারা গভীরভাবে স্ট্যালিনবাদে জড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু স্তালিনবাদের দিকে অগ্রসর হওয়া রাস্তাগুলোকে অনুধাবন করতে অথবা স্ট্যালিনবাদকে প্রত্যক্ষ করার বিবিধ উপায়গুলোকে বুঝতে গল্পটাকে নিশ্চিতরূপেই ব্যবহার করা যাবে না। আমাদের কাছে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হলেন জুলিয়ান হোসফেল্ড, যিনি তরুণ জিগমুন্ট বাউমান ও ওয়ারশ' বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল মার্ক্সবাদী সমাজবিজ্ঞানীদের সার্কেল-যার্জি ঈয়াতর, মারিয়া হার্জোয়িচ, ভ্লোজিমিয়ার্জ ভেসোলওস্কি এবং আলেকজান্দ্রা জাসিন্সকা কানিয়াদের কাছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

১৯৫০ দশকের শুরুতে, হোসফেল্ড সমাজবিজ্ঞান বিষয়টিকে বুর্জোয়া বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এর অপসারণের দাবী করেন যা একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে সহ্য করা উচিত নয়। হোসফেল্ডের আবশ্যিকভাবে মিওশের ধরণের সাথে মিল ছিল না; যুদ্ধের আগে তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞানী এবং পোলিশ সমাজতান্ত্রিক দলের (পিপিএস) একজন কর্মী, যিনি আশা করেছিলেন যুদ্ধের পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক শাসনের অধীনে স্বাধীনভাবে সমাজতান্ত্রিক দলগুলোকে চালানো সম্ভব হবে। এটা যখন পরিষ্কার হল যে, স্ট্যালিন মস্কোর অনধীন দলগুলোকে নির্মূল করার পরিকল্পনা নিচ্ছিলেন, হোসফেল্ড পিপিএসকে সমাজতান্ত্রিক পোলিশ শ্রমিক দলের সাথে একযোগ হতে আহ্বান জানান। এটা শেষমেশ ১৯৪৮ সাথে পোলিশ ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক দলের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঘটেছিল। স্ট্যালিনবাদের প্রতি হোসফেল্ডের অঙ্গীকার এসেছিল আদর্শিক ভাবাবেগ থেকে নয় বরং চাল দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সুযোগ কমে আসার মুখে কৌশলগত নির্বাচন থেকে। নতুন দলের মধ্য দিয়ে তিনি তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারবেন তার এমন আশা তথাপি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। একজন সংসদ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি দ্রুত কোনঠাসা হয়ে পড়লন। যদিও তার একাডেমিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তিনি সমাজব্যবস্থাকে সমালোচনা করাটা অব্যাহত রেখেছিলেন, বিশেষত ১৯৫৬ সালে যখন স্ট্যালিনবাদের পতন হল। হোসফেল্ড সমাজতন্ত্রের অধীনে বিচ্ছিন্নতার কলকব্জাগুলোকে বিশ্লেষণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণবাদ নীতির সম্পূরক হিসেবে পার্লামেন্টের ভূমিকাকে বিবেচনা করতে সচেষ্ট ছিলেন এবং *সোশিও পলিটিক্যাল স্টাডিজ* নামের রাজনীতির প্রতি উৎসর্গীকৃত একমাত্র সমাজতান্ত্রিক একাডেমিক জার্নাল তৈরি করেছিলেন।

বাউমানের পরামর্শদাতার অভিজ্ঞতা প্রকৃত সমাজতন্ত্রের বাস্তবতার বিষয়ে তাঁর বোঝাপড়াকে প্রভাবিত করেছেন। যদিও স্নায়ু যুদ্ধকালীন পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সময়ে বাউমান দ্ব্যর্থহীনভাবে সমাজতন্ত্রের পক্ষ নিয়েছিলেন, তার লেখাসমূহ ও মনোভাব এর প্রতি কিছু অননুমোদনকেও ব্যক্ত করে। হোসফেল্ডের পথ অনুসরণ করে, বাউমান দুই শিবিরেই যুদ্ধ করেছেন। তিনি পুঁজিবাদকে সমালোচনা করেছেন একজন সমাজতান্ত্রিক সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে এবং সমাজতন্ত্রের গঠন নিয়েও সন্তুষ্ট থাকতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন: তিনি এর ঘাটতিসমূহের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, এগুলোকে পুরাতন পুঁজিবাদী যন্ত্র ও অভ্যেসগুলোর বিদ্যমানতা হিসেবে পরিগনিত না করেই।

>>

## > সমাজতন্ত্রের একজন সমাজতন্ত্রী সমালোচক

১৯৬৮ সালের পূর্বে লেখা বইগুলিতে বাউমান পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রকে শিল্পভিত্তিক সমাজ হিসেবে গণ্য করেছেন। এর মানে দাঁড়ায়, গণহারে উৎপাদন, শ্রমিক শ্রেণির বিকাশ এবং বৃহৎ আমলাতান্ত্রিক সংগঠন দ্বারা এ সমাজগুলো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এজন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজকে পুঁজিবাদী সমাজের সম্পূর্ণ জ্ঞান ছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে একে বোঝা সম্ভব না।

এই সময়কাল থেকে বাউমান একটি তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরির জন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজগুলোকে ব্যাখ্যা করা শুরু করেন। পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পোলিশ সংস্কৃতিতে একীভূত করতে একাজগুলো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। অবশ্যই, মালিকানাভিত্তিক সংগঠনের দিক থেকে, ধারাবাহিকভাবে শ্রেণিবিভাগ প্রতিষ্ঠার কলকব্জার দিক থেকে এই সমাজ পুঁজিবাদী সমাজ থেকে ভিন্ন। যেটা পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় নকশাকার দ্বারা পরিচালিত না হয়ে বরং পুঁজিপতিদের অধীনে ঘটে থাকে। আয়রন কার্টেনের উভয় শিবিরেই, আমরা ক্ষমতার পতনের, শ্রমের বিচ্ছিন্নতার, এবং ব্যক্তিগত জীবনচরিত এবং যৌথ জীবনের ভেতরকার সম্পর্ক কমে যাওয়ার একটি অনুভূতির অভিজ্ঞতা অর্জন করি। একারণে বাউমান তার ১৯৬৪ সালের *সোশিয়লজি ইন এভরি ডে লাইফ* (পরবর্তীকালে *সমাজবৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা* করার ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে) নামের বইটিতে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সমাজবিজ্ঞানের উচিৎ সমালোচনার দৃষ্টিতে এসব প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করা, শুধু মীমাংসাকারীদের এবং এলিটদের সাথে নয়, বরং সাধারণ মানুষদের সাথেও কথা বলা।

বাউমানের পথের ঝুঁকিপূর্ণ দিকটি এরপর খুব দ্রুতই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ১৯৬৫ সালে, তিনি কুরন ও মজলেস্কি কর্তৃক লিখিত *দ্যা ওপেন লেটার টু দ্যা পার্টি* প্রকাশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মন্দায় পতিত ছাত্রদের পাশে দাঁড়ালেন- যেটি ছিল বাস্তবে বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের একটি বিপ্লবী সমালোচনা। বাউমানকে তখন একক দল শাসনের ক্ষেত্রে হুমকি বলে মনে করা হত। তিন বছর বাদে, যখন ছাত্র আন্দোলনের মুখে পড়ে সরকার নিজের বৈধতা খুঁজল, বাউমানকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত করা ছিল তথাকথিত গোলযোগ সৃষ্টিকারীদেরকে এবং ইহুদিবাদী প্রভাবসমূহকে মোকাবেলায় "পরাক্রমের" একটি মূখ্য প্রতীক। হাজার হাজার ইহুদি মানুষের মতন বাউমান পোল্যান্ড ছাড়তে বাধ্য হন এবং নির্বাসিত জীবন শুরু করেন।

## > সমাজবিজ্ঞানীদের ইউটোপীয় ভূমিকা

বাউমানের পোলান্ড থেকে বিতাড়ন দীর্ঘ সময় ধরে তাকে নিরবতার দিকে ঠেলে দেয় (ইহুদিবিরোধী ঘটনাগুলো সম্পর্কে সোজাসুজি লেখালিখি করা ও সংস্কৃতি বিষয়ে একটি সাধারণ বই লেখা বাদে)। তার প্রথম বই *সোশ্যালিজম: দ্যা একটিভ ইউটপীয়া* ছিল নতুন পরিস্থিতিগুলোতে সমালোচনার কাজকে সূত্রবদ্ধ করার প্রচেষ্টা। যেটা বাউমানের পরবর্তীকালীন গবেষণাকর্মগুলোকে ও সমালোচনামূলক সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে তার দেখার দৃষ্টিকে সঠিকভাবে বর্ণনা করে। রাজনৈতিক সমগ্রতাবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে লেজেক কোলাকোস্কিসহ পোলিশ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অনেক প্রতিনিধির মতন সমাজতন্ত্রের ইউটোপিয়ার প্রতিশ্রুতিকে বাউমান একেবারে উড়িয়ে দেননি।

সামাজিক শৃঙ্খলা তৈরিতে এবং মুক্তির সংগ্রামে ব্যক্তির গুরুত্বকে তুলে ধরতে বাউমান সমসাময়িক সামাজিক জীবনকে সংগঠিত করতে সংস্কৃতির ধারাবাহিক ভূমিকার বিষয়ে সচেতন হতে আহ্বান করেন তার *সোশ্যালিজম: দ্যা একটিভ ইউটপীয়া* বইটিতে। এই সচেতনতার জন্য প্রথমত, এটাকে স্বীকার করে নিতে হবে যে, একমাত্র উৎপাদনের প্রক্রিয়া দ্বারাই সব সামাজিক ঘটমান বিষয় নির্ধারিত হয় না এবং দ্বিতীয়ত, স্বীকার করতে হবে যে, এখানে সকল ধরনের কর্তৃত্ব ও নিপীড়ন, বাউমানের যেমন ইহুদি গণহত্যার কথা উল্লেখ করেছেন, এর সবগুলোই সম্পত্তিতে অসম প্রবেশাধিকার থেকে জন্ম লাভ করে না। একই সাথে ব্যক্তির দিকে আলোকপাত করলে দেখা যায়, আধুনিক ভোক্তা সমাজ এবং যে সকল আন্দোলনগুলো সামাজিক পরিবর্তন ঘটার ক্ষেত্রে সমর্থন যুগিয়ে থাকে, এরা কর্তৃত্বের দুইটি ধরন হিসেবে আমাদের অন্ধত্ব তৈরি করে থাকে। যেটা বৈশ্বিক কেন্দ্রীয় অঞ্চল ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোর ভেতরকার এবং জাতিরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ধনী ও গরিবের অসামঞ্জস্যতা নির্দেশ করে।

বাউমানের তৎপরবর্তী কাজগুলোকে *সোশ্যালিজম: দ্যা একটিভ ইউটপীয়া* বইটিতে চিত্রায়িত করা প্রকল্পের ধারাবাহিকতা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তার আধুনিকতা এবং উত্তরাধুনিকতার ওপর লিখিত ব্যপক ভাবে পঠিত ও স্বীকৃত বইগুলিতে ইউটোপিয়ার ব্যাপারে সংশয়ের দেখা যায়। একটি ভবিতব্য ও নির্ভেদ সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় বিশ্বাস রাখা ঐতিহাসিকভাবে একটি সহিংসতা সংঘটনের উৎসকে প্রতিপন্ন করে, বিশেষ করে তাদের জন্য, যাদের আসলেই একটা সমাজ গঠনের কোন লক্ষ্য নেই। সমকালীন উত্তরাধুনিক সমাজগুলোতে এরকম বিপজ্জনক দর্শনকে সাধারণত ত্যাগ করা হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমরা সমকালীন সংস্কৃতির কেন্দ্রে অবস্থান করা ইউটোপিয় চিন্তাভাবনার নেতিবাচক পরিণতিসমূহ উপেক্ষা করতে পারি। যার মধ্যে রয়েছে বাজার কর্তৃক প্রদত্ত বিস্তৃত ধরনের সুযোগ, যা থেকে বাছাই করার মাধ্যমে ব্যক্তিমানুষদের নিজেদেরকে স্বাধীনভাবে নির্মাণের সার্বজনীন দক্ষতা। বাউমান *মডার্নিটি অ্যান্ড অ্যাম্বিভ্যালেন্স* বইতে এই ইউটোপীয় প্রতিশ্রুতির আবেদনকে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি একই সাথে এর ঝুঁকিগুলো সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। এর ভেতর রয়েছে সার্বক্ষণিক একধরনের অপ্রতুলতার অনুভব, প্রকৃত পরিচয় খুঁজে চলা একজন নাগরিকের উন্মত্ত কার্যকলাপ, বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভরশীলতা, এবং সবশেষে, ভিন্ন ব্যক্তিদেরকে বাজার কর্তৃক প্রস্তাবিত উপাদানসমূহে পর্যবসিত করার বিপদ।

বাউমান একটি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় বসবাস করার নেতিবাচক পরিণতিসমূহের সাথে সাথে এই সমাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া লোকদের প্রতি নিরবচ্ছিন্নভাবে অঙ্গুলিনির্দেশ করে গেছেন। প্রায়ই, তাড়িয়ে দেওয়া লোকজন অদৃশ্য হয়ে যান। কেননা প্রাতিষ্ঠানিক ও সাঙ্কেতিক যন্ত্রগুলো তাদেরকে ভোগবাদী অভিজ্ঞতার আড়ালে ফেলে দেয়। এরা হলেন দরিদ্র, গৃহহীন, অভিবাসী এবং উদ্বাস্তু মানুষেরা, যাদের জীবনকে বাউমান নষ্ট জীবন নামে অভিহিত করেছিলেন। সমালোচনার ভূমিকা হবে, তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, এঁদেরকে চোখের সামনে নিয়ে আসা যাতে আমরা মনে রাখতে পারি যে, সমাজ থেকে বহিস্কৃত মানুষগুলো তারাই, যাদের সহযোগিতা, নিরাপত্তা এবং মর্যাদার প্রয়োজন রয়েছে। যে কবজ তাদের সাথে আত্মার বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারবে। আর সেটা বহিস্কৃতদের সাথে জোট বাধার ফলে উদ্ভূত বস্তুগত স্বার্থ অথবা রাজনৈতিক সুবিধার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে না, বরং এটা নৈতিকতা থেকে গড়ে ওঠে, যেটা উৎসারিত হয় সমস্ত জনগণকে নিয়ে গঠিত সমাজব্যবস্থার অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত আবেগ থেকে।

বাউমান তার কাজকে এই ইউটোপিয় স্পন্দনের পাইকারী সরবরাহকারী হিসেবে নির্ধারণ করে নিজেকে পূর্ব ইউরোপিয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশের বিপরীতে অবস্থান করালেন, যারা সমাজ পরিবর্তনের অনিবার্য গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে চাওয়া সমাজগুলোর সাক্ষী এবং উপদেশদাতা হিসেবে নিজেদের ভূমিকা নির্ধারণ করেছেন। বাউমান দেখিয়েছেন যে, যদিও সমাজবিজ্ঞানীদের সামাজিক জীবনের গতিময়তাকে বোঝা উচিত, তাদের সমাজের প্রান্তে ফেলে দেওয়া এবং সেই সাথে নিজেদের মনুষ্যধর্ম চর্চা করা থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর পক্ষও নেওয়া উচিত। ■

**মার্সিয়ে গডুলা**, ওয়ারশ' বিশ্ববিদ্যালয়, পোল্যান্ড

# > জিগমুন্ট বাউমান স্মরণে

পিটার বেলহার্জ-এর সঙ্গে জিগমুন্ট বাউমান।
চিত্র গ্রহণে সিয়ান সুপস্কি।

যখন কোন সম্রাট মৃত্যুবরণ করেন, তখন তাঁর শোক পালনে কিছুটা আতিশয্য হতেই পারে। এটা কি সে ধরনের একটি বিষয়? জিগমুন্ট বাউমান কি সত্যিই একজন বরেণ্য ব্যাক্তি ছিলেন? আমি তা মনে করি না। তিনি সম্মানের সোপানে এসেছিলেন বেশ দেরিতে। প্রচারবিমুখ ছিলেন তিনি । খুবই অল্পে সন্তুষ্টি লাভ তাঁর নীতির বাইরে ছিল । তিনি মনে করতেন, অল্প সময়ে ও পরিসরে কোন কিছু সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয় । তাঁর খ্যাতি লাভের পথটি ছিল দুর্গম ও অসম। তিনি একইসাথে সমাজবিজ্ঞানের বাহিরের ও ভেতরের মানুষ ছিলেন।

১৯৭২ সালে তাঁর ব্রিটেনের শ্রমিক আন্দোলনের উপর লেখা বইটি প্রকাশিত হয়। এই লেখাটিই তাঁর কাল হয়ে দাঁড়ায়। বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা এডওয়ার্ড থম্পসন তাঁকে কোণঠাসা করে রাখেন। দীর্ঘ দিন তিনি অনেকটা নির্বাসিত ও অবহেলিত থাকেন। ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর সতীর্থরা অবহেলা করতেন, এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে নিজের লেখা থেকে নকল করার অভিযোগ এবং তথ্যনির্ভর সনাতনী সমাজবিজ্ঞানের পরিবর্তে বড় বড় বাক্য ও বাগাড়ম্বরকেন্দ্রিক সমাজবিজ্ঞান "বিনির্মাণের" অভিযোগ আনা হয়। তাঁর কমিউনিস্ট অতীতও অনেক সময় টেনে আনা হয়। তাঁকে কোন না কোন ভাবে দোষী দেখানো হয়। তাঁর ক্ষুদ্র অনুসারীরাও তাঁকে অনেকটা আড়াল করে রাখে।

এসব সত্ত্বেও বাউমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুপরিচিত হন। যারা তাঁর লেখা পড়েছে অথবা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছে তাঁরা পরিবর্তিত হয়েছে তাঁর জ্ঞানের আলোকে । তাঁর সতীর্থদের এটাই ছিল মূলত ঈর্ষার কারণ। পাদটীকা ও নির্দেশিকা ভিত্তিক লেখার বিকল্পে তিনি সরাসরি বিষয় ভিত্তিক লেখাতে আগ্রহী ছিলেন। নিজ সতীর্থ-

>>

দের জন্য না লিখে তিনি বিভিন্ন পেশার সাধারণ গণমানুষের জন্য লেখা শুরু করেন। তাঁর ডাটা বা তথ্যসম্ভার ছিল সাধারণ মানুষের জীবন। বিংশ শতাব্দীর মানুষের এবং তাঁদের উত্তরসূরীদের জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা নিজের ব্যাক্তিগত সমস্যা মনে করে গবেষণা করে যেতে নির্দেশনা দিয়েছেন। দারিদ্র্য, জোরপূর্বক অভিবাসন, দুঃখকষ্ট বা বিরহ, ক্ষতি কিংবা আনুগত্য সে যাই হোক না কেন। বুদ্ধিজীবীদের কাজ প্রশ্ন করা, উত্তর প্রদান করা নয়। যারা এই সমস্যার জন্য দায়ী তাঁরাই বিবেচনা করবেন কি করতে হবে সমস্যা সমাধানে।

আমি এখানে একটি গল্প বলতে চাই। বাউমান যদিও তেমন গল্পকার ছিলেন না। তিনি অবশ্যই একজন ভাল আলাপচারিতার বা কথপোকথনের সঙ্গী ছিলেন। ২৫ বছর ধরে, আমি বাউমানকে প্রতিবছর লিডসে গিয়ে দেখা করেছি। শেষ বার আমি তাকে দেখেছি ২০১৫ সালে, তার নববইতম জন্মদিনে। আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় স্টেলেনবশে কাজ করছিলাম। এবং সেখানে একদিন তিনি পুরানো বন্ধুর মত হটাৎ করে হাজির হলেন। আমরা একসাথে কেপটাউনে চলে গেলাম। পরে আমরা ম্যানচেস্টার থেকে ট্রেনে চড়ে লিডসে যাই। (আমি তার শেষ জন্মদিনে যেতে পারি নি; সে সময় আমরা চিনের চেংডুতে ছিলাম, যেখানে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল জিগমুন্ট বাউমান এবং জানিয়া সম্পর্কে বক্তব্য দেওয়ার জন্য। চীনা সমাজবিজ্ঞানীরা বাউমান সম্পর্কে খুবই আগ্রহী)।

চীন যাওয়ার আগে, আমি বাউমানের উপর *রিভিউ ইন্টারন্যাশনাল দ্যা ফিলোসফি-* তে প্রকাশের জন্য একটি গবেষণাপত্র নিয়ে কাজ করছিলাম। বাউমানের কাজ আমাকে এতটাই আকর্ষণ করেছিল যে, এমনকি ৩০ বছর পরে, আমি এখনও তার উপর কাজ করতে ক্লান্ত অনুভব করি না।

আমি যখন স্টিলেনবশ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে *লেজিসলেটরস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটারস* (১৯৮৭) বইটির একটি কপি ধার করি তখন আমি আনন্দের সাথে লক্ষ্য করি যে, এটির প্রতি পাতা ব্যাপকভাবে টীকা দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। পরবর্তী বই আমি যা ধার করি সেটা ছিল *লিকুইড মডার্নিটি* (২০০০)। "তৃতীয় অধ্যায় হল সময়/স্পেস নিয়ে" এই পৃষ্ঠায় খোলা আছে বস্তুত যেখানে বাউমান দক্ষিণ আফ্রিকা- বস্তুত পক্ষে, পশ্চিম সোমারসেট, যেখানে আমি ছিলাম এবং কাজ করতাম তার উপর লেখা। এর বিষয়? গেটেড হাউজিং, দক্ষিণ আফ্রিকাতে এই বিষয়টি এখন একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে। তিনি যে উন্নয়ন প্রকল্পটির উপর গবেষণার কাজটি করেছিলেন তার নাম- কাকতালীয়ভাবে "হেরিটেজ পার্ক" সে প্রকল্পটি শেষ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ ছিল। যেটি একটি বিশাল কংক্রিট জাল এবং N2 ফ্রিওয়ে বরাবর বিভাজক জুড়ে অবস্থিত। পার্শ্ববর্তী লওয়ানডেল একটি উল্লেখযোগ্য অর্জনের এবং গর্বের কৃষ্ণাঙ্গ টাউনশিপ। আমরা এরকম, প্রভু এবং ক্রীতদাস, পর্যটক এবং ভ্রাম্যমান; বাউমানের দৃষ্টি ছিল লিডস থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত প্রসারিত।

ভ্রু কুঁচকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি গ্রন্থাগার থেকে বইটি চুরি করেছিলাম কিনা? (তাঁর চোখে সবসময় ছিল দুষ্টুমির ইঙ্গিত)। আমি না বলেছি, আমি এটা ধার করেছিলাম। এবং সেখানে আমরা, একসঙ্গে বইটি পরিদর্শন, নিরীক্ষণ করি। সেটায় ছিল শেষ বারের মত লনসউড গার্ডেনে তাঁর সঙ্গ। তখনও জানি নি তাঁর সাথে আর দেখা নাও হতে পারে। পশ্চিম সমারসেট থেকে একটি দীর্ঘ পথ। এখনও আছে হয়ত নেই আধুনিকতা এই অন্ধকারের একটি দিকেই গতিমান।

বাউমানের লেখার বিশ্লেষক হওয়া আমার জন্য একটি গর্বের বিষয় ছিল। তিনি বলেছিলেন, তোমার কাজ হচ্ছে আমার বিশৃঙ্খল কাজের মধ্যে শৃঙ্খলা নিয়ে আসা। তিনি খুব লেখাপাগল ছিলেন; ৫৮ টির মত ইংরেজীতে লেখা বই এর সাক্ষ্য হিসেবে রয়েছে। এটি তার সময়ের কর্মতৎপরতার একটি সমৃদ্ধশালী উত্তরাধিকার। প্রতিদিনের সমস্যার সঙ্গে এবং সমসাময়িক সময়ের লক্ষণগুলির নিবিড় পর্যবেক্ষণ মূলক লেখা ছিল জীবন থেকে নেওয়া, যা তিনি "লিকুইড মডার্নিটি" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

তাই নতুন কোনও সমাজ গবেষকের জন্য আমার পরামর্শ হবে, শুধু বাউমানের গ্রন্থের যে কোন বিষয় বা সূত্র ধরে টান দাও এবং দেখ কি নির্গত হয়। সম্ভবত সিমেলের মত তিনি একজন ইম্প্রেশনিস্ট সমাজবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ছিলেন জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনার বিশ্লেষক। তবে তিনি সবসময় মার্ক্সকে অনুসরণ করতেন। একদিকে তার আগ্রহ ছিল সংস্কৃতি এবং তার সম্পর্ক নিয়ে, অন্যদিকে, উৎপাদন ও বণ্টনের অসম সম্পর্ক নিয়ে। এবং তারপর, গ্রামসির মত, আমরা যে আরও ভাল করতে পারি, তিনি সেই ধারণা কখনো পরিহার করেন নি।

সব শেষে, কীভাবে আমরা তাঁর কাজকে চিত্রায়িত করতে পারি? বাউমানের সাথে আমার নিবিড় সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বিভিন্নভাবে তাঁর অবদানকে চিত্রায়িত করার অনেক চেষ্টা করেছি: অতিআধুনিকতার সমালোচনা, উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার সমাজবিজ্ঞান, নাৎসি জার্মানিসহ বিকল্প আধুনিকতার একটি তত্ত্ব বা বর্জ্য-এর সমাজবিজ্ঞান। আরো প্রচলিতভাবে, তার সমাজবিজ্ঞানকে বর্ণনা করা যেতে পারে, আধুনিকতার এক নির্মোহ সমালোচনা হিসেবে; অথবা একটি পূর্ব ইউরোপিয় সমালোচনামূলক তত্ত্ব- এখানে পূর্ব বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য; বা একটি ওয়েবারিয়ান মার্ক্সবাদ। অন্যান্য আরও অনেক দার্শনিক প্রকল্প এখানে উল্লেখ্য যেমন, কারণ এর শ্রেনিবিন্যাসের একটি সমালোচনা। বাউমানের সাম্প্রতিক কাজগুলোকে বর্তমান সময়ের সমস্যা নির্ণয়ের প্রকল্প, সময়ের প্রতীক বা লক্ষণের একটি সমালোচনা হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। তাঁর লেখার মধ্যে নিহিত আছে আশাবাদী সতর্কবাণী।

তিনি কি একটি দৃষ্টান্ত ছিলেন, একজন অনুকরণীয় জন? অবশ্যই; কিন্তু তিনি একজন নেতা ছিলেন না। তাঁর মূল শিক্ষা ছিল যে আমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন আমাদের নিজস্ব বা স্বকীয় পন্থায় এগিয়ে চলা। সমালোচনামূলক সমাজবিজ্ঞানের আশা বাঁচিয়ে রাখার এটিই একমাত্র উপায়। ■

**পিটার বেলহার্জ**, কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া

# > অসমাজবৈজ্ঞানিক সময়ের সমাজবিজ্ঞান

**হাওয়ার্ড রামোস**, কানাডীয় সমাজতাত্ত্বিক সংস্থা ও ডালহৌসি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান; **রিমা উল্কস**, কানাডীয় সমাজতাত্ত্বিক সংস্থা ও ব্রিটিশ কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত প্রধান; এবং **নিল ম্যাকলাফলিন**, ম্যাকমাস্টার বিশ্ব-বিদ্যালয়, কানাডা

চিত্র গ্রহণে অ্যারিয়ান হানিমায়ের।

বিগত কয়েক বছরে বিশ্ব যেসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে তার মধ্যে কয়েকটি হল স্বদেশবাদ, পরধর্মভীতি, ব্রেক্সিট ভোট এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচন। এটা এমন কতগুলো বিষয়- সত্য পরবর্তী রূপ, মিথ্যা খবর এবং গল্পে পরিপূর্ণ; যা ব্যক্তিকে বড় পরিসরে সামাজিক সমস্যার জন্য অভিযুক্ত করে। সামাজিক সমস্যাগুলো একেবারেই সরল, আদি অবস্থানিক ও ব্যক্তি নির্ভর মূল্যায়নের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এটা সাংস্কৃতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করছে। যেখানে সমাজবিজ্ঞানীরা অবস্থান ও কাজ করেন।

বিশ্বের নেতারা সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলো ক্রমশ এড়িয়ে চলছেন। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ম্যানুয়েল ভলসের কথা বলা যায়। তিনি বলেন, এই জ্ঞানশাখাটি হল "অজুহাতের সংস্কৃতি।" কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপারকে সন্ত্রাস-বাদ বা স্বদেশী নারীদের উপর সহিংসতা সম্পর্কিত ঘটনার মূল কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি প্রায়শই বলতেন, এটা "সমাজবিজ্ঞান চর্চার" সময় নয়। এতে মনে হত যে, সমাজবিজ্ঞান বর্তমান সময়ের সাথে বৃহৎ পরিসরে অসামাঞ্জস্যপূর্ণ।

অনেক বিশ্বনেতা ও নীতিপ্রণেতা এবং তাদের সাথে বাইরের অনেক শিক্ষাবিদও সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সামাজিক সহিংসতার উদ্ভব ও এর কারণসমূহ বা শর-ণার্থীরা যে সকল সমস্যাগুলো সৃষ্টি করে এগুলো নিরসন, দারিদ্র্য এবং যেকোন ধরনের বৈষম্যের কারণ বুঝতে গিয়ে দেখা যায়; এগুলো একেবারে সামান্য বিবেচনায় বাদ হয়ে যাচ্ছে কিংবা সহিংসতা ও উগ্রবাদকে উস্কে দিতে কাজ করছে। এই মনোভাব এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার সমাজবিজ্ঞান চর্চা থামিয়ে দিয়েছে। এর মর্মাথ হল যে, এই জ্ঞানশাখাটি অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিশেষ করে অর্থনীতি ও মনোবিজ্ঞানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব বহন করে।

>>

আমরা বিশ্বাস করি যে, আগামী বছরগুলোতে সমাজবিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমরা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোর সমাজবৈজ্ঞানিক কারণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বৃহৎ কাঠামোগত ও ঐতিহাসিক চলমানতার বিশ্লেষণ প্রত্যাশা করি।

কিন্তু এগুলোকে কার্যকরভাবে সম্পন্ন করতে, জ্ঞানশাখাটিকে সময়ের সাথে পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণ মানুষ যেভাবে এ জ্ঞান চর্চা করে ঠিক সেভাবে নয়; বরং তত্ত্ব, ধারণা ও চর্চার ভিত্তিতে সমাজবিজ্ঞানীদের আরও বহুমুখী হওয়া প্রয়োজন। অনেকে সমাজবিজ্ঞানকে জ্ঞান পরিমণ্ডলের বাইরে মাত্রাতিরিক্ত নীতিবাদী হিসেবে দেখেন এবং সামাজিক সমস্যাগুলোর পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন যা শুধু বামপন্থী রাজনীতিতে মোহ ছড়ায়।

একটি রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্তমনা হওয়ার মাধ্যমে এবং পর্যবেক্ষণ নির্ভর সর্বশেষ পদ্ধতিগুলো; যেমন: নন-প্যারামেট্রিক পদ্ধতি, মেশিন লার্নিং, অভিযোজিত ব্যবস্থা পদ্ধতি এবং আরও নতুন ধরণের প্রকৃত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যামূলক গুণগত বিশ্লেষণ অনুসরণ করে অন্যান্য জ্ঞান শাখার অন্তর্দৃষ্টি থেকে আমরা উপকৃত হতে পারি। এর মাধ্যমে জ্ঞানশাখাটি নতুন পাঠকসাধারণের কাছে আরও দৃষ্টিগ্রাহী হয়ে উঠবে।

সমাজবিজ্ঞানীদের বড় পরিসরে জনসাধারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া উচিৎ। এমনকি যারা তাদের সাথে এক মত পোষণ করে না, তাদের সাথেও। সমাজবিজ্ঞানীদের প্রায়শই অস্পষ্ট শব্দ ও সমাজবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যেমন "সামাজিকভাবে নির্মিত", যা অখণ্ডনীয় যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন শব্দ ব্যবহার করতে দেখা যায়। সিল মার্কা "অভিজাত" হিসেবে এবং ধরা ছোঁয়ার বাইরে প্রতিভাত হওয়া থেকে মুক্ত রাখতে, দৈনন্দিন জীবনের ভাষায় আমাদের জ্ঞানকে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। যা শিক্ষাবিদদের বাইরের লোকজনকেও আকৃষ্ট করবে।

সামাজিক হস্তক্ষেপ ও দ্রুত কাজ করার জন্য ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি এটি তার সীমিত অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে চায়। এই জ্ঞানশাখাটির নিজস্ব গণ্ডিতে আটকে থেকে নয় বরং উদ্ভূত সামাজিক সমস্যাগুলোর আলোকে শিল্পবিপ্লব বা পরবর্তী সময়ে যে সকল তত্ত্ব গড়ে উঠেছে তার ভিত্তিতে সমাজবিজ্ঞানীদের অবশ্যই সমাজের মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো আসছে সেগুলোকে অধিক মূল্যায়ন করা উচিৎ।

পৃথিবীব্যাপী যে বিষয়গুলো ঘটছে যেমন- শ্রেনি বৈষম্য বা আদিবাসীদের সমস্যার সমাধান ও বিউপনিবেশায়ন এবং যে বিষয়গুলো জ্ঞানশাখার মূলধারা থেকে সরে এসেছে; বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরি ও রোবটিক্স, জেন্ডার ও পারস্পরিক যৌন সম্পর্কের পরিবর্তিত আদর্শ ও প্রত্যাশা কিংবা সারা বিশ্বব্যাপী স্বৈরতন্ত্রের উত্থান সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে আমাদের আরও সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন।

*গ্লোবাল ডায়ালগ-এর* চলতি সংখ্যায় কানাডীয় সমাজবিজ্ঞানীগণ ড্যানিয়েল বেলান্ড, ফুইয়াকি কুরাসাওয়া, প্যাট্রিসিয়া ল্যান্ডওল্ট, সেরিল তিলাক্সিং ও ক্যারেন ফস্টার দেখান যে, সমাজবিজ্ঞান সরকারী নীতিতে ও জ্ঞানের প্রসারে কিভাবে অবদান রাখে। এবং নাগরিক ও পরিবেশের প্রতি আমাদের অসমতার অন্তর্নিহিত কারণ অনুধাবনে অন্তর্দৃষ্টি তুলে ধরে। এমনকি সমাজবিজ্ঞানের সময় না থাকা সত্ত্বেও সমাজবিজ্ঞানীরা এ জ্ঞান শাখার দিশা হতে পারে এবং তাদের এ ক্ষেত্রে পথ দেখানো উচিত।

আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও যাদের সাথে আমরা দ্বিমত পোষণ করি বিনয়ের সাথে তাদের প্রতি সম্মান জানাতে হয় এবং যাদের প্রতি আমাদের সমাপ্তির জের টানতে বিস্ময় প্রকাশে উন্মুক্ত হই। সমাজবিজ্ঞানীরা আমাদের বর্তমান সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সামাজিক শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করতে পারে। এ প্রক্রিয়ায়, বিশ্বের অধিকাংশ অপ্রকাশক সামাজিক সমস্যাগুলোর টেকসই সমাধান খুঁজতে সমাজবিজ্ঞানীরা সাহায্য করে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
হাওয়ার্ড রামোস <howard.ramos@dal.ca>
রিমা উল্কস <wilkesr@mail.ubc.ca>
নিল ম্যাকলাফলিন <ngmclaughlin@gmail.com>

# > জন নীতিতে সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োগ

**ড্যানিয়েল বেলান্ড,** জনসন শোয়ামা গ্র্যাজুয়েট স্কুল অফ পাবলিক পলিসি, কানাডা, এবং আইএসএ-এর দারিদ্র, সমাজকল্যাণ ও সামাজিক নীতি (আরসি ১৯) বিষয়ক গবেষণা কমিটির সভাপতি

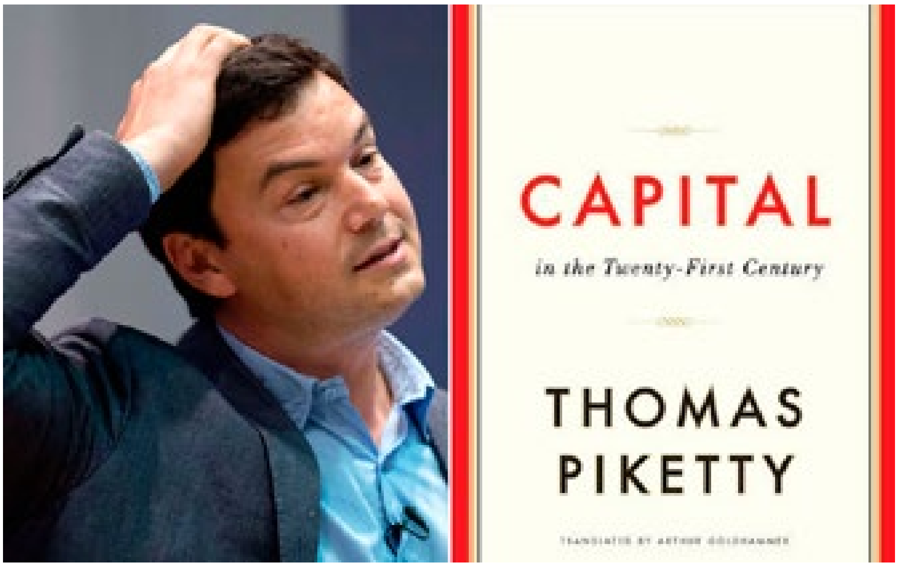


*টমাস পিকেটি, অসমতা বিষয়ক বৈপ্লবিক অর্থনীতিবিদ- অর্থনীতিবিদরা কি সমাজবিজ্ঞানীদের অভিযোগ এড়িয়ে যাচ্ছে?*

বিশ্বের অধিকাংশ জায়গায়, নীতি নির্ধারকমন্ডলীতে অর্থনীতির তুলনায় সমাজবিজ্ঞানের নিম্নতর পরিচিতি রয়েছে। এ বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপারের "সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োগ"-এর বিপক্ষে প্রত্যাখ্যানের যুক্তিতে। আমি অর্থনীতিবিদদের সাথে এবং সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে যারা কানাডায় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কাজ করে তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করি। আমি নিয়মিতভাবে আমার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে তাদের কাজকে ব্যবহার করি। অর্থনীতির আকর্ষণীয় বিষয় হল, নীতি সমস্যাসমূহকে সুনির্দিষ্ট করতে সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত উপাদানগুলো ব্যবহার করে সমালোচনা করার সক্ষমতা। এর কারণে নীতি নির্ধারকমন্ডলীর মধ্যে এটি সবচেয়ে প্রশংসনীয় সামাজিক বিজ্ঞান।

যখন এই নীতি বাস্তবায়নের প্রতি দৃষ্টি আরোপই মূলধারা অর্থনীতির একটি শক্তি। তথাপি এই বিষয়টির নিজস্ব অস্পষ্টতা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হল, জ্ঞানশাখাটির বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়কে এড়িয়ে চলার প্রবনতা। যে বিষয়গুলো সমাজবিজ্ঞানী ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানীদের মাঝে গণনীতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ, জটিল আন্তঃবিভাগীয় আলোচনা হিসেবে দীর্ঘ স্বীকৃতি রয়েছে।

এখনও যদি সমাজবিজ্ঞানীরা নীতি ক্ষেত্রে বিচরণের আশা করে, যদি তাদের কর্মকে নীতি আলোচনায় রূপ দিতে চায় এবং যদি তাদের বিষয়টিকে একাডেমিকের বাইরে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চায়, তাদের অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে রসদ নেওয়া প্রয়োজন। সমাজবিজ্ঞানীদের দরকার তাদের গবেষণার মাঝে সম্ভাব্য নীতির প্রভাব খুঁজে বের করা। এবং কিভাবে এই নীতি সংসৃষ্টটা নীতি নির্ধারকের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তা সনাক্ত করা।

এই কাজটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ অর্থনীতিবিদরা গবেষণার ক্ষেত্রে প্রচুর তৎপরতা চালাচ্ছে যা একসময় সমাজবিজ্ঞানীদের দখলে ছিল। গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও (কানাডার যে কেউ সামাজিক নীতি সম্পর্কে জন মাইলসকে এবং অভিবাসন নীতি সম্পর্কে গেরার্ড বৌচার্ড ও ভিক্টর সেজিউইচ-এর কথা ভাবতে পারে) সাধারণত সমাজবিজ্ঞানীদের নীতি পরামর্শক হিসেবে বিশেষভাবে বৈধ অথবা প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয় না; এমনকি অসমতার প্রসঙ্গে। শ্রেনি, আয়, জেন্ডার, অথবা নৃতাত্ত্বিক অসমতা বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রটি দীর্ঘদিন সমাজবিজ্ঞানীদের দখলে ছিল। এখন পর্যন্ত অধিকাংশ মূলধারার অর্থনীতিবিদরা (যেমন: অমার্ক্সবাদী) অসমতার দিকে অধিকতর গুরুত্ব দেয় না। যেহেতু এটি নব্য-ধ্রুপদী মডেলের মধ্যে যথেষ্ট মানানসই নয়।

>>

যাহোক সম্প্রতি অর্থনীতিবিদরা অসমতা মোকাবেলা করতে কাজ শুরু করেছে। এটি কমানোর উদ্দেশ্যে স্পষ্ট নীতি সুপারিশমালা করছে। টমাস পিকেটি-এর বই *ক্যাপিটাল ইন দি টুইন্টি-ফার্স্ট সেঞ্চুরি* (২০১৩) সমগ্র বিশ্বের নীতি নির্ধারকের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। কারণ এটি লিখিত হয়েছে খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ দ্বারা এবং নীতি নির্ধারকমণ্ডলীতে অর্থনীতির প্রভাবশালী অবস্থান রয়েছে। পিকেটি-এর কাজ অনেক সমাজবিজ্ঞানীদের কাজের চেয়ে অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। যে সকল সমাজবিজ্ঞানীরা পূর্বে ক্রমবর্ধমান অসমতা নিয়ে লিখতেন তাদের চেয়ে।

সম্ভবত এই কারণে অথবা সত্ত্বেও, নীতি নির্ধারক ও নীতি পরামর্শকদের দিকে হাত বাড়াতে সমাজবিজ্ঞানীদের বাড়তি প্রচেষ্টা দরকার। অর্থনীতিবিদদের চেয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের প্রবণতা হল অসমতার উপরে অধিক সমালোচনামূলক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করা (যে জ্ঞান আলোচনা করে অসম ক্ষমতা সম্পর্ক ও স্পষ্ট নীতি ক্ষেত্রে সময়ের সাথে তাদের ক্রমবিকাশ)। এটি এত গুরুত্বপূর্ণ কারণ অসমতা প্রসঙ্গে নীতি নির্ধারকমণ্ডলীতে তাদের একক আধিপত্য লক্ষনীয়। যদি সমাজবিজ্ঞানীরা তাদের চারপাশের বিশ্বকে মূর্ত করতে আরও প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করতে চায়, তবে অসমতা এবং এর বাইরেও নীতি ক্ষেত্রের ব্যবহারিক দিক অধিক মূল্যায়ন করা উচিত।

যদি আমরা নীতি নির্ধারকের কাছে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রস্তাবনাসমূহ নিয়ে প্রস্তাব রাখতে শিখি, তারা দেখতে পারেন কিভাবে প্রাসঙ্গিক সমাজবিজ্ঞান বর্তমান বিশ্বের মুখোমুখি বড় বড় সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করে। সমাজবিজ্ঞানীদের আরও অর্থনীতিবিদদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া উচিৎ। যেহেতু অর্থনীতিবিদদের প্রতিজ্ঞ হয়ে চলমান সমস্যাসমূহের বাস্তবসম্মত সমাধান পেশ করতে হয়। এর অর্থ হল, সমাজবিজ্ঞানীদের অসমতার উপর কাজ করে তাদের সুপারিশমালায় নীতি প্রসঙ্গে অধিক সতর্কভাবে চিন্তা করা উচিত। (উদাহরণস্বরূপ: বর্তমানে বাস্তব কর্মসূচি যেমন: কানাডার বয়স্ক লোকের জন্য আইনি আয় ভর্তুকি ও দেশটির কেন্দ্রীয় সমতা পদ্ধতি) এবং তাদের অর্থায়ন ও বাস্তবায়নের বিষয়সমূহ বিবেচনা করা উচিৎ। যেখানে অর্থনীতিবিদ ও নীতি নির্ধারকেরা উভয়ই গভীর মনোনিবেশ করে থাকে।

দ্বিতীয় গবেষণার ক্ষেত্র হল সামজিক রীতি ও পরিচয় গঠনের বিশ্লেষণ যা ঐতিহ্যগতভাবে সমাজবিজ্ঞানিদের অধীন এবং যেখানে অর্থনীতিবিদরা মাত্র যাত্রা শুরু করেছে। অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী জর্জ একারলফ ও তার সহযোগী রেচেল ক্যান্তন তাদের *আইডেন্টিটি ইকোনমিক্স* (২০১০)-এর জন্য বিজয়ী যেখানে সামাজিক অসমতার বিতর্কে পিকেটি অর্থনীতির নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলেছে। পরিচায়ক অর্থনীতি সাংস্কৃতিক রীতিনীতি অধ্যায়নের (যেমন: লিঙ্গ সম্পর্ক এবং শিশু ও বয়স্ক লোকের প্রতি আচরণের মত বিষয় সমূহ) এবং কিভাবে তা মানুষের আচরণ গঠন করে তার উপর গুরুত্বারোপ করে। সমাজবিজ্ঞান বিষয়টির সাথে এই দুটি ইস্যু গভীরভাবে জড়িত।

যদিও পিকেটি-এর কাজ শিক্ষা অঙ্গনের বাইরে তেমন পরিচিত নয়, পরিচায়ক অর্থনীতির উদ্ভব একটি তাৎপর্যপূর্ন ঘটনা। কারণ ঐতিহাসিকভাবে অসমতার চেয়ে সামাজিক রীতিনীতি ও পরিচয়-কে মূলধারার অর্থনীতিবিদদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছে। আন্তঃবিভাগীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এটি শুভ সংবাদ যে অন্তত গুটি কয়েক অর্থনীতিবিদ অবশেষে সামাজিক রীতিনীতি ও পরিচয় বিষয়টি উদঘাটন করেছেন। যা কিনা সমৃদ্ধ আন্তঃবিভাগীয় আলোচনার পথকে প্রসারিত করে। আকেলফ ও ক্যান্টন-এর কাজ সমাজবিজ্ঞানীদের দেখাতে পারে কিভাবে শিক্ষাবিদ যারা নীতি বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেও নিয়ন্ত্রণকর্তা হিসেবে সুস্পষ্ঠ সমাধান উপস্থাপন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ কিভাবে তরুণ সমাজ বয়স্কদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদেরকে দেখতে চায় এই বিষয়ে গবেষণা শিক্ষাগত প্রাপ্তি অথবা অধিক কার্যকরি ধূমপান বিরোধী নীতিসমূহের উন্নতির জন্য সাহায্য করতে পারে। অতীতে সমাজবিজ্ঞানীরা একই নীতি প্রস্তাব তুলে ধরতে পারত, কিন্তু পরিচায়ক অর্থনীতি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সামাজিক রীতিনীতি ও পরিচয়সমূহ হল নীতি গবেষণার ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। নতুন নীতি সমাধান পরিকল্পনা ও বর্ধিত করার ক্ষেত্রে কাজ করতে এই উপলব্ধি সমাজবিজ্ঞানীদের আরও অনুপ্রাণিত করবে। যা তাদের গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণ থেকে উদ্ভূত।

এই উদাহরণগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, মূলধারার অর্থনীতিবিদরা অবশেষে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ঘটনাসমূহে গভীর মনোনিবেশ করেছে। যে বিষয়গুলো সমাজবিজ্ঞানীরা দীর্ঘ দিন চর্চা করছে। আন্তবিভাগীয় সম্পৃক্ততার এই নতুন সুযোগসমূহ নিয়ে, যে সকল সমাজবিজ্ঞানীরা একটু ভিন্নতা তৈরি করতে চায়, তাদের এ সকল ক্ষেত্রে কাজ করতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। এ সকল সমাজবিজ্ঞানী ও তাদের অন্যান্য উপ-জ্ঞান শাখার সহকর্মীদের নীতি বিষয়ক পরামর্শগুলো একাডেমিক পরিমন্ডলের বাইরে বিস্তার ঘটাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা জারি রাখতে হবে। তাদের জনসাধারণ, সমর্থক ও নীতি-নির্ধারকদের কাছে পৌঁছাতে গতানুগতিক ও সামাজিক গণমাধ্যম ব্যবহার করতে হবে। যেন রাজনীতিবিদরা সহজেই তাচ্ছল্যভরে ভ্রূক্ষেপ না করার পরিবর্তে "সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োগ"- কে নীতি আলোচনায় একান্ত প্রয়োজনীয় হিসেবে গন্য করে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
ড্যানিয়েল বেলান্ড <daniel.beland@usask.ca>

# > কানাডার অনিশ্চিত অনাগরিকত্ব

**প্যাট্রিসিয়া ল্যান্ডওল্ট**, টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা এবং আইএসএ- এর অভিবাসনের সমাজবিজ্ঞান (আরসি ৩১) বিষয়ক গবেষণা কমিটির সদস্য

জন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিতর্কে সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ সমাজবিজ্ঞান সামাজিক ইস্যুর সাধারণ বোঝাপোড়াকে চ্যালেঞ্জ করে। বিদেশ যাওয়া ও অভিবাসনকে উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। কানাডা এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশে, দেশের জাতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে চলে আসাকে সাধারণত অভিবাসন বলা যায়। অভিবাসন সমাজবিজ্ঞানীরা দেখান যে, অস্থায়ী অভিবাসন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নীতিগুলোর যেগুলো অভিবাসনের প্রচারণা চালায়, তা অনিশ্চিত নাগরিকত্বের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান অভিবাসন ব্যবস্থার একটি সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এবং সামাজিক অসমতায় এর প্রভাবের আধিপত্য বিরোধী ব্যাখা আহবান করে।

বিশ্বব্যাপী, আইনি অবস্থা আর নাগরিকত্ব হল ভাল থাকা ও গতিশীলতার লক্ষণ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অনাগরিকত্বের নতুন শ্রেণি তৈরি করে এর কপট পথগুলোকে অনুমোদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে ভূমিকা পালন করেছে। যা অভিবাসীদের বছরের পর বছর অনিশ্চিত আইনগত অবস্থার দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের প্রায়শই বেআইনিকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

নাগরিক হবার পথ ও প্রবেশমুখ ক্রমশ সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। অভিবাসীদের আটক রাখা ও বিতাড়িত করার আইনবহির্ভূত ব্যবস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে দেশে এই ধরনের বৈশ্বিক পরিবর্তনের ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু কানাডায় স্থায়ী ও অস্থায়ী অভিবাসনের পরিবর্তনশীল সম্পর্ক অনিশ্চিত অনাগরিকত্বের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং তা অভিবাসন, শ্রম বাজার ও কাজের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে।

অনিশ্চিত অনাগরিকত্ব হল অস্থায়ী অথবা সীমাবদ্ধ আইনগত অবস্থা এবং বিভিন্ন অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা। অনিশ্চিত আইনগত অবস্থা বলতে বোঝায়, সীমাবদ্ধ বা কোন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ব্যতীত একজন ব্যক্তির একটি দেশে উপস্থিত থাকার অস্থায়ী আইনগত অধিকার রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, অনিশ্চিত অনাগরিকদের বিতাড়ন করা যায়; রাষ্ট্র তার জাতীয় এলাকা হতে অনাগরিকদের জোরপূর্বক বিতাড়িত করতে এবং সরিয়ে নিতে পারবে।

অনিশ্চিত অনাগরিকরা বাস করে, কাজ করে, লেখপড়া করে এবং সন্তানদের বড় করে এমন এক রাষ্ট্রে যেখানে তাদের উপস্থিতির, কাজের এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যবহার আইন দ্বারা কর্তন করা হয়। কানাডায় অনিশ্চিত আইনগত অবস্থায় থাকা জনসংখ্যার মধ্যে রয়েছে অস্থায়ী অভিবাসী শ্রমিক, আন্তর্জাতিক ছাত্র, উদ্বাস্তু দাবিদার, বিশেষ ভিসায় থাকা মানুষ, এবং অবস্থাহীন যে কেউ। ২০১০ সালে ৩৪ মিলিয়নের একটি দেশ কানাডায় ১.২ মিলিয়ন থেকে ১.৭ মিলিয়ন অনিশ্চিত অনাগরিক মানুষ কাজ করছে।

কানাডায় সবসময়েই কিছু অভিবাসীকে দীর্ঘমেয়াদী জনসংখ্যা এবং অন্যান্য অভিবাসীদের স্বল্পমেয়াদী শ্রম সরবরাহজনিত চাওয়া নিয়ে সর্বদাই উত্তেজনা ছিল। ঐতিহাসিকভাবে এই স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নিরূপন হয়েছে দুই নীতির অভিবাসী ব্যবস্থার মাধ্যমে। একটি নীতি হল অস্থায়ী অভিবাসীদের জন্য, কারা কোথায় কাজ করবে, সাথে পরিবার নিয়ে আসতে পারবে কিনা, এবং কতদিন ধরে থাকতে পারবে। এই ধরনের অস্থায়ী নীতিতে আসা অভিবাসীদের মধ্যে রয়েছে চীনা পুরুষ, যারা ১৮৮০ সালে রেলপথে কাজ করার জন্য অভিবাসী হয়, ক্যারিবীয় নারীরা যারা ১৯৫০ এর দিকে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতে আসে এবং এবং মেক্সিকান কর্মজীবী যারা মৌসুমী কৃষিকাজ করতে ১৯৭০ সালের দিকে আসে। দ্বিতীয় নীতি স্থায়ী অভিবাসন আহবান করে, যেখানে অভিবাসী নির্বাচিত হয় ফেডারেল পয়েন্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে, শিক্ষা, দাপ্তরিক ভাষা দক্ষতা ও পারিবারিক বন্ধনের ভিত্তিতে। ১৯৯০ পর্যন্ত এই দুই নীতি সাংগাঠনিকভাবে এবং অপ্রাসঙ্গিকভাবে পৃথক ছিল; অনাগরিক ও অস্থায়ী শ্রমিক নিয়ে আসা প্রথম নীতিটি দৃষ্টির বাইরে ছিল, জাতি গঠনে অভিবাসী নিয়ে আসার দ্বিতীয় নীতি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হত। দ্বিতীয় নীতিটি হল কানাডিয় অভিবাসন মডেলের সামগ্রিক উদযাপনের জন্য প্রধান কেন্দ্রবিন্দু।

২০০০ সালে ফেডারেল ইমিগ্রেশন পলিসি দুই নীতি ব্যবস্থা তুলে দেয়। প্রথমত, স্বাধীন দক্ষ অভিবাসীদের যোগ্যতার শর্ত অধিক সম্পদশালী, উচ্চশিক্ষাধারী এবং দাপ্তরিক ভাষা দক্ষতা থাকার সূচকের ওপর ভিত্তি করে শিথিল করা হয়। দ্বিতীয়ত উদ্বাস্তু, আশ্রয়প্রার্থী ও পরিবারসহ, অভিবাসীদের যোগ্যতা শর্ত শিথিল করা হয়। তৃতীয়ত, অস্থায়ী বিদেশি শ্রমিকদের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা হয় উচ্চ-দক্ষ ও স্বল্প দক্ষ পেশাগত শ্রেণি অনুমোদনের জন্য। সবশেষে, অস্থায়ী অভিবাসীদের স্থায়ী বসবাসকারীতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে নির্বাচিত করার নতুন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়। চাকরিদাতারা হল অনাগরিক কর্মীদের অস্থায়ী অভিবাসন থেকে স্থায়ী অভিবাসনে রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রাথমিক মধ্যস্থতাকারী। সংক্ষেপে, সরাসরি স্থায়ী অভিবাসনের নীতিকে শিথিল করা হয়, অস্থায়ী অভিবাসন নীতি বাড়ানো হয় এবং নতুন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয় যেন স্থায়ী অভিবাসীরা অভিবাসন নীতিতে পরিবর্তিত হতে পারে। ফলে, কানাডায় অস্থায়ী প্রবেশের কাছে স্থায়ী প্রবেশ ধারাবাহিকভাবে জায়গা হারাচ্ছে।

অস্থায়ী ও স্থায়ী অভিবাসনের নতুন সম্পর্ক কানাডার কর্ম ও শ্রমবাজারে প্রভাব ফেলছে যেহেতু অনিশ্চিত অনাগরিক শ্রমিকেরা অর্থনীতিতে নতুন ভাবে আরো সুদৃঢ় হয়ে ধরা পড়ছে। ১৯৯০- পর্যন্ত অস্থায়ী অভিবাসী শ্রমিকেরা মৌসুমী কৃষি শিল্পে, শহরে, উচ্চ-দক্ষ সেবাকাজে এবং গৃহ ভিত্তিক সেবা কাজে নিবিষ্ট ছিল, কিন্তু এ প্রবণতার পরিবর্তন হয়েছে। ২০১১ সালের মধ্যে অস্থায়ী

>>

# "অনিশ্চিত অনাগরিকেরা কানাডার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করছে"

শ্রমিকেরা দেশের প্রত্যেক রাজ্য ও এলাকায়, ছোট ও বড় শহর এবং গ্রামে উপস্থিত ছিল। এই ভৌগোলিক জটিলতার সাথে আসল পেশাগত বিস্তার ও মর্যাদা হ্রাস। ২০০৫ সালে অস্থায়ী বিদেশি শ্রমিকদের প্রধান পাঁচটি পেশা উচ্চদক্ষতা ভিত্তিক শ্রেনিতে বিভক্ত ছিল এবং সৃজনশীল শিল্পের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০০৮ সালের পেশায় শীর্ষে ছিল খাবার সরবরাহ ও নির্মাণ কাজ।

অনিশ্চিত অনাগরিকরা এবং নাগরিকরা রাষ্ট্র এবং নিয়োগকর্তা-দের সাথে পৃথক অধিকার নিয়ে কর্মক্ষেত্রে একে অপরের পাশাপাশি কাজ করে কানাডা জুড়ে কিন্তু এই মিশ্র আইনগত কর্মক্ষেত্রের ব্যাপারে আমরা খুবই কম জানি। শ্রমবাজারে বিতাড়নযোগ্য নাগরিক শ্রমিকদের উপস্থিতি শ্রমিকদের ওপর কিছু প্রভাব রাখে। অন্যান্য দেশের তথ্যে দেখা যায় শ্রমমানের এবং কর্মপরিবেশের সার্বিক ক্ষয় নির্দেশ করছে।

অনিশ্চিত অনাগরিকত্ব কর্মী, নিয়োগকর্তা, রাষ্ট্রের মধ্যকার এবং নাগরিক ও অনাগরিক কর্মীদের মধ্যকার ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তন করছে। বিশেষভাবে শ্রমবাজারে বিতাড়নযোগ্যতা অনাগরিক কর্মীদের দাবি ও অধিকার চর্চা সীমিত করে দিচ্ছে। অবশ্যই, নাগরিক ও বিতাড়নযোগ্য অনাগরিক কর্মীদের মধ্যে এই পার্থক্য ১০০ বছর আগেকার মতোই এখনও সত্য। কানাডায় আগের ও বর্তমানের তফাৎ হল, সবকিছুর কেন্দ্রে অনিশ্চিত অনাগরিকত্ব রয়েছে। যা ক্রমবর্ধমান অভিবাসীদের দুই নীতিবিশি-ষ্ট ইমিগ্রেশন সিস্টেম এবং কানাডার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মপরিসরে অনিশ্চিত অনাগরিকদের ধরে রাখতে ভূমিকা পালন করছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
প্যাট্রিসিয়া ল্যান্ডোল্ট <landolt@utsc.utoronto.ca>

# > পরিবেশগত ন্যায্যতায় সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োগ

**সেরিল তিলাক্সিং**, ইয়ারসন বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

*কানাডার নিউ ব্রুনসভিকে শেল গ্যাস নিক্ষেপের প্রতিবাদে র‍্যালি।*

বিশ্বজুড়ে নগরগুলি যখন উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং দেশজ সংস্কৃতির উত্থানের সম্মুখীন হয়, তখন তারা দেখে এই প্রবণতা টরেন্টো শহরকে পাশ কাটিয়ে এর আশেপাশে গড়ে উঠেছে । এটা যদিও খুবই আশ্চর্যজনক, কেননা বিশ্বে যে কয়েকটি শহরকে বহুবিচিত্র সংস্কৃতির সম্ভার মনে করা হয়, টরেন্টো তার মধ্যে অন্যতম; শুধু তাই নয়, এটা একইসাথে নগর রাষ্ট্রের সর্বোত্তম এবং সর্বনিকৃষ্ট উদাহরণ।

গত বছর, সমগ্র বিশ্ব জুড়ে শহরগুলি প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিল, টরেন্টোও তার ব্যতিক্রম নয়। বিতর্কের সূচনা ঘটে ২০১৬ সালের আমেরিকার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। ফ্লিন্ট শহরের পানি সংকটের শিকার ভুক্তভোগীদের প্রতিবাদ, নর্থ ডাকোটার স্ট্যান্ডিং রকে অবস্থিত পাইপলাইন বিরোধী শক্তিশালী সহমতবাদে পুষ্ট আন্দোলন; অথবা ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটারস-এর জাতীয়তাবাদ উত্তর মহৌষধির প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহবান এগুলোর আগে কখনই অস্তিত্ব ছিল না। এ যেন হাজার বছরের চাপা ক্ষোভকে প্রতিবাদের রূপে সামাজিক যোগাযোগের পরিসরে ও রাস্তায় নামানোর এক উদাহরণ মাত্র।

টরেন্টোতেও একই ধরনের চাপা উদ্বেগ ও অস্থিরতা বিরাজ করছিল, যেখানে জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিল জন্মসূত্রে বিদেশি এবং তাদের অনেকের মধ্যেই জাতীয়তাবাদের অনুভূতি প্রবলভাবে বিরাজমান। কারও কারও কাছে এরকম একটা শহরে যেখানে বহু-সংস্কৃতির লোকজনের সহবস্থান সেখানে জাতীয়তাবাদ কেন্দ্রিক উত্তেজনা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। টরেন্টোর ব্ল্যাক লাইভস ম্যাট্যার আন্দোলন ওই শহরের পুলিশি নির্যাতন বিরোধী গে প্রাইড প্যারেডকে বিলম্বিত করে; অন্যদিকে শহরের তামিল শরণার্থীরা শহরের বড় বড় প্রধান সড়ক ঘেরাও করে। এই ঘটনা অন্যান্য শহরবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে টরেন্টো শহর থেকে দূরে শহরতলিতে ভিন্ন জাতিসত্তায় উদ্বুদ্ধ লোকগুলি মূলধারা থেকে বিচ্ছন্ন হয়ে বসবাস করে।

সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য এ ধরনের ঘটনাগুলোকে শুধু বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্বেগ থেকে উদ্ভুত সক্রিয়তাবাদ কিংবা হস্তক্ষেপ হিসাবে দেখলেই চলবে না, বরং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে পুনর্গঠনের বিষয়ে তাদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে সক্রিয়তাবাদ, প্রতিক্রিয়া কিংবা সচেতনতা কেন সৃষ্টি হচ্ছে এই বিষয়টি অনুধাবন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমি হলফ করে বলতে পারি পরিবেশগত ন্যায়পরায়ণতার সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য সেই সুযোগ তৈরী করে দেবে যাতে তারা একই ছাতার তলে দাঁড়িয়ে সমগ্র চিত্রটা দেখতে পায়।

পরিবেশগত ন্যায়পরায়ণতা হল এমন একটি বিষয় যা একই সাথে তাত্ত্বিক কাঠামো এবং সামাজিক বাস্তবতাকে নিয়ে কাজ করে। এর মাধ্যমে সামাজিক অস্থিরতাগুলো সামাজিক যৌক্তিকতার মাধ্যমে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে জায়গা করে নেয়। পরিবেশবাদকে আরও সূক্ষ্ম অন্তর্নিহিত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে গেলে ঐতিহ্যগত ও জাতিগতভাবে ব্যতিক্রমী গোষ্ঠীগুলোকে এই

>>

আলোচনার আওতাভুক্ত করতে হয়; তখন দেখা যায় যে পরিবেশগত যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক সমস্যাগুলোকে একই ফ্রেমে আওতাভুক্ত করছে। যেমন: স্বাস্থ্য,আবাসন এবং নগরায়ন থেকে প্রশাসনিক নজরদারি কিছুই বাদ যাচ্ছে না।

সক্রিয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে, পরিবেশগত ন্যায়পরায়ণতা সংগঠিত শাসনতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিবাদী কৌশলগুলোর উপরে আলোকপাত করে, যেমন অবরোধ, আবেদন কিংবা গনমাধ্যমের প্রচারাভিযান যা সামাজিক ও পরিবেশগত আন্দোলনের বিভিন্ন নীতিমালার প্ররোচক হিসাবে কাজ করে। রবার্ট ব্যলারড-এর গবেষণাগুলোর প্রারম্ভেই দেখা যায়, পরিবেশগত ন্যায়পরায়ণতা দলভিত্তিক সামাজিক ব্যবস্থার একটি উদাহরণ মাত্র, যা একই সাথে আজকের বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশিক সচেতনতার সাথে উপযোগী ও প্রাসঙ্গিক।

প্রাথমিক দিকে, পরিবেশগত ন্যায়পরায়ণতা শুধুমাত্র অসম স্থানগত বিভাজনের কারণে তৈরি পরিবেশগত হুমকির উপরে আলোকপাত করে যাচ্ছিল। প্রান্তিক, গোষ্ঠীভিত্তিক, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষগুলোকে এই হুমকির পেছনে প্রধান কারণ মনে করা হত। কানাডাতেও এই বিষয়টি শুরু হয়, আর এর সূত্রপাত ঘটে চলমান উপনিবেশিক প্রক্রিয়ার দুর্বল কাঠামো এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে সমঝোতার অভাবে। ফলে এই দরিদ্র ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলো তাদের জমিজমা ও সম্পত্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন কোন পরামর্শ পায় নি যা তাদের নিজস্ব কমিউনিটির উন্নয়নে প্রভাব ফেলতে পারবে। এই দিক থেকে বিচার করলে, জমিসংক্রান্ত অধিকার,স্বাস্থ্য কিংবা বাস্তুসংস্থান সংক্রান্ত যেকোন যৌথ মতবাদ মূলত সামাজিক যৌক্তিক আচরণবিধির সাথে সংশ্লিষ্ট- এ কারণেই আলবার্টা অয়েল স্যান্ডের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে সেই এলাকার জাতিগত প্রতিবাদ কর্মসূচি কিংবা ডাকোটার স্ট্যান্ডিং রকে সংগঠিত পাইপলাইন আন্দোলনের মধ্যবর্তী মূলধারায় কোন পার্থক্য নেই।

নগরকেন্দ্রিক পরিবেশগত ন্যায়পরায়ণতা নগরায়নের কাঠামোকে এবং আসম উন্নয়নের রূপরেখাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, টরেন্টো শহরও এর ব্যতিক্রম নয়। এই ধরনের প্রবণতা সাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ স্বল্প আয়ের মানুষদের সাথে ক্রমানুসারে জড়িয়ে পড়ছিল। ফলাফলস্বরুপ, স্বল্প সবুজ জমি ও স্বল্প স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের সুযোগ কিংবা সাধ্যমত আবাসন ও গণপরিবহনের সুবিধা কমে যাচ্ছিল। অন্যদিকে ব্যাপক পরিসরে নজরদারি ও সামাজিক গোঁড়ামি বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

বিশ্বব্যাপী অন্যান্যদের মতই, কানাডীয় পরিবেশবাদী সমাজবিজ্ঞানীরা পরিবেশবাদী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, গণমাধ্যম এবং সরকারী নীতি নির্ধারক কাঠামো প্রান্তিক কানাডিয়ানদের সাথে কেমন আচরণ করে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। যখন আমরা কোন কিছু সংগঠিত হওয়ার নেপথ্যে কারণ খুঁজতে যাই তখন তারা স্পষ্টরূপে পরিবেশগত ন্যায়পরায়ণতার উপরে আলোকপাত করে যা আমাদের কাছে কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করে।

সম্পদ ও ক্ষমতা আহরণের ক্ষেত্রে অসমতা সক্রিয়বাদীদের সাম্প্রতিক নানামুখী প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে তাদেরকে একটা লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একত্রিত করে। টরেন্টোতে, এমনকি বিশ্বব্যাপী সাদাদের আধিপত্য অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগতভাবে সর্বত্রই বেশি। ঐতিহাসিকভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সমাজে উঁচুশ্রেণিতে বিদ্যমান, ক্ষমতাধরদের উপর ন্যস্ত এবং তা সামাজিক পদমর্যাদাকে দারুণভাবে সমুন্নত রাখে। ফলে একদিকে যেমন ভাল প্রতিবেশ গড়ে ওঠে, অন্যদিকে অসুস্থ প্রতিবেশের সংখ্যাও বাড়তে থাকে।

সম্প্রতি টরেন্টোতে, পরিবেশগত ন্যায়পরায়ণতাকে আলবারতায় টায়ার স্যান্ডের দরুন দূষিত তেলের ব্যাপকতা বিরোধী আন্দোলনের ব্যানার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি বিশ্বায়নের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অসমতার বিরুদ্ধেও স্লোগান এটি। বিশ্বায়ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেই সুযোগ তৈরি করে দেয়, যেখানে স্বল্প উন্নত দেশগুলোতে সীমিত মজুরি, শিথিলযোগ্য পরিবেশবাদী কাঠামো বিদ্যমান এবং ব্যবসায়িক সুবিধার জন্য তারা আপোষ করতে রাজি থাকে। ফলে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিকভাবে এই অঞ্চলের লোকগুলো পরিবেশগত অবিচারের শিকার হচ্ছে তাদের কর্মক্ষেত্রে, বাড়িতে এমনকি মহল্লাতেও।

আবহাওয়া পরিবর্তন সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য একটি সচেতনতার বিষয়। বিশেষত তাদের জন্য যারা পরিবেশের ন্যায়বিচার নিয়ে কাজ করে। কানাডাতে জলবায়ু বিষয়ক বিচারিক ব্যবস্থা ও রাজনীতি অত্যন্ত জটিল। যেমন: এদেশের অর্থনৈতিক চাকা টিকে আছে জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর। ফলে সুবিধাভোগীরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দেখতে পাচ্ছে অথবা পাইপলাইনের সম্প্রসারণকে দূরবর্তী ও নিয়ন্ত্রণসাধ্য বলে মনে হচ্ছে তাদের কাছে। অন্যদিকে স্বল্পোন্নত দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের শিকার হচ্ছে। দুর্বল অবকাঠামো, বৃহত্তর সামুদ্রিক অববাহিকা, কৃষি ও মৎস্য চাষভিত্তিক জীবিকার নির্ভরশীলতা, কার্বন নির্গমনের সরাসরি জলবায়ুতে প্রভাব ইত্যাদি অহরহ ঘটছে। এভাবেই কানাডার উপরে বহির্বিশ্বের চাপ রয়েছে যেন তারা স্থানীয় জ্বালানি ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়।

এই সবকিছুকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে, উল্লিখিত উদাহরণগুলো অন্তত পক্ষে পরিবেশ ন্যয়বিচারের তিনটি দিক তুলে ধরেছে, যা এই প্রতিবাদ ও সংকটের সময় "সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োগ"- কে কাজ করার সুযোগ দেয়।

প্রথমত সমাজবিজ্ঞানীদের একটা আন্ত:বিষয়ভিত্তিক আলোচনার ব্যবস্থা থাকা উচিত। পরিবেশগত সুবিচারকে একই সাথে পরিমাণভিত্তিক, গুনভিত্তিক, ব্যাখ্যামূলক ও আইনানুগ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। অন্যদিকে তাত্ত্বিক আলোচনার কাঠামোতে ভূগোল, আইন, নগর পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য এবং সমাজবিজ্ঞানকে প্রাধান্য দিতে হবে। কিছু কিছু পরিবেশগত ন্যায়বিচারভিত্তিক গবেষণা পরিবেশগত ঝুঁকি, উগ্রবাদ থেকে সংগঠিত দুর্দশার কথা বর্ণনা ও অবহেলিত নির্যাতনকে ব্যাখ্যা করতেই বেশি সচেষ্ট থাকে। এই ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে পরিবর্তন শুরু করার মূল চাবিকাঠি।

দ্বিতীয়ত, সমাজবিজ্ঞানীদের উচিৎ সরকার ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের সামাজিক ও পরিবেশ সম্পর্কিত নীতিনির্ধারণগুলোকে পুনঃবিবেচনা করা। আমাদের সামাজিক ও পরিবেশ সম্পর্কিত বিবেচনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং জলবায়ু সম্পর্কিত বিচার ব্যবস্থারও স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন। কেননা পৃথিবীর অসহায় জনগোষ্ঠীকে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর সাথে সম্পৃক্ত স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি কমাতে সোচ্চার হওয়ার প্রয়োজন আছে।

সবশেষে, নীতিমালার বাস্তবায়ন ছাড়াও এসব নীতিমালা যথাযথভাবে নিরীক্ষিত হচ্ছে কিনা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানে তা আসলেই কতটুকু কার্যকর এসব দেখাও সমাজবিজ্ঞানীদের দায়িত্ব। এটি সেই দায়িত্ব যা বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কলঙ্কের হবে বলে ধারণা করা হয়। পরিবেশগত ন্যায়বিচারের চশমা চোখে দিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরাই পারেন নীতিমালা ও স্বচ্ছ সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলতে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
সেরিল তিলাক্সিং <teeluck@arts.ryerson.ca>

# > সময়টা এখন সমাজবিজ্ঞানের যেমনটা আগে (কখনো আসেনি)

**ক্যারেন ফস্টার**, ডালহৌসি বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

*২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে কানাডার নোভা স্কটিয়ার হালিফ্যাক্সের একটি বাড়ি চিহ্নিত করা হয়। চিত্র গ্রহণে ক্যারেন ফস্টার।*

আমরা জানি, অনেকেই ২০১৬ সালটিকে পৃথিবীর সমাপ্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ব্রেক্সিট ভোটের পক্ষে জনসমর্থন এবং ট্রাম্পের নির্বাচনে জয়লাভ, ফিলিপাইনে দুতার্তে বিরোধী আন্দোলন অথবা কর্তৃত্ব পরায়ণ সরকার ও রাজনৈতিক শক্তির পুনরুত্থান উদারনৈতিকতাবাদে বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজের ভাবমূর্তিকে গোড়া থেকে ধাক্কা দিয়েছে। একই সাথে সম্প্রতি রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই যে, বিশ্বজুড়ে "মিথ্যে সংবাদের" প্রাধান্য বেশি এবং রাজনৈতিক সত্যতার উপরে মানুষের আস্থা কমে গেছে। সমগ্র বিশ্বব্যাপী একটা "সত্য-পরবর্তী" অবস্থা বিরাজ করছে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ইদানীংকালে সত্য ততটা গুরুত্ব বহন করে না, যতটা গুরুত্ব আবেগ ও অভিমত বহন করে। "অন্যদের" জন্য সমবেদনার অনুভূতি সবসময় নিম্নস্থ এবং আমরা একই ভুল পুনরাবৃত্তি করার ঝুঁকি নেই সবসময়। যেমন মানবকেন্দ্রিক ভয়াবহ কিছু নৃশংসতার পুনরাবৃত্তি বর্তমান বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে। সমাজবিজ্ঞান বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উপহাসের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমরা যদি সামাজিক চিন্তা শক্তিকে কাজে লাগাই তবে দেখব যে সমাজে এখনও কিছু গোপনীয় ফাঁকফোকর আছে যা আমাদের মনে আশা জাগায়, সামনের দিনে নতুন কিছু করার অনুপ্রেরণা দেয়।

ইতিহাসের মধ্যে ভঙ্গুরতা খুঁজে পাওয়া যথেষ্ট সহজ। কিন্তু ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা বেশ দুষ্কর। সমাজবিজ্ঞান এবং এর সহোদর বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা, কাজের সমাপ্তি, ইতিহাসের সমাপ্তি, এমনকি সমাজবিজ্ঞানের নিজের সমাপ্তি সূচনার অনেক আগেই ভাঙ্গনের ধ্বনির শেষ পরিণতির অথবা নতুনের আগমনের ঘোষণা দিয়েছে। পুনঃতদন্ত অথবা কালের পরিক্রমায় এই অভিযোগগুলো নতুন করে উত্তপ্ত হবে। প্রত্যেক ভাঙ্গনের সুরের সাথে জীবনের ধ্বনিও ভেসে আসে। তাই ফুকোর কথাটা আজও সত্য যে, "এই যে সময়, এই সময়ের মত আরেকটি সময় কখনও আসবে না।"

সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে আমাদের, বিশেষ করে ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞানীদের দায়িত্ব হল, সেই সূত্রগুলো খুঁজে বের করা যা অতীতের ঘটনার সাথে সংযুক্ত, এবং সম্ভবত সেগুলোই বর্তমান পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ফলে আমরা কোন গুপ্ত কারণকে ভুলবশত এড়িয়ে যাব না কিংবা কোন মধ্যস্থতাকারী চলককে অকারণে চিহ্নিত করে দায়ী করব না। আমরা গণতান্ত্রিক উদারতাবাদের কথা চিন্তা করে হয়ত আক্ষেপ করতে পারি, কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে এর ধ্বংসের বীজ এ নিজেই বহন করে নিয়ে এসেছিল। ফলে এই সমাজব্যবস্থাকে পুনঃস্থাপন করা কোন সমাধান হতে পারে না।

>>

এমনকি সমাজবিজ্ঞানের সাথে সমাজের যে দৃশ্যত সম্পর্ক তাকে অবশ্যই ঐতিহাসিক ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংস্থা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এমনটা হতে পারে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে জড়িতরা এবং আমাদের ধ্যানধারণা ক্ষমতার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত অভিজাত শ্রেনির সাথে এরা পুরোপুরি "সংশ্লিষ্টও নয়", আবার তাদেরকে "বাদ দিয়েও" চলতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্রে সমাজবিজ্ঞানীরা প্রথম সারির বুদ্ধিজীবী হিসাবে গণ্য হত। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তাদেরকে যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের সীমানা নির্ধারণ ও তার যৌক্তিকতা ইত্যাদি ব্যাখ্যা করার জন্য তাদেরকে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডব্লিউ,আই, থমাস তার পদমর্যাদা থেকে বঞ্চিত ও জনসম্মুখে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। কেননা তাদের মতবাদ ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদ, জাতীয় পরিচয়ের পক্ষে যা মিত্রপক্ষের আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পকিত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাংঘর্ষিক ছিল।

এটা উল্লেখ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে থমাস ও তার অনুসারী সমাজবিজ্ঞানীরা সরকারের সুবিধাপুষ্ট যুদ্ধ-পরবর্তী নীতিমালাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। তারা সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য সমাজবিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে মোটেও আগ্রহী ছিলেন না। তারা তাদের গবেষণার সাথে কোন আপোষ করেন নি এবং তাদের গবেষণার ফলাফল কোনভাবেই সরকারের তুষ্টি লাভ করতে পারে নি। কেননা তাদের গবেষণায় সমাজের আসল চিত্রটা উঠে এসেছিল। যেখানে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, অভিবাসী ও প্রান্তিক মানুষের নিরাপত্তা ও অধিকার আদায়ের উপরেই তারা অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

সরকার ও সামাজিক আন্দোলনের সাথে সমাজবিজ্ঞানের জড়িয়ে পড়াটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভয়ংকর। যেমন সুপ্রজনন সংক্রান্ত আন্দোলনটি নিঃসন্দেহে যথেষ্ট অনমনীয় ও মর্মান্তিক ছিল। এমনকি, সম্প্রতি যেসব জটিল অবস্থার জন্ম হয়েছে তা মানুষের দুর্দশার সাথে সমাজবিজ্ঞানের সংশ্লিষ্টতার কথা বলে। যেমন আমাদের মৌলিক শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে এখনও বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী মানব সম্পর্কিত দলের অবস্থান। সেক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত মানুষ ও সমাজব্যবস্থাকে শুল্ক প্রদান করা।

যদি কখনও সম্প্রতি কর্তৃত্ববাদ এবং ফ্যাসিজম সম্পর্কিত আমাদের ভয়াবহ অনুমানগুলো সত্যি হয়ে যায় তবে, এগুলো সেই ধরনের ঐতিহাসিক উদাহরণ যা গবেষণার প্রয়োজন আছে। আমরা আপাতত সমাজবিজ্ঞানকে বাস্তবিক জীবনে প্রয়োগ করে ইতস্তত বোধ করি। যদি কখনও খুব খারাপ কিছু ঘটে তবে পেশাদারিত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদেরকে নীতিমালার নিয়মগুলোকে পুনঃমূল্যায়ন, পরিশুদ্ধিকরণ ও শক্তিশালী করতে হবে। তারপরও আমরা এই বিচারহীনতার বিরুদ্ধাচারণ করে আমাদের জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারব না। সমাজবিজ্ঞানীদেরকে কর্তৃত্ববাদ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হতে হয় ঠিকই তবে তাদের একে প্রতিহত করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

সমাজবিজ্ঞানীদেরকে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সমাজবিজ্ঞান কখনই সমশ্রেনিভুক্ত একক কোন জ্ঞানের শাখা ছিল না, যা সামাজিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শক্তির সাথে একক কোন সম্পর্ক বজায় রাখবে। বরং সমাজবিজ্ঞান হল জ্ঞানের সেই শাখা যার তাত্ত্বিক ও কৌশলগত অনেকগুলো দিক আছে এবং এটি কখনই কোন একক সামাজিক নিয়মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে না।

এক্ষেত্রে বরং আমেরিকান রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কথা আলোচনা করা যাক। ঠিক যখন আমরা আবিষ্কার করলাম যে, সমাজবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শোনার ধৈর্য্য কারও নেই, তখন সমাজবিজ্ঞানী আর্লি রাসেল হোসচাইল্ড *স্ট্রেঞ্জার ইন দেয়ার ওন ল্যান্ড* নামক বইটিতে ট্রাম্পের সমর্থকদের দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচনটাকে বিচার করলেন। পরবর্তীতে *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এই বইটি আমেরিকার সর্বাধিক জনপ্রিয় বইয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

হসচাইল্ডের সাম্প্রতিক কাজটি গ্রাম্য সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক, যেখানে জন নীতিমালাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে এমন প্রচুর সুযোগ সুবিধার কথা বলা হয়েছে। নীতিনির্ধারকরা প্রান্তিক এলাকায় বসবাসকারীদের সাথে কাজ করে যেসব এলাকায় বিশ্বায়নের প্রভাব ও গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি। তারাই স্বীকার করেন এসব এলাকায় বিশ্বায়নের বেশকিছু মৌলিক ধারণার আর চাহিদা নেই ও কোন রকমভাবে এখানকার জীবনধারার সাথে মানানসই নয়; যেমন যেকোন মুল্যে অর্থনৈতিক চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া, রপ্তানি-নির্ভর অর্থনীতি, এবং অত্যান্ত প্রচলিত বিশ্বাস যে, উন্নত হতে হলে তা বৃহৎ হতে হবে। এই যুক্তিগুলো এখন আর চলে না। তারা এটাও লক্ষ্য করেছে, যখন সমষ্টিগত ব্যবহার, আদর্শ, বিশ্বাস ও ঐতিহ্য; যখন প্রশাসনিক অথবা প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্ব পায় না, তখন কি ঘটে।

জনগণের, শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারকদের সমাবেশ বিশ্বব্যাপী নিত্যনতুন ব্যতিক্রমধর্মী অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার জন্ম দেয় এবং এই সদ্যজন্ম নেয়া সক্রিয়তাবাদ বরাবরই ভৌগোলিক অথবা নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। আন্তর্জাতিকভাবে একটা পুঁজিবাদী সমাজ সবসময় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে যেকোন অস্থিতিশীলতা দূর করার লক্ষ্যে বদ্ধ পরিকর থাকে। যেমন জিডিপি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তারা দেশজ ও আন্তর্জাতিক নীতিতে যথেষ্ট রদবদল করে। এই ধরনের অর্থনৈতিক অস্থিরতা থেকে "অন্য জগৎ"-এর দুয়ার খুঁলে যাবার সম্ভাবনা থাকলেও এই নতুন সম্ভাবনারও একই রকম সমাপ্তি ঘটতে পারে সেটাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

এ জন্যই সমাজবিজ্ঞানীদের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা কখনও ফুরায় না। সবসময় সামাজিক জ্ঞান অন্বেষণের একটা স্পৃহা কাজ করে। আমরা যদি অনুভব করতে পারি যে আমাদের চিন্তাভাবনা নিজস্ব লক্ষ্যচ্যুত হচ্ছে অথবা আমরা দিকভ্রষ্ট হচ্ছি। তবে আমাদের সচেতন হয়ে খোঁজা প্রয়োজন যে মূলত কী বদলে গেছে, যা আমাদেরকে বদলে দিচ্ছে। এই স্পষ্টতা আসবে তখনই যখন আমাদের চিন্তাশক্তি উন্নততর হবে আর তা সম্ভব শুধুমাত্র সমাজবিজ্ঞান যখন এর বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও বিষয়গুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরি করবে; আর সেক্ষত্রে একমাত্র সমাজবিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তা শক্তিই আমাদের পথ দেখাতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
ক্যারেন ফস্টার <Karen.Foster@Dal.Ca>

# > দুঃসময়ে গণমাধ্যমের সম্পৃক্ততা

**ফুইয়াকি কুরাসাওয়া**, ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়,কানাডা এবং আইএসএ-এর সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব (আরসি ১৬) বিষয়ক গবেষণা কমিটির সদস্য

বর্তমান প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যমের সাথে সমাজবিজ্ঞানীদের সম্পৃক্ত-তা কদাচিৎ শুভ বলে বিবেচিত হয়। অতি উৎপাদনশীল জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মীয় মৌলিকতাবাদ উভয়ই রাজনীতিবিদ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের-কে কোন অজ্ঞতা অথবা কোন দক্ষতার উপরে তাদের সমালোচনাকে খোলাখুলি-ভাবে প্রকাশ করার জন্য চাপ দেয়। তাই কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের গুরুত্ব এই তথ্যপ্রযুক্তি ও বিনোদনের যুগে অনেকটাই ম্লান হয়ে এসেছে। সমাজবিজ্ঞানীরা ইচ্ছে করলে রাজনৈতিক বিদ্বেষ অথবা জনপ্রিয় ঔদাসীন্যের বিপরীতে দাঁড়াতে পারে। এর ফলে আমরা সমাজের অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করতে পারব। যা হয়ত বহুকাল ধরে সযত্নে লালিত গোঁড়ামি, প্রাকৃতিক (লৌকিক অথবা পারলৌকিকভাবে) পবিত্র, এবং সমাজ সম্পর্কে আমাদের আত্মবিশ্বা-সের ভিত্তি দুর্বল করে সুষমভাবে সমাজের গর্ব খর্ব করতে পারব।

গণমাধ্যমের সংশ্লিষ্টতার আহবান সমা-জবিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের দীর্ঘমেয়াদী বিশ্বা-সের বিপরীত স্রোতে বইবে। কেননা তারা মনে করে গণমাধ্যম কর্পোরেট সমাজ কিংবা রাষ্ট্র ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়। তারা আরও বিশ্বাস করে যে সমস্ত সমাজবিজ্ঞানী গণমাধ্যমের হয়ে কাজ করে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্যি-কারের গবেষণাধর্মী কাজ থেকে সরে গিয়ে গনমাধ্যমের প্রতিনিধি হয়ে একটা ভাসা ভাসা, কুয়াশাচ্ছন্ন প্রচারণাকেন্দ্রিক গবেষ-ণায় লিপ্ত হয়। গত কয়েক বছর ধরে কে-তাবিবিদ্যার মূল কেন্দ্রবিন্দু সামাজিক যো-গাযোগের হাত ধরে জনসম্প্রচারণার বিষয়ে আগ্রহী "কিভাবে হতে পারে" সম্প-র্কিত কয়েকগুণ নিয়মবিধি প্রকাশ করে। এরা প্রকাশ করে যে অত্যন্ত অসতর্কভাবেই একটা ধারণা লালিত হয়েছে, যে প্রচলিত গণমাধ্যম আমাদেরকে ধীরে ধীরে সাংস্কৃ-তিক ও তথ্যপ্রযুক্তির অসারতার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

যাইহোক, এইসমস্ত বিতর্ক, অসংশ্লিষ্ট-তার মধ্যে যে সত্য লুকিয়ে আছে তা হল, গণমাধ্যম সমাজবিজ্ঞানীদেরকে সত্যিকা-রের গণমানুষদের কাছে থেকে আলাদা করে ফেলেছে। গণমাধ্যমের সীমা প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী- সেখানে সমাজবিজ্ঞানীদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কিংবা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন বিতর্কে পৌঁছাতে গেলে তাদেরকে আরও গভীর ও বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হয়। তারপরও বলতে হয় যে, গণমাধ্যমের সংশ্লিষ্টতা পাবলিক ও পেশাদারি সমাজবিজ্ঞানী তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একইসাথে, এটি আমাদেরকে প্রথাগত চিন্তা-ভাবনা ছাড়াও বিস্তৃত পর্যায়ের চিন্তা ভাবনা, মতামত, ও অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে। অন্যথায় আমাদের কার্যক্রমের প্র-তিচ্ছবি, কাঠামো ও গঠন দর্শকদের কাছে কেতাবি আকারে প্রকাশ করতে বাধ্য হতে হত, যার সাথে তারা পুরোদস্তুর অপরি-চিত।

বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণের বিচারে, কানাডী-য়ান অভিজ্ঞতা একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়। এর দুইটি প্রধান, ভাষাভিত্তিক জন-গোষ্ঠী দুটি প্রধান মাধ্যমকে ব্যবহার করে যার মাধ্যমে গণমাধ্যম পৃথিবীব্যাপী সমা-জবিজ্ঞানীদেরকে মূল্যায়ন করে। অন্যভা-বে বলা যায় যে, এটা উপস্থাপন করে এমন এক কর্মপন্থা যার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ইস্যুতে গণমাধ্যমে অংশগ্রহন করে-কখনও পেশাদারী বিশেষজ্ঞ হিসাবে কখনও বুদ্ধিজীবী হিসেবে।

অন্যান্য অ্যাংলো-আমেরিকান দেশগু-লোর মতই ইংরেজি-ভাষী কানাডায় পেশাগত সমাজবিজ্ঞান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী স্থান দখল করে রেখেছে। এখানে, সংবাদ প্রচারণাগুলো সমাজবি-জ্ঞানীদেরকে কোন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ মতামত দেবার জন্য আমন্ত্রণ করে, তবে এক্ষেত্রে সেইসব বিষয়গুলোই প্রাধান্য পায় যেগুলো প্রচার করলে যথেষ্ট জনসম-র্থন পাবে; (যেমন, সিরিয় উদ্বাস্তুদের পুন-র্বাসন কিংবা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সামা-জিক-মাধ্যমের দ্বারা অনুপ্রাণিত দাদাগিরি সংস্কৃতি। একই সাথে আমেরিকান ও ব্রিটিশ সংস্কৃতির সাথে তাল মিলিয়ে অ্যাং-লো-কানাডীয়ান সমাজবিজ্ঞানও অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অথবা মনোবিজ্ঞানের তুলানায় জনপ্রতিনিধিত্বকারী বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনায় অধিক আগ্রহী থাকে। কেননা পেশাজীবীরা জাতীয় টেলিভিশনে, রেডিও কিংবা সংবাদপত্রের বিশেষ কলামে নিজেদের উপস্থিতি যথেষ্ট উপভোগ করে।

অন্যদিকে ফরাসী-ভাষী কুইবেকে সমা-জবিজ্ঞান এমন একটা জনপ্রতিনিধিত্বকারী

>>

ভূমিকা পালন করে যা অনেক ক্ষেত্রেই পেশাদারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অথবা একে ছাড়িয়ে ব্যাপক পরিসরে কাজ করে- ল্যাটিন আমেরিকা ও ইউরোপ মহাদেশে এমনটা দেখা যায়। যেখানে একটি জ্ঞান শাখার জন্ম হয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক শ্রদ্ধাবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রজ্ঞা থেকে। ১৯৬০ এর দশকে যখন "বৈপ্লবিক প্রশান্তির" ধারাবাহিকতায় যাজক সম্প্রদায় বিরোধিতা এবং আধুনিকতাবাদের সূচনা হয়েছে তখন থেকেই সমাজবিজ্ঞানীরা কুইবেকী ফরাসি ভাষীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ নিশ্চিতকরণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তাদের সমষ্টিগত পরিচিতি ও জাতীয়তাবাদ স্পষ্টকরণে এই ভূমিকা অনস্বীকার্য। ফলাফলস্বরূপ কুইবেকবাসী সমাজবিজ্ঞানীদেরকে জনগণের বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ মানুষের কাতারে বিবেচনা করে। সাধারণত, সাংবাদিক অথবা কোন অনুষ্ঠানের উপস্থাপক সামাজিক অথবা রাজনৈতিক গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মতামত জানতে চাইলে প্রশ্ন করে এভাবে যে, "এ বিষয়ে একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে আপনার কি মতামত?"

যদিও উপর্যুক্ত সমস্ত পর্যালোচনা কানাডীয়ান প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে টানা হয়েছে, সমাজবিজ্ঞানের দ্বৈত ভূমিকা- একটি বিশেষজ্ঞ পেশা হিসাবে নাকি জনপ্রতিনিধি হিসাবে- আরও অনেকগুলো বিষয়ের উপরেও আলোকপাত করেছে। উপরন্তু, যেহেতু তাদের ঝুঁকি ও প্রাপ্তির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, প্রত্যেকটি অনুশীলন গণমাধ্যমের সংশ্লিষ্টতার নির্দিষ্ট কৌশল নির্ধারণ করে- এবং প্রত্যেকটিই অনুশীলনকারীদের গুরুত্বপুর্ণ শিক্ষা দেয়।

অ্যাংলো- আমেরিকান সমাজে যেখানে সমাজবিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতা খুব বেশি প্রতিষ্ঠিত নয় বরং সমাজবিজ্ঞানীদেরকে পেশাদারী বিশেষজ্ঞের চোখে দেখা হয়, সেখানে তিনটি বিষয় এই জ্ঞানশাখাকে জনমুখী করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে:

• **নিজের অবস্থান বোঝা।** জাতীয় গণমাধ্যমের আদর্শিক ও পেশাদারী মনোভাব তোমার সমাজে তুমি কি ভূমিকা পালন করবে তা নির্ধারণ করে দেয়। কেন প্রযোজক অথবা সাংবাদিকতা তোমাকে নিমন্ত্রণ করবে; তোমার দক্ষতা কতখানি তা নিরূপিত হবে; এবং কোন একটি প্রবন্ধে অথবা বিশেষ ভূমিকায় তোমার বক্তব্য কিভাবে উত্থাপিত হবে?

• **একটি যুক্তিপূর্ণ ভারসাম্য** যা গণমাধ্যমকে সমাজবিজ্ঞানের বিশ্লেষণধর্মী প্রতিনিধিত্বকারী নমুনা সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়; যা ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা প্রচারিত। যেমন কমিউনিটি রেডিও কিংবা স্থানীয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে স্বীকৃতি পেয়ে গেছে এবং তুমি যাকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দিতে চাওনা। এর মাধ্যমে তুমি এমন একটি দর্শকশ্রেণীর কাছে পৌঁছাবে যাদের সাথে হয়ত তুমি খুব পরিচিত নও কিংবা কোন একটি বিশেষ বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানের সুবিধার্থে কৌশলগতভাবে তোমাদের দেখা হয়েছিল।

• **মতামত সহজলভ্য হতে পারে**, কিন্তু সমাজবৈজ্ঞানিক সত্যতা কষ্টলব্ধ। সামাজিক যোগাযোগের এই যুগে প্রত্যেকেরই একটা মতামত রয়েছে এবং সবাই তার জায়গা তা প্রচার করতে চায়। একজন পেশাদারী বিশেষজ্ঞ হিসেবে তোমার ভিন্ন আঙ্গিকের চিন্তা ভাবনা, কোন গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে তুমি কিভাবে সমাপ্তি টানছ তার উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে তুমি জনপ্রিয় ভ্রান্তিগুলোকে এড়িয়ে যেতে পার এবং কোন একটা বিশেষ ঘটনাকে সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বিস্তৃত আঙ্গিকে উপস্থাপন করতে পার।

ল্যাটিন আমেরিকা, ইউরোপ মহাদেশ এবং ফরাসীভাষী কুইবেক অঞ্চলের মত জায়গায় সমাজবিজ্ঞানীরা পাবলিক বুদ্ধিজীবী হিসেবে নিয়মিত ভূমিকা পালন করে যায় এবং গণমাধ্যমের সংশ্লিষ্টতা সেখানে পেশাদারী বিশেষজ্ঞের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়। আমি এখানে দুটি প্রস্তাব পেশ করছি:

• **সম্মুখযুদ্ধের নকশা পরিবর্তন।** যখন কোন সাংবাদিক অথবা প্রযোজক তোমার সাক্ষাৎকার নেয়ার পূর্বে আলোচনা করতে আসবে এবং তোমার মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেবে তুমি চেষ্টা করবে ঘটনার মোড়কে ভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবে। তদন্তের বিকল্প পন্থা অনুসরণের উপদেশ দেবে, অন্য কারও সাক্ষাৎকার নেয়ার পরামর্শ দেবে অথবা উক্ত বিষয়ের উপরে আগেই উপস্থাপিত কোন প্রতিবেদন, তথ্য-উপাত্ত এমনকি প্রাসঙ্গিক কোন জার্নাল আর্টিকেল অথবা বইয়ের শরণাপন্ন হওয়ার উপদেশও দিতে পার।

• **ফলাফলের উপর তোমার দৃষ্টিজ্ঞাপন।** ধরা যাক তুমি একজন সাধারণ বুদ্ধিজীবী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছ, এটা খুবই প্রলুব্ধকর যে রাষ্ট্র কিংবা বিশ্ব নিয়ে কোন একটা সুদুরপ্রসারী বক্তব্য রাখা অথবা নৈমিত্তিক সম্পর্কগুলোকে গবেষণা করা। উপরন্তু সাক্ষাৎকারটাকে এমনভাবে পরিচালনা করা যেন তোমার যে বিষয়ে দক্ষতা সেই বিষয়ের উপরে কথা বলতে বাধ্য হয়। এমনটা হতে পারে যে তোমার জ্ঞানলব্ধ বিষয়গুলোর মূলকথায় আলোকপাত করে অপ্রাসঙ্গিক কোন আলোচনা ছাড়াই সংক্ষিপ্ত ধাঁচে পুরো ঘটনাটা ব্যাখ্যা করতে পার।

সর্বশেষ প্রস্তাবনাটি সমগ্র আলোচনার প্রতিফলন ঘটাবে; *সময়ই সবকিছু*। অতি অল্প সময়সীমা এবং সংবাদ প্রাপ্তির যোগ্যতা গণমাধ্যমের জন্য অলঙ্ঘনীয়। তোমাকে তাদের শেষ মূহুর্তের অনুরোধ এবং তোমার সময়সীমার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে। একবার প্রতিবেদন তৈরী হয়ে গেলে সাংবাদিক, প্রযোজক এবং সম্পাদকমন্ডলী তোমার একান্ত মতামত শোনার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে না। তা সে যতই জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হোক না কেন।

সমাজবিজ্ঞানীদের একসঙ্গে ফুসফুস রক্ষাকারী বাতাসের ব্যাগ অথবা বিরক্তিকর পণ্ডিত হতে বলছিনা, বরং আমি গনমাধ্যমের সাথে সমাজবিজ্ঞানীদের নতুন সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্কের কথা বলছি। এটা আমাদের উপকারেই আসবে। যদি আমরা সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বৈত সত্তাকেই গ্রহণ করে নেই। অর্থাৎ তারা জনপ্রতিনিধি হিসাবেও ভূমিকা রাখবে আবার পেশাদারীত্বের ক্ষেত্রেও সচেতন হবে। তাহলেই জনসংযোগ বিভ্রান্তি হলে, ব্যবসায়িক শ্রেনির মামুলি মন্তব্য কিংবা সুবিধাবাদীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা মুখোমুখি হলে সমাজবিজ্ঞানীদের প্রজ্ঞাকে কাজে লাগিয়ে আমরা দুঃসময়ের মোকাবিলা সহজেই করতে পারব। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
ফুইয়াকি কুরাসাওয়া <kurasawa@yorku.ca>

# > যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অভিবাসীদের টিকে থাকার লড়াইয়ের নতুন ক্ষেত্র

**স্যান্ডা পোর্তোকারিরো ও ফ্রান্সিসকো লারা গার্সিয়া**, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

*যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বহিরাগত শিক্ষার্থীদের জন্য নিজেদের ক্যাম্পাসকে অভয়ারণ্য বলে দাবি জানাচ্ছে।*

২০১২ সালের ১৫ই জুনে, ওবামা প্রশাসন শৈশবকালীন আগমন হেতু বিলম্বিত মোকদ্দমা সংক্রান্ত কার্যক্রম (ডাকা) প্রণয়নের ঘোষণা দিল। যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে সে দেশে শিশু হিসেবে প্রবেশকারী প্রায় ১৭ লক্ষ অনথিভুক্ত অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়নের হাত থেকে প্রশাসনিক ছাড় লাভের দুই বছর মেয়াদী নবায়নযোগ্য সুযোগ করে দিয়েছে। ডাকা এসব অনথিভুক্ত তরুণ অভিবাসীর কাজের অনুমতি পাওয়ার অধিকার তাদের আয়ত্বের মধ্যে নিয়ে এসেছে এবং উচ্চশিক্ষায় এদের অধিকতর সুযোগ প্রদান করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ নাগরিক বিতাড়নের ভয় ছাড়া হাঁটার, চাকরিতে আবেদন করার অথবা শিক্ষালাভের সুবিধার মত স্বাধীনতাকে স্বাভাবিক হিসেবে ধরে নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রকে যেসব অনথিভুক্ত তরুণ তাদের স্বদেশ হিসেবে মনে করে শান্তিতে এসব সুবিধাভোগ করতে চায়। অন্তত বিলম্বিত সময় পর্যন্ত তাদেরকেও এসব স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার দিয়েছে ডাকা। ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পর থেকে সে দেশের মানুষের মনের শান্তি উৎকন্ঠায় রূপ নিয়েছে।

>>

ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণাকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করা অভিবাসী বিরোধী বয়ান যে ভীতির সঞ্চার করেছে সেটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। সবচেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ডাকার সুবিধাভোগীরা ভয় পেয়েছিলেন যে, ওবামা প্রশাসন যে অধিকার তাদের দিয়েছিল সেগুলো বোধ হয় বাতিল করা হবে। কিন্তু এই উদ্বেগের অনুভূতি আরও সুদূরে প্রসারিত। সকল স্তরের অভিবাসীরা ভয়ে আছে যে, হয়ত নতুন কঠোর অভিবাসন সংক্রান্ত বিধিনিষেধ সবাইকেই ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

এই ভয়গুলো ২৭ জানুয়ারি ২০১৭-তে স্থায়ী রূপ নিল যখন রাষ্ট্রপতি সাতটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষিদ্ধকারী এক নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করলেন। আদেশটির বিস্তীর্ণ ভাষাগত ও বিষম বাস্তবায়নের কারণে অনেক আমেরিকান নাগরিক ও উদ্বাস্তুসহ সব আইনি মর্যাদা ও জাতির লোকেরা বিভ্রান্ত হয়েছে। এর ফলে সারাদেশে প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ দেখা গিয়েছে। সকল অভিবাসী, হোক তারা উদ্বাস্তু কিংবা শিক্ষার্থী ভিসাধারী অথবা স্থায়ী বসবাসকারী, এক নতুন যুক্তরাষ্ট্রে ঘুম থেকে উঠল যেখানে তাদেরকে প্রশ্ন করার, শাস্তি দেওয়ার এবং এমনকি দেশে প্রবেশ করতে না দেওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে গেল। স্বরাষ্ট্র দফতরের নির্দেশনা এমনকি নিষেধাজ্ঞায় উল্লিখিত দেশগুলোর দ্বৈত নাগরিকত্ব ধারণকারী মার্কিন নাগরিকদেরও যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে সীমাবদ্ধতা আরোপ করল।

রাতারাতি কেবল অনথিভুক্ত লোকেরাই নয় বরং অভিবাসী তকমাধারী সবাইকে দুর্বলতা পেয়ে বসল। যদিও সিয়াটলের এক ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট এই আদেশকে আটকে দিতে দ্রুত পদক্ষেপ নিল। কিন্তু পুরো ঘটনা সঙ্কেত দেয় ট্রাম্পের হোয়াইট হাউজের অভিবাসন নীতি এ ব্যাপারে সামান্যই মনোযোগ দেবে। এই দুশ্চিন্তাই ২০১৭ সালের ৬ই মার্চে জেগেছিল যখন প্রেসিডেন্টের নতুন নির্বাহী আদেশ ছয়টি প্রধান মুসলিম দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল। অভিবাসন নীতিতে সমকালের অন্যতম কঠোর হস্তক্ষেপ এটা।

বস্তুত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই দ্বন্দ্বগুলো সবচেয়ে বেশি মাত্রায় প্রতীয়মান হয়েছে। আমেরিকার পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্রমবর্ধমান হারে নানাধর্মী অভিবাসী দলকে তাদের অনুষদে, প্রশাসনিক কর্মী হিসেবে ও ছাত্র পরিষদ গুলোতে জড়ো করছে। ওবামা প্রশাসনের ডাকা কর্মসূচি এই বৈচিত্র্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। ডাকার সুবিধাভোগীরা অবশেষে কলেজে ভর্তি হতে পারছে ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যোগদান করতে পারছে। যার হলগুলো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী দিয়ে পরিপূর্ণ এবং যার শ্রেনিকক্ষগুলো সবচেয়ে শিক্ষিত অভিবাসী অধ্যাপক দ্বারা পরিচালিত। সমসাময়িক অন্য কোন প্রতিষ্ঠান এত বিচিত্র শ্রেনির, বর্ণের এবং জাতির অথবা এত বৈচিত্র্যমণ্ডিত অভিবাসী মর্যাদা সম্পন্ন লোকেদের জড়ো করতে পারে নাই।

তাই, ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাকে প্রতিবাদকারী বিপুল কন্ঠস্বরের একটা বড় অংশ দেশ জুড়ে অবস্থিত এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসতে দেখাটা আশ্চর্যের কিছু নয়। ২০১৭ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি সবকটি আইভি লিগভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সহ যুক্তরাষ্ট্রের ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় নিউইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের ডিস্টিক্ট কোর্টে নির্বাহী আদেশটিকে চ্যালেঞ্জ করে একটি নিরপেক্ষ বক্তব্য প্রদান করে। বক্তব্যে বলা হয়, "নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগগুলোকে আমেরিকার এতদিনের লালিত মূল্যবোধগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখেও মোকাবেলা করা যায়। যেগুলোর ভেতর চিন্তার অবাধ প্রবাহ ও সীমান্তে মানুষের অবাধ চলাফেরা এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিবাসীদেরকে সাদরে গ্রহণ করার মত বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত।"

একইভাবে, আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক সংস্থা (এএসএ) ২০১৭ সালের জানুয়ারির ৩০ তারিখ ট্রাম্পের প্রাথমিক নির্বাহী আদেশের বিরোধিতা করে একটি বিবৃতি জারি করে। কিভাবে কার্যকরীভাবে সকলের মিলিত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে এখানে সে ব্যাপারে পরামর্শও ছিল। সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এএসএ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, আমরা বিভিন্ন সংগঠনের একটা বৃহৎ নেটওয়ার্কে প্রোথিত, যে নেটওয়ার্ক আরও কার্যকর হয়ে উঠতে পারে যদি আমরা আরও বেশি মাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠি এবং পরস্পরকে সহযোগিতা করি। বর্তমানে যখন একজন অভিবাসী বিরোধী বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রতিকূল মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে, একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পর্যবেক্ষন থেকে বিবর্ধিত হয়ে সমাজের কাঠামোতে সক্রিয় অংশগ্রহনকারীতে পরিণত হতে চাপ দেওয়া হচ্ছে। মাইকেল বুরাওয়ে যেমনটা বলেছেন[১], বর্তমান বিশ্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একইসঙ্গে সমাজের ভেতরে ও বাহিরে অবস্থান করছে। এগুলো একইসাথে সমাজের পর্যবেক্ষক এবং সমাজের ভেতর অংশগ্রহণকারী হিসেবে কাজ করছে। অন্যভাবে বলা যায়, এরকম ধরনের গণ বিবৃতিগুলো সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে ক্ষমতার ক্ষেত্রে পরিণত করেছে।

সমাজবিজ্ঞানীরা ভালভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনগুলোতে বিভিন্ন অভিবাসী দলের ভেতর চলা উত্থানশীল গতিপ্রকৃতিকে নজরদারি করতে পারেন। এটা একটা নতুন ঘটনা যা কলেজের পরিবেশে সম্ভবত অদ্ভুত। আজকে অভিবাসীদেরকে নিয়োগ দেওয়া অথবা প্রতিনিধিত্ব করা প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অবস্থান সম্পন্ন অভিবাসীদের জন্য ওকালতি করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কৃষি সম্পর্কিত সংঘগুলো সস্তাশ্রমের ও বিপুল সংখ্যায় পাওয়া যায় এমন কৃষি কর্মী এবং অনথিভুক্ত মজুর পাওয়ার নিশ্চয়তাদানকারী নীতিগুলোর জন্য তদবির করে থাকে, অন্যদিকে সিলিকন ভ্যালি চায় উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন প্রকৌশলী ও কম্পিউটার বিজ্ঞানীদের সংগ্রহ ও নিয়োগ ত্বরান্বিত করতে। কিন্তু আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এত বিচিত্র অথচ বিভক্ত অভিবাসী দলকে জড়ো করার মাধ্যমে, অভিবাসী সামাজিক আন্দোলনসমূহের অথবা ট্রাম্প এজেন্ডা সমূহের প্রতি কার্যকরী প্রতিরোধের সংগঠনকারী ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করার এক ধরণের অসাধারণ শক্তি ধারণ করে। বিকল্পভাবে, সহযোগিতাকে বাস্তবে রূপ দিতে ব্যর্থ হলে তা আমাদের জন্য শিক্ষনীয় হবে এবং এটা অভিবাসী দলগুলোর ভেতরের সহযোগীতার সীমাবদ্ধতা ও এগুলোর ভেতর বলিষ্ঠ সংহতির নেটওয়ার্ক নির্মানের চ্যালেঞ্জ গুলোকে প্রকাশ করে দিবে।

সর্বোপরি ট্রাম্প আমলের চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতিক্রিয়া যেমন আমেরিকার সুশীল সমাজ দিচ্ছে তেমনি সেদেশের সমাজবিজ্ঞানীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিবাসী দলগুলোর ভিতরকার গতিপ্রক্রিয়ার উপর গভীরভাবে নজর দিতে হবে। এখনই তাদের বৃহত্তর তাৎপর্য নিরুপণ করাটা হয়ত বেশি তাড়াহুড়োর ব্যাপার হবে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এরকম অন্যন্য অবস্থান গুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের তাত্ত্বিক অবস্থানের দরকার পড়বে। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হল পরস্পর বিপরীতমুখী বহু স্বার্থের প্রতিচ্ছেদকারী বহুমাত্রিক।


সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
স্যান্ডা পোর্তোকারিরো
<svp2118@columbia.edu>
ফ্রান্সিসকো লারা গার্সিয়া
<f.laragarcia@columbia.edu>


[১] "Redefining the Public University: Developing an Analytical Framework, "Transformations of the Public Sphere, Social Science Research Council, 2011.

# > আর্জেন্টিনার সম্পাদনা পরিষদের পরিচিতি

**হুয়ান ইগনাসিও পিওভানি**, আইএসএ-এর ফিউচার রিসার্চ (আরসি০৭) এবং যুক্তি ও পদ্ধতি (আরসি ৩৩) গবেষণা কমিটির সদস্য, **পিলার পাই পুইগ** এবং **মার্টিন উরতাসান**, লা প্লাটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়,আর্জেন্টিনা

আমরা কলম্বিয়াতে মাকোহ আলভারেজ রিভাদোয়াহ এর তত্ত্বাবধানে সঞ্চালিত স্প্যানিশ অনুবাদে পাঁচ বছর যুক্ত থাকার পর ২০১৬ সালে গ্লোবাল ডায়লগ (জিডি)-এ যোগদান করি। এরপর থেকে, জিডি-এর প্রতিটি ইস্যু আমাদের জন্য একই সাথে শেখার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েক সপ্তাহের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরে কাজটি শেষে আমাদের মধ্যে স্বস্তির রেশ থেকে যায়।

অনুবাদ সহজ সরল নয়। রোমানিয়ান দল সম্প্রতি, এ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে অনুবাদ করা হয়নি এমন শব্দগুলো নিয়ে একটি প্রাথমিক সমস্যার কথা তুলে ধরেন। কিন্তু স্প্যানিশ ব্যাপকভাবে শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা উভয়ে ব্যবহৃত হলেও আমরা ইংরেজিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক পদাবলির স্প্যানিশ সমতুল্য শব্দ অনুসন্ধানের জন্য নিবন্ধ, রিপোর্ট, শ্বেতপত্র প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভর করি। যাইহোক,স্প্যানিশ খুব ব্যাপকতা পেলেও এর নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ রয়েছে। স্প্যানিশ ২১ টি দেশে সরকারি ভাষা এবং প্রায় ৫০০ মিলিয়ন লোক বিশ্বব্যাপী স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে। প্রতিটি অঞ্চলে, এমনকি পাণ্ডিত্যপূর্ণ চেনাশোনা গলিতেও ভাষার নিজস্ব স্বতন্ত্র সংস্করণ রয়েছে। যেখানে একই ধারণাটি জ্ঞান চর্চা হয় এমন ভিন্নভিন্ন হতে পারে। এই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য আমরা একটি "নিরপেক্ষ" স্প্যানিশ, বা স্থানীয় এবং আঞ্চলিক ভাষাগত বৈচিত্র্যের সাথে ন্যায্যতা রক্ষার উপায় অনুসন্ধানে অনেক সময় ব্যয় করেছি।

একটি নির্দিষ্ট ভাষার একাধিক গঠন এবং উক্তির জটিলতা থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ইংরেজি শব্দ অনুবাদের চেষ্টা প্রকল্পে আপাতদৃষ্টিতে "স্বচ্ছ ' স্প্যানিশ সমতুল্য একটি শব্দ- উদারপন্থী রাজনীতিবিদের মতাদর্শিকতা প্রকাশের ক্ষেত্রে জটিলরূপ ধারণ করে। আমাদের প্রথম বিকল্প স্প্যানিশ শব্দ উদার ছিল। কিন্তু স্পেন এবং ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ উভয়েরই উদারপন্থীর একটি সুস্পষ্ট রক্ষণশীল ধারণা রয়েছে। বিকল্প হিসেবে *প্রাগ্রেসিস্টা* (প্রগতিশীল) শব্দটি ব্যবহার করা হত, কিন্তু অনেক ল্যাটিন আমেরিকার ক্ষেত্রে এই শব্দটি বামপন্থী চিন্তাধারা প্রকাশ করে। তাই পারিবারিক মূল্যবোধের বিষয়ে প্রয়োজনে খোলাখুলি কিন্তু এখনও নব্য অর্থনীতি, ব্যাপক সামরিক হস্তক্ষেপ এবং অনুরূপ নীতিকে (যেমন কিছু তথাকথিত উদারপন্থীরা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই সব নীতি অনুসরণ করে) সহায়তা করে এমন একজন রাজনীতিবিদকে *প্রোগ্রেসিস* বলা সম্পূর্ণরূপে অনুপযুক্ত। এইধরনের শব্দ অনুবাদান্তে বিভিন্ন বিকল্প অর্থ এবং তাদের প্রয়োগসমূহ গভীর অনুসন্ধানের অর্ন্তগত।

লিঙ্গ নিয়ে আমরা নিয়মিতভাবে আরেকটি সমস্যা প্রত্যক্ষ করি, যা ইংরেজি এবং স্প্যানিশ ভাষায় ভিন্নভাবে মোকাবিলা করা হয়। অবশ্যই জিডি-এর সম্পাদকীয়দল বিশ্বব্যাপী নারী সংগ্রামে সচেতন, এবং ম্যাগাজিনটি বিভিন্ন দেশের নারীদের অধিকার, লিঙ্গ বিষয়ক এবং নারীবাদী দ্বন্দ নিয়ে সচেতন। অনেক সমালোচকের ধারণা স্প্যানিশ ভাষায় (এবং অন্যান্য ভাষায়) লিঙ্গ বৈষম্য রয়েছে। সেজন্য কিছু লেখক - বিশেষত যখন লিঙ্গ বৈষম্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্বোধন করে "এইধরনের পক্ষপাতের মোকাবেলা করার জন্য ইচ্ছাকৃত লেখা কৌশল গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু আমরা প্রায়ই তৃতীয় ভাষায় অনুবাদ করা ইংরেজি পাঠগুলি অনুবাদ করি (যার মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য আরো সুস্পষ্ট হতে পারে)। একটি লেখকের সূক্ষ্ম শব্দ বাছাইয়ের ভাষা এবং লিঙ্গীয় লেখার চ্যালেঞ্জ বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দগুলি অনুবাদের মধ্যে অজ্ঞাতভাবে লুকানো হতে পারে।

অন্যান্য সম্পাদকীয় দলের তুলনায়, আমরা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ লা প্লাটা-এর সমাজবিজ্ঞান বিভাগের একটি ছোট গ্রুপের মধ্যে আমাদের কাজ ভাগ করে নিয়েছি। আমরা জিডি-এর ইংরেজী সংস্করণ পাওয়ার পরে, পিলার এবং মার্টিন তাদের বিষয়গত সাদৃশ্যতা এবং ব্যক্তিগত আগ্রহ অনুযায়ী নিবন্ধগুলি ভাগ করে নিয়েছেন। অনুবাদকেরা প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব নিবন্ধ অনুবাদ করেন এবং পরবর্তীতে একে অপরের সাথে তাদের কাজ পর্যালোচনা করেন। পরে, হুয়ান সমস্ত অনুবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং প্রত্যক্ষভাবে সংশোধন করেন। এই প্রক্রিয়া চলাকালে আমরা লোলা বাসাসিটিলের মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করি। জিডি-এর স্প্যানিশ সংস্করণের উন্নতির ক্ষেত্রে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জিডিতে অংশগ্রহণের ফলে আমাদের অনুবাদ দক্ষতা উন্নয়ন এবং সামাজিক বিষয়গুলির বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গের সাথে আমাদের যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য উভয়ই সমৃদ্ধ হয়েছে। *গ্লোবাল ডায়লগ* বিশ্বকে ভালভাবে জানাতে সহায়তা করে এবং এভাবে এটি আমাদের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উৎসাহ যোগায়।

>>

হুয়ান ইগনাসিও পিওভানি লা প্লাটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সামাজিক গবেষণা পদ্ধতির অধ্যাপক এবং ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিকাল রিসার্চ কাউন্সিল (কনিসেট, আর্জেন্টিনা) এর গবেষক। তিনি সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি এবং পরিসংখ্যান বিষয়ের উপর বর্তমানে সিটি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন (ইউকে) থেকে মাস্টার্স এবং সামাজিক গবেষণা পদ্ধতির উপর রোমের বিশ্ববিদ্যালয় ইতালির সেপিওঞ্জা থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তিনি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ কর্ডোবা (আর্জেন্টিনা) তে পোস্ট ডক্টোরাল ফেলো এবং সমাজবিজ্ঞান ও নৃতাত্ত্বিকবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে ব্রাজিলের ফেডারেল ইউনিভার্সিটি রিওডিজেনেরিও-তে (ব্রাজিল) ডক্টোরাল ফেলো ছিলেন। বহু বছর ধরে তিনি ইতিহাস, যুক্তি এবং সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির ভিত্তিগুলির মধ্যে গবেষণা পরিচালনা করেন। ২০১১ সাল থেকে তিনি আর্জেন্টাইনিয়ান সমসাময়িক সমাজ (পিআইএসএসি)-এর গবেষণা কর্মসূচির পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। এটি একটি উদ্যোগ যা বিভিন্ন প্রকল্পকে তুলে ধরে এবং দেশের সর্বজনীন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞানের ৫০ টি স্কুলকে অন্তর্ভুক্ত করে।

পিলার পাই পুইগ লা প্লাটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে (আর্জেন্টিনা) সমাজবিজ্ঞানে অধ্যয়নরত। তিনি বর্তমানে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিকবিজ্ঞানে পিএইচডি শিক্ষার্থী। তার গবেষণার বিষয় পরিবেশ সমাজবিজ্ঞান এবং তিনি শহুরে প্রেক্ষাপটে পরিবেশ, দারি-দ্র্য এবং বৈষম্য নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী। তিনি সমাজবিজ্ঞান বিভাগে কাজ করেন, যেখানে তিনি দারিদ্র্য এবং বৈষম্যের পদ্ধতিগত বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পে অংশগ্রহণ করেন। পিলার লা প্লাটা শহরের উপদ্রুত অঞ্চলে এবং ওয়াপেটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (জার্মানি) সহকর্মীদের সাথে বিভিন্ন বিনিময় কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের সাথে জড়িত।

মার্টিন উরতাসান লা প্লাটা (আর্জেন্টিনা) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানে অধ্যয়ন-রত। যেখানে তিনি বর্তমানে কনিসেট দ্বারা প্রদত্ত একটি বৃত্তি সঙ্গের সামাজিকবিজ্ঞানে পিএইচডি-তে অধ্যায়নরত। মার্টিন প্রযুক্তিগত ডিভাইসগুলি, বিশেষ করে শহুরে ভিডিও নজরদারির উপর ভিত্তিকরে বর্তমানে "প্রাক্তন" নিরাপত্তা নীতিগুলির উপর গবেষণা পরিচালনা করেন। তিনি প্রায়োগিক সমাজবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সমাজের গবেষণার দ্বারা তত্ত্বগতভাবে জ্ঞাত একটি নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তিনি জনপ্রিয় শিক্ষায় আগ্রহী এবং একটি সামাজিক আন্দোলনের আওতায় পিপলস হাই স্কুল ফর অ্যাড্যাল্ট এর শিক্ষক ও কর্মী উভয় ক্ষেত্রে কাজ করেন।


সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
হুয়ান ইগনাসিও পিওভানি <juan.piovani@presi.unlp.edu.ar>
পিলার পাই পুইগ <pilarpipuig@gmail.com>
এবং মার্টিন উরতাসান <martinjurtasun@gmail.com>